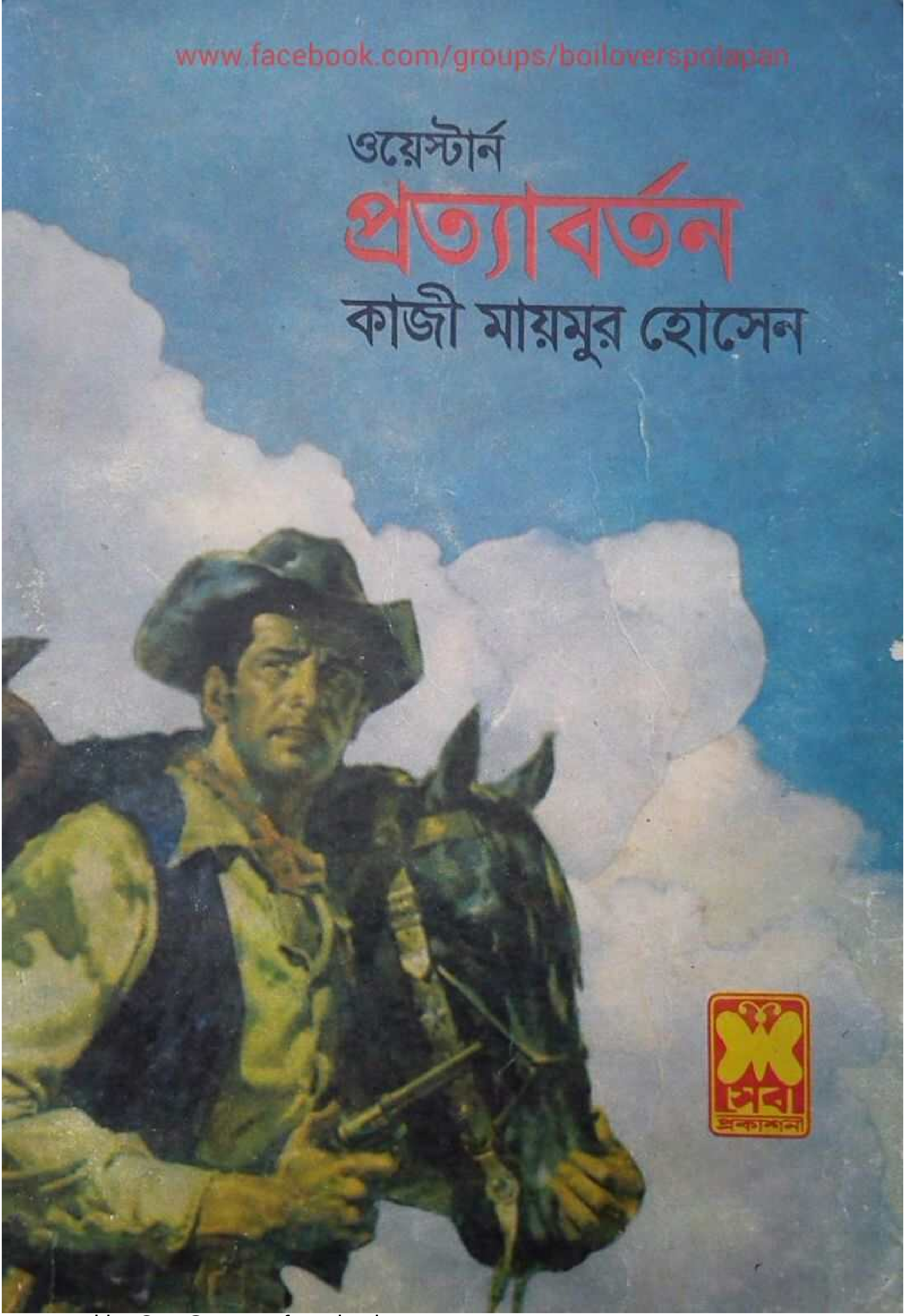

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan
ওয়েস্টার্ন
প্রত্যাবর্তন
কাজী মায়মুর হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

এক

স্যান্ডি ফোর্ড। টেক্সাস সীমান্তে রেড রিভার তীরের এক ট্রেইল টাউন। জনবসতি খুব কম। নদীর পানি বাড়লে যখন পার হওয়া বিপদজনক হয়ে পড়ে, তখন দু'এক রাতের জন্য এখানে থামে রাইডাররা। পানি বিপদসীমার নিচে নামলে বেশির ভাগই রওনা হয় উত্তরের নতুন উন্মুক্ত ইন্ডিয়ান টেরিটোরিতে। অন্যরাও চলে যায় নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশে; এখানে থেকে যেতে আসবে তেমন লোকের সংখ্যা পশ্চিমেও বিরল।

গত রাতে দক্ষিণ দিক থেকে শহরে ঢুকেছে আগন্তুক। রাত কাটিয়েছে হোটেলে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে শহরের একমাত্র সেলুনের কাউন্টারের গায়ে ঠেস দিয়ে। লোকটা একা, দেখে মনে হয় না কারও অপেক্ষায় আছে। কাউন্টারের ওপরে রাখা বিয়ারের বোতল তুলে মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে সে, তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে উপস্থিত সবাইকে।

যুবকের কাপড় জামা ট্রেইলের ধুলোয় ধূসর। তামাটে গায়ের রঙ আরও কালো হয়ে গেছে মধ্য গ্রীষ্মের সূর্য-তাপে। ছ'ফুটের ওপর লম্বা সে। কালো চোখ। অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও আচরণে বোঝা যায় সদা সতর্ক। প্রশস্ত কাঁধ এবং সরু কোমর শক্তির আভাস দিচ্ছে। চেহারা নিস্পৃহ, কিন্তু চোখ দুটো দেখে মনে হয় ভেতরে আবেগ অনুভূতির অভাব নেই।

ঠাণ্ডা বিয়ারে লম্বা চুমুক দিল সে উদাস ভঙ্গিতে। দেখে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু সেলুনের ভেতরে ঘটা কোনও কিছুই তার নজর এড়াচ্ছে না। প্রতিটা টুকরো টাকরা কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। সিগারেট রোল করে মুখ তুলে তাকাল সে, দেখল সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মধ্যবয়স্ক এক লোক। মাঝারি গড়ন, চেহারায় গাম্ভীর্য। তীক্ষ্ণ দু'চোখে শীতল দৃষ্টি, বোঝা যায় মিশুক লোক নয় সে। পরনে কালো রঙের সার্জ স্যুট, মাথায় কালো ডার্বি হ্যাট। দুটোই বহু ব্যবহারে মলিন। কোটের বুক পকেটের ওপর লটকে আছে মার্শালের ব্যাজ। এই লোকই শহরের মার্শাল, ফিলিপ কার্টার।

'আমার সাথে বাইরে চলো, কথা আছে,' গম্ভীর স্বরে যুবকের উদ্দেশে বলল মার্শাল।

বিয়ার শেষ করে মার্শালের পিছু পিছু রাস্তায় বেরিয়ে এলো সে, কিছুদূর হেঁটে প্রবেশ করল ছোট্ট একটা অফিসে। ঘরের পেছনদিকে পাখির খাঁচা আকৃতির দুটো সেল। একটা ফ্ল্যাট-টপ জীর্ণ টেবিলের দু'ধারে দুটো কাঠের পিঠ-উঁচু চেয়ার। কার্টারের চেয়ারের পেছনে দেয়াল অসংখ্য ওয়ান্টেড পোস্টারে ছাওয়া।

'তারপর, সিড?' আগন্তুককে বসতে ইশারা করে টেবিল ঘুরে নিজের চেয়ারে বসল কার্টার।

মার্শালের প্রশ্নের জবাবে বুক পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা এনভেলপ বের করল সিড কেইন্। বাড়িয়ে ধরল কার্টারের দিকে, বলল, 'আঙ্কল সাইমনের চিঠি।'

টেবিল থেকে উঠিয়ে স্টীল রিমের চশমাটা নাকে বসাল ফিলিপ কার্টার, এনভেলপ খুলে চিঠিতে মনোনিবেশ করল ভুরু কুঁচকে। স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা আছে ওতে:

সিড,

এখানে ঝামেলা চলছে, সামলাতে পারছি না। গত বছর ঘোড়া থেকে পড়ে কোমরে চোট পেয়েছিলাম, এখনও পুরোপুরি সুস্থ হইনি। বেশিক্ষণ ঘোড়ায় চড়তে পারি না। তার ওপর চারধারে বিশ্বাসঘাতকের ছড়াছড়ি।

র‍্যাঞ্চটা পৈত্রিক সূত্রে তোমার, তাই আশা করছি 'সার্কেল কে' রক্ষার জন্য আমার পাশে এসে দাঁড়াবে তুমি।

বেঁচে থাকলে সামনাসামনি সব খুলে বলব। আশা করি ভাল আছ,

আঙ্কল সাইমন।

বি: দ্র:—এখানে পৌঁছে আমাকে যদি না পাও তাহলে মার্শালের সাথে দেখা কোরো, হয়তো সাহায্য করবে।

চিঠি পড়া শেষ করে গম্ভীর চেহারায় বাই ফোকাল লেন্সের ওপর দিয়ে সিড কেইনকে দেখল মার্শাল। কাগজটা এনভেলপে ভরে টেবিলে রেখে চোখ তুলে তাকাল আবার, বলল, 'ছয়মাস আগের খবর।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সিড কেইন। 'চিঠিটা কণ্ডোর ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু আমি ছিলাম মেক্সিকোর সনোরায়। খবর পেয়েই ছুটে এসেছি। বারটেন্ডারের মুখে শুনলাম আঙ্কল সাইমন মারা গেছে। কেউ বলতে পারল না ঠিক কিভাবে।'

'কেউ জানেই না, বলবে কি! সে-রাতে তার ফোরম্যান শহরে এসেছিল। ফেরার পথে র‍্যাঞ্চের দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ পেয়ে ছুটে যায় সে। বুলেটে ঝাঁঝরা বার্নে আগুন জ্বলছিল, নেভাতে পারেনি ফোরম্যান আর পাঞ্চাররা। দেখে মনে হয়েছে একদল লোক সাইমনকে বার্নে কোণঠাসা করে ফেলেছিল, তারপর আগুন ধরিয়ে দেয়। কয়েকটা

হাড় ছাড়া, কিছুই অবশিষ্ট ছিল না সাইমনের।'

'বার্নে ছিল, ঘোড়ার হাড়ও হতে পারে।'

'না, দাঁত সহ মানুষের চোয়ালের অংশ পাওয়া গেছে।'

আরও আগে এই শহরে পৌছুনোর কোনও উপায় ছিল না, যত দ্রুত সম্ভব রওনা দিয়েছে, তবুও অপরাধ বোধ থেকে মুক্তি পেল না সিড। বার বার মনে হচ্ছে আরও প্রয়োজনের মুহূর্তে সে এখানে উপস্থিত হলে হয়তো বিপদ এড়ানো যেত।

'কেন আঙ্কলকে মরতে হলো সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা আছে তোমার?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মার্শাল, নদী ছাড়িয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেল তার দৃষ্টি। ওদিকের বিস্তীর্ণ এলাকা ইন্ডিয়ান টেরিটোরিতে গিয়ে মিশেছে। হাতের ইশারায় জায়গাটা দেখাল সে, বলল, 'নতুন জমি। নতুন লোকজন ছুটে আসছে দখল নিতে। সব সময় ঝামেলা লেগেই আছে।' উঠে দাঁড়াল ফিলিপ কার্টার, কথাবার্তা শেষ হয়েছে এটা তারই ইঙ্গিত।

'কাজটা কার, আন্দাজ করতে পেরেছ?' চেয়ার ছেড়ে প্রশ্ন করল সিড।

'আন্দাজ করতে পারলে সেলগুলো খালি দেখতে না,' গম্ভীর হয়ে গেল মার্শালের চেহারা।

কথাটা কতখানি সত্যি ভাবতে ভাবতে ফিলিপ কার্টারকে অনুসরণ করে অফিস থেকে বেরল সিড, রাস্তার ধারে বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে ডানে বামে তাকাল। ছ'বছর আগে শহরটা এত বড় ছিল না। জেনারেল স্টোরের আশেপাশে এ কয় বছরে গড়ে উঠেছে দশ-বারোটা নতুন বাড়ি।

'বিয়ার খাওয়ার জন্য পঞ্চাশটা ডলার দাও!' ঘাড়ের পেছনে গলার

আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সিড। পেছনে দাঁড়িয়ে আকর্ণ বিস্তৃত হাসছে বুড়ো লোকটা। চিনতে পেরে সিড কেইনের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। হ্যান্ডশেক করল ওরা।

'আরে, বিল নেগ!' ছোটখাট লোকটার কালো হাস্যরত চোখে চোখ রেখে বিস্মিত কণ্ঠে বলল সিড।

বিল নেগের উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম। তবে শক্ত গড়ন। প্রশস্ত বুক, চওড়া কাঁধ। মাটিতে পা ফেলে দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হয় ওখান থেকে জোর করে কেউ তাকে নাড়াতে পারবে না।

'যতদূর মনে পড়ে তোমাকে কঞ্চোতে দেখেছিলাম। হঠাৎ এখানে যে?' প্রশ্ন করল সিড।

'অসুস্থ হয়ে পড়ায় ট্রেইল ড্রাইভ ছেড়ে চলে এলাম। বোধহয় ক্রীকের নোংরা পানি খেয়েই শরীর খারাপ করেছিল।'

'এখানের ক্রীকে খুব ভাল পানি, তাই না? তারপর, করছ কি?'

'ইন্ডিয়ান টেরিটোরিতে মালামাল নিয়ে বেচার ব্যবসা। কয়েকদিন আগেও অবশ্য একটা র‍্যাঞ্চে কাজ করতাম।' হঠাৎ কৌতূহলী দৃষ্টিতে সিডের দিকে তাকাল বিল নেগ, চাপ দাড়ি চুলকে জিজ্ঞেস করল, 'সার্কেল কে'র মালিক কি তোমার আত্মীয়? সাইমন কেইনের র‍্যাঞ্চেই কাউ পাঞ্চারের চাকরি নিয়েছিলাম।'

'হুঁ।' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জবাব দিল সিড কেইন। 'চলো বিয়ার খাবে, তোমার সাথে কথা আছে,' সচেতন হয়ে এক মুহূর্ত পর বলল সে, 'সার্কেল কে র‍্যাঞ্চ এখন আমার।'

সেলুনে ঢুকল ওরা দু'জন। বার কাউন্টারের শেষ মাথায় দেয়ালের কোণে দাঁড়াল। ঘরে আরও দশ-বারোজন লোক আছে। বারটেন্ডার ওদের দু'জনকে বিয়ার সার্ভ করার আগেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা লোকগুলোর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। লম্বা একজন লোক অন্যদের

থেকে বেরিয়ে এসে বিল নেগের পেছনে দাঁড়াল। শার্টের কলার ধরে নিজের দিকে ফেরাল তাকে।

'এ-শহর থেকে চলে যেতে বলেছি তোমাকে!' গর্জে উঠল সে।

সিড কেইন নজর বোলাল লোকটার ওপর। বুলেট আকৃতির মাথা। চাপা কাঁধ তার। বুকের চেয়ে কোমর মোটা। বোতলের কথা মনে পড়ল কেইনের। ফ্যাকাসে সাদা চেহারা দেখে বোঝা যায় রোদে কাজ করে না লোকটা। ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা নাকের ডগায় দু'তিনটে লাল লাল ফুটকি। চোয়ালের হাড় উঁচু। গর্তে ঢোকানো চোখ দুটো গাঢ় সবুজ, কাছাকাছি বসানো। বালু ধূসর চুলগুলোয় ময়লার ছোপ, পরিষ্কার করে না বোধহয় বহুদিন।

ঝাঁকি দিয়ে ঘাড় থেকে লোকটার হাত সরিয়ে দিল বিল নেগ, শান্ত চেহারায় বলল, 'আর কখনও গায়ে হাত দিলে হাত দুটো ভেঙে দেব, বাক বারডক!' নোংরা কিছুর ছোঁয়া লেগেছে এমন ভঙ্গিতে হাত দিয়ে ঘাড় ঝাড়ল সে; বলল, 'তোমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাও, আমার সাথে লাগতে এসো না।'

বাক বারডক লোকটা মাতাল, ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে একটু দূরে টেবিলে বসে থাকা সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে। উৎসাহ যোগাল ছুঁচোর মত চেহারার হালকা পাতলা এক তরুণ। 'পিটিয়ে আধমরা করে শহর থেকে ওকে বের করে দাও, বারডক!'

কথাটা শুনে হাসি আরও চওড়া হলো বাক বারডকের, ঘাড় ফেরাল সে বিল নেগের দিকে, বলল, 'তোমাকে বলেছিলাম আরেকবার দেখতে পেলে বেতিয়ে তোমার ছাল তুলে নেব, এখন তাই করব।'

গম্ভীর চেহারায় শ্রাগ করল বুড়ো বিল নেগ, লাল রঙের টাক মাথার ওপর থেকে হ্যাট সরিয়ে কাউন্টারের ওপর রাখল। প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে টাকের ঘাম মুছে বুক পকেটে গুঁজল ওটা,

বলল, 'কোনও দিনই শিক্ষা হবে না তোমার, বারডক।'

অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বাক বারডকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নেগ। ক্ষিপ্রতা দেখে মনেই হয় না বয়স্ক লোক। একহাতে বারডকের গলা পেঁচিয়ে ধরে দু'পায়ে লোকটার কোমর জড়িয়ে লটকে থাকল সে। বুটের পেছনে লাগানো স্পার দিয়ে খোঁচা লাগাচ্ছে বারডকের কাফ মাসলে। আচমকা ধাক্কা এবং নতুন চাপা ওজনের কারণে এক পা পিছিয়ে গেল লম্বা লোকটা। তারপর ভারসাম্য হারিয়ে চিত হয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল।

পতনের সময়েই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে বুড়ো নেগ, বারডকের বুকের ওপর বসে পড়ে দু'হাত পিস্টনের মত চালাচ্ছে সে এই মুহূর্তে। দেখে মনে হলো হাতুড়ির আঘাতে চেহারার সাথে মিশে গেল বারডকের নাক, দরদর করে রক্ত ঝরতে শুরু করল প্রায় বুজে যাওয়া নাকের ফুটো দুটো থেকে। পাগলের মত মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুসির হাত থেকে বাঁচতে চাইছে লোকটা।

খুব দ্রুত কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই লড়াই শেষ হয়ে গেল। বারডকের সঙ্গী দু'জন দেখছিল, একসাথে উঠে দাঁড়িয়ে এগোতে শুরু করল তারা বার কাউন্টারের দিকে। সিক্সগানের বাঁটে হাত রেখে তাদের দিকে তাকাল সিড কেইন, বলল, 'তোমরা নাক গলিয়ো না, বিলকে বেতিয়ে শহর ছাড়া করতে দাও তোমাদের বন্ধুকে।'

নীল চোখের সোনালী চুলের যুবক তরুণকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এল। সরু চেহারার তরুণ বারডককে উৎসাহিত করেছিল, সে এগোতে গিয়েও ইতস্তত করে থমকে দাঁড়াল। সোনালী চুলো যুবকের ঠোঁটে সর্বক্ষণ ঝুলছে ব্যঙ্গের হাসি। বারডকের মার খাওয়া চেহারা কাছ থেকে দেখে আরও প্রসারিত হলো তার ঠোঁট জোড়া। বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে খচ্চরের লাথি খেয়েছ!'

মাটিতে পড়ে থাকা বারডক কোনও জবাব দিল না। রাগী চোখে সিডকে দেখল একটু দূরে দাঁড়ানো তরুণ। তার চোখে নিজেকে পুরুষ প্রমাণ করার অদম্য ইচ্ছা, খেয়াল করল সিড। লড়াইতে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা রয়েছে তার পুরো মাত্রায়, কিন্তু পিস্তলের মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বুঝতে পেরে বাক বারডকের বুকের ওপর থেকে উঠে দাঁড়াল বিল নেগ, একতরফা ভাবে আরও পেটানোর সুযোগ নিল না। নীল জিন্সের শার্টের হাতায় কপালের ঘাম মুছল সে।

কাঁচের শরীর, বেশি নাড়াচাড়ায় ভেঙে যাবে এমন ভঙ্গিতে মাটি ছাড়ল বার বারডক। ব্যথায় কোঁচকানো চেহারায় সিড কেইনকে দেখিয়ে বিল নেগের উদ্দেশে বলল, 'এই লোক আমাদের দিকে পিস্তল ধরে না রাখলে এতক্ষণে তোমাকে আমি খুন করে ফেলতাম।'

'কয়জনের সাহায্য নিয়ে?' নিরীহ চেহারায় প্রশ্ন করল বিল নেগ।

'একাই পারব!' গর্জে উঠেই ব্যথায় চেহারা বিকৃত করে ফেলল বারডক, 'এরপরের বার তোমাকে দেখামাত্র গুলি করব। সাবধানে থেকো, কয়োট, আমার র‍্যাঞ্চ থেকে দূরে থেকো!'

মাথা নেড়ে সঙ্গীদের ইশারা করল বারডক, সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল তিনজন। বিল নেগ কাউন্টারে এসে দাঁড়াল, এক চুমুকে বিয়ার শেষ করে আরেকটার অর্ডার দিল; স্বগতোক্তি করল, 'বেশি গরম, মারামারি করে মজা নেই!'

'তোমার দোস্তটা কে?' প্রশ্ন করল সিড।

'তুমি বলেছিলে সার্কেল কে এখন তোমার, তাই না?'

'তাই তো হওয়ার কথা।'

'তাহলে এইমাত্র তোমার ফোরম্যান আর ক্রুদের দেখলে তুমি। এক বছর ঘোড়ায় চেপে ঘুরলেও এই রকম হারামি আরেক দল লোকের

দেখা পাবে না!'

সেলুনের ভেতর থেকে মারামারির শব্দ এবং মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে জেনারেল স্টোর পর্যন্ত। ওখানে স্টোরের সামনে বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে উইলি ডেভিডসন, কথা বলছে তার ফোরম্যান অ্যাবেল ফ্ল্যানারির সঙ্গে।

এ-অঞ্চলে উইলি ডেভিডসন সবচেয়ে বড় ক্যাটলম্যান। নিজের গুরুত্ব এবং দাপট দেখানোর জন্য সব সময় দামী পোশাক পরে সে। নিজের জমি এবং ফ্রী রেঞ্জ মিলিয়ে এক লক্ষ একরের বেশি জমিতে গরু চরছে তার, কাজেই ভাবভঙ্গি রাজকীয়।

ষাঁড়ের মত শক্তিশালী অ্যাবেল ফ্ল্যানারি, ওজন দুইশো আটাশ পাউন্ড। সরু কোমর। চওড়া কাঁধ। প্রশস্ত বুক। গর্দানটা দশাসই। যাদেরকে নিচু স্তরের লোক মনে করে তাদের সাথে লেনদেনের সময় অ্যাবেল ফ্ল্যানারিকে কাজে লাগায় উইলি ডেভিডসন। কুটিলতা, শক্তি এবং নৃসংশতার অদ্ভুত এক সমন্বয় ঘটেছে অ্যাবেল ফ্ল্যানারির ভেতর। কুকুরের মতই মনিবের আদেশ পালন করে সে। তবে ডেভিডসন যাই মনে করুক, একথা বলা যাবে না লোকটার মাথায় কেবলই গোবর আছে।

বেশিক্ষণ হবে না ফোরম্যানের সাথে কথা বলছে র‍্যাঞ্চার। একটু আগেই বাগিতে চড়ে এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে শহরে ঢুকেছে সে। ভদ্রমহিলাকে স্টোরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছে সামনের বোর্ডওয়াকে। কথা বলতে বলতে থেমে গেল ডেভিডসন। স্টোর থেকে বেরিয়ে এদিকে আসছে এক লোক, পরনে রুচিসম্মত পোশাক। গম্ভীর সুদর্শন চেহারায় ছোট করে ছাঁটা গোঁফ। দেখলে বোঝা যায় নিয়মিত পরিচর্যা হয় ওটার। 'টার্নার, তোমার সাথে কিছু কথা আছে আমার,'

লোকটা সামনে এসে দাঁড়ানোয় বলল উইলি ডেভিডসন।

সব সময়েই কথা বলার আগে হাসি হাসি হয়ে যায় হড টার্নারের চেহারা, এখনও হাসল সে। তবে ডেভিডসন খেয়াল করল পোশাকের নিচে মাংসপেশী শক্ত হয়ে গেছে তার প্রতিবেশী র‍্যাঞ্চারের। 'কি ব্যাপারে?' কৌতুকে চকচক করে উঠল টার্নারের চোখজোড়া।

'অন্যদের কাছ থেকে শোনার আগে তোমার বোধহয় আমার কাছ থেকে জেনে নেয়া ভাল যে মিস স্টেলা অ্যাটকিনস আমার বাগদত্তা।'

হাসি আরও চওড়া হলো হড টার্নারের, হাত বাড়িয়ে দিল সে। হ্যান্ডশেক করার কোনও ইচ্ছে দেখা গেল না উইলি ডেভিডসনের মধ্যে। 'বাহ্, চমৎকার খবর শোনালে!' স্বাভাবিক চেহারায় বলল টার্নার, হাতটা ফিরিয়ে এনে গোঁফে তা দিল যত্নের সাথে। 'স্টেলা খুবই ভাল মেয়ে।'

'মিস অ্যাটকিন্সের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তোমার মনোভাব জানতে চাইছি আমি,' বলল ডেভিডসন। কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল লম্বা লোকটার চোখে চোখ রেখে তাকানোর জন্য। তার ধারণা ঘাড় উঁচু করে কারও দিকে তাকালে কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায়। 'তুমি আমার প্রতিবেশী, কাজেই তোমার কিছু বলার থাকতে পারে। বিশেষ করে তুমি যেহেতু দুর্বল ছিলে মিস অ্যাটকিন্সের প্রতি।' র‍্যাঞ্চারের গলার স্বরে বিদ্বেষ টের পেয়ে হাত দিয়ে মুখ মোছার ভঙ্গি করে হাসি লুকাল হড টার্নারের পাশে দাঁড়ানো অ্যাবেল ফ্ল্যানারি।

'ছিলাম। কিন্তু সে তোমাকে পছন্দ করেছে, আমার কি বলার থাকতে পারে!' দু'পা এগিয়ে এসে ডেভিডসনের কাঁধ চাপড়ে দিল টার্নার। ঘুরে তাকাল নিস্পৃহ চেহারার ফোরম্যানের দিকে, জিজ্ঞেস করল, 'ওয়েডিঙ কবে?'

টার্নারের মত ছোট র‍্যাঞ্চার কাঁধ চাপড়ে দেয়ায় রেগে গেছে

ডেভিডসন, তবু শান্ত স্বরে সে বলল, 'দিনক্ষণ এখনও স্থির করা হয়নি, হলে সবাইকে জানানো হবে।'

'আমার হয়ে স্টেলাকে শুভেচ্ছা জানিয়ো, উইলি। পরে আবার দেখা হবে।' হাঁটতে শুরু করে পেছনে দাঁড়ানো র‍্যাঞ্চারের উদ্দেশে বলল টার্নার। একদৃষ্টিতে অপসৃয়মান লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল এই তল্লাটের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী র‍্যাঞ্চার, নির্বিকার চেহারার আড়ালে ঘৃণার আগুন চাপা দিয়ে রেখেছে সে।

সেলুন থেকে বাক বারডক এবং তার সঙ্গীদের বের হতে দেখল ডেভিডসন। ঘোড়ায় চেপে শহর থেকে বেরিয়ে রেড রিভারের দিকে চলে যাচ্ছে লোকগুলো। স্টোরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে ছায়ায় দাঁড়াল সে এবং ফ্ল্যানারি। কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল র‍্যাঞ্চার, বলল, 'আমাদের আর হড টার্নারকে দরকার নেই।'

'আমি ভেবেছিলাম সার্কেল কে পথে বসার আগ পর্যন্ত ওকে আমাদের প্রয়োজন।'

'তোমাকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে চিন্তা ভাবনা করো না তুমি,' লম্বা চেইনের একটা চাবির রিঙ আঙুলে ঘুরিয়ে গম্ভীর চেহারায় মাথা নাড়ল ডেভিডসন। 'যতদিন পর্যন্ত সাইমন কেইন বেঁচে ছিল ক্যাটল চুরি করতে টার্নারকে সাহায্য করেছে বারডক। এখন সে মালিক হয়ে বসায় চাইবে না টার্নার তার গরু রাসলিঙ করুক। টার্নারও এখন সার্কেল কে আর আমার গরু সাফ করতে শুরু করবে নির্দ্বিধায়, পরিস্থিতি ঘোলা হয়ে উঠবে।'

'ক্রাউন রেঞ্জে ওকে ঢুকতে না দেয়ার মত শক্তি সামর্থ্য সব সময়ই ছিল আমাদের।'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওকে তখন ঠেকাতে চাইনি আমি, ভেবেছিলাম সময় মত গাছে লটকে দেয়া যাবে। সেই সময় এসেছে এখন, হড টার্নার আর

বাক বারডক দু'জনেরই ব্যবস্থা করতে হবে।

'দেশটা দ্রুত গড়ে উঠছে, অ্যাবেল, আমাদের আরও জমি বাড়ানো দরকার। তাছাড়া ভেবে দেখেছ সার্কেল কে রেঞ্জে তারের বেড়া দিলে একটা গরুও নদীতে পানি খেতে যেতে পারবে না! ওই র‍্যাঞ্চ আমাদের হাতে এলে সবাই আমার কথা মত চলতে বাধ্য হবে।'

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল মার্শাল, ছায়ায় দাঁড়ানো র‍্যাঞ্চারকে দেখে থামল গল্প করার জন্য। বিল নেগ এবং সিড বেরিয়ে এল সেলুন থেকে, রাস্তা পেরিয়ে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল স্টোরে। 'আমার মনে হয় না ওই লোককে এখানে আগে দেখেছি আমি,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মার্শালকে দেখে নিয়ে বলল ডেভিডসন।

'সাইমন কেইনের ভাতিজার কথা বলছ? ভাল ছেলে।'

'হুঁ,' অন্যমনস্কভাবে বলল ডেভিডসন। ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে এখন তার মাথায়। সেলুনে বুড়ো একজন লোককে ঢুকতে দেখে মার্শালের দিকে তাকাল সে, বলল, 'দুঃখিত, মার্শাল, গল্প করতে ভাল লাগছিল, কিন্তু পিটার অ্যাটকিন্‌সের সাথে কথা আছে আমার।' ফোরম্যানের দিকে ফিরল র‍্যাঞ্চার, 'আমি যাচ্ছি, অ্যাবেল, কাছেপিঠেই থেকো।' দৃঢ় পায়ে সেলুনের উদ্দেশে এগুলো সে।

লম্বা লোক পিটার অ্যাট্‌কিন্‌স। বয়স তার কালো চুলে ধূসর ছোপ রেখে গেছে। পোশাক এবং আচরণে সে যে একজন র‍্যাঞ্চার তা বোঝা যায়। উইলি ডেভিডসনের উপস্থিতিতে আড়ষ্ট বোধ করল না সে। হবু জামাতার কিনে দেয়া ড্রিংকে লম্বা চুমুক দিল।

ডেভিডসন বলল, 'সাইমন কেইনের আরেক ভাই ছিল। আগেই মারা গেছে সে। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এখানে আসার আগের ঘটনা সেটা। সে-ও কি সার্কেল কে'র

পার্টনার ছিল?'

'না। মালিক। দু'ভাই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। স্যাম মারা যাওয়ার পর একই সমান যত্নে র‍্যাঞ্চটা রক্ষা করেছে সাইমন কেইন। আসলে র‍্যাঞ্চটার মালিক তার ভাতিজা, সিড কেইন। কিন্তু কেউ জানে না সে কোথায় আছে। ছ'সাত বছর আগে স্টেলার সাথে সামান্য কথা কাটাকাটি হওয়ায় এখান থেকে চলে গেছে সে।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল পিটার অ্যাটকিন্স, 'কাছাকাছি সময়ে এখানে বসতি করেছি স্যাম কেইন আর আমি, লইয়ারের কাছে গিয়ে একই সাথে কাগজ-পত্র তৈরি করেছি। সাইমন কেইন র‍্যাঞ্চারটার মালিক ছিল না।'

চেহারা দেখে মনে হলো উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে উইলি ডেভিডসন। নিজের ড্রিংকটা শেষ করল সে, হবু শ্বশুরকে আরেকটা ড্রিংক অফার করে চেয়ার ছাড়ল। বলল, 'কয়েকটা কাজ বাকি পড়ে আছে, যাই। পরে দেখা হবে।'

সেলুন থেকে বেরিয়েই ফোরম্যানের সাথে দেখা হলো তার। গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য চেপে রাখতে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চেহারা, হন্তদন্ত হয়ে সেলুনের দিকে আসছিল। 'এইমাত্র মনে পড়ল,' বলল অ্যাবেল ফ্ল্যানারি, 'সেলুনে বাক বারডক একবার বলেছিল সার্কেল কে'র মালিক সাইমন নয়, তার ভাই। এখন শেরিফের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে তো র‍্যাঞ্চারটার আসল মালিক সাইমনের ভাতিজা।'

'আমিও তাই ভাবছি,' মৃদু মোলায়েম কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার। 'বারডকের বোধহয় মনে নেই তোমাকে সে কথাটা বলেছে। এখন তো সে বলে বেড়াচ্ছে সাইমন কেইন র‍্যাঞ্চটা তাকে উইল করে দিয়ে গেছে।'

'তোমার কি ধারণা আসলেই সাইমন কেইন ওকে র‍্যাঞ্চটা দান করেছে?'

'পাগল নাকি! তবে আমরা যে ব্যাপারটা জানি সে-কথা ওকে বলতে যেয়ো না। র‍্যাঞ্চটার মালিক হবার ইচ্ছে থেকেই জমির পাঁচ বছরের ট্যাক্স দিয়েছে সে। পাঁচ বছরের মধ্যে সাইমনের কোনও আত্মীয়স্বজন দাবি না জানালে সার্কেল কে সত্যি সত্যিই ওর হয়ে যাবে।'

'আমাদের এখন কি করা উচিত?'

'কিছু না। আমি আশা করছি টার্নারের ব্যবস্থা করার আগ পর্যন্ত সিড কেইনকে নিয়ে ঝামেলায় পড়বে না বারডক।'

'তারমানে সিড কেইন গিয়ে সার্কেল কে'তে হাজির না হলে হড টার্নারকে নিয়ে আমাদের আর চিন্তা করতে হচ্ছে না,' হাসি ফুটল অ্যাবেল ফ্ল্যানারির চেহারায়।

'হ্যাঁ। তাছাড়া বারডকের দুর্বলতা আমরা জানি, কিন্তু সিড কেইন অপরিচিত। জমিটাতে দাবিও আছে তার।' দু'এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে বলল র‍্যাঞ্চার, 'সিড কেইনের কিছু একটা হয়ে গেলে অখুশি হব না আমি। মনে রেখো, অ্যাবেল, নিজের লোকদের পেছনে সব সময়েই দাঁড়াই আমি, তবে চাই না তারা বেহুদা বিপদে জড়িয়ে পড়ুক।'

অজান্তেই ডানহাতে মাথার পেছন দিকটা চুলকাল অ্যাবেল ফ্ল্যানারি, উদগ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কখনও তোমাকে বিপদে ফেলেছি?'

'না,' গম্ভীর চেহারায় বলল র‍্যাঞ্চার, 'এখনও ফেলো না। বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবে। মনে রাখবে ছোট ভুলও ভয়ঙ্কর হতে পারে।'

দুই

বিল নেগ স্টোরের কাউন্টারে দাঁড়ানোর পর টোবাকো নেয়ার জন্য তাকের আড়ালে চলে গেল সিড। পকেট থেকে একটা লিস্ট বের করে দোকানিকে দিল নেগ, বলল, 'পশ্চিমের পাহাড়ে এক হোমস্টেডারের কাছে পৌঁছে দেব।' লিস্ট নিয়ে ময়দা, বেকিঙ পাউডার ইত্যাদি প্যাকেট করতে শুরু করল স্টোর কীপার।

দোকানটা দু'সারিতে সাজানো, একদিকে গ্রোসারিজ অন্যদিকে হার্ডওয়্যার। সরু সরু পথ আছে দরকারী জিনিস সংগ্রহের জন্য। ওয়াটার কুলারের কাছে এসে থমকে গেল সিড কেইন। পানি খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা, সিডকে দেখে চেহারায় বিস্ময় ফুটল তার, বলল, 'তুমি!'

'কেমন আছ, স্টেলা,' আলো ছায়ার খেলায় মেয়েটার চেহারায় পরিবর্তন দেখতে পেল না সিড, তবে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ওর কান এড়াল না। নিজের অনুভূতি চেহারায় ফুটতে দিল না সে। টের পেল হঠাৎ করেই শিরা উপশিরায় আছড়ে পড়ছে রক্ত। কি যেন একটা হারিয়ে ফেলার দুর্বোধ্য কষ্ট মুহূর্তের জন্য ওকে আচ্ছন্ন করল।

চিরদিনের মতই ঋজু ভঙ্গিতে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্টেলা অ্যাট্‌কিন্‌স্‌। একেবারেই কাছে, তবু যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। আগের মতই স্টেলার কাঁধে মখমল কালো চুল ছড়িয়ে আছে। চোখ দুটোয়

বিস্ময়ের সাথে সাথে আনন্দের দ্যুতি, অন্তর দিয়ে অনুভব করল সিড।

ছ'বছর আগে সামান্য কথা কাটা কাটির কারণে চলে গিয়েছিল সিড। দূরে সরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বোঝেনি হৃদয়ের কতখানি জুড়ে আছে স্টেলা। একেকটা বছর ওদের মধ্যে আরও দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। বুকের ভেতর একটা দুর্বোধ্য ব্যথা অনুভব করল সিড।

'কবে এলে?' আনন্দের বদলে কালো চোখ দুটোয় দুশ্চিন্তা ফুটে উঠতে দেখল সিড, সাথে আরও কি যেন রয়েছে একটা। দুনিয়ার আর সবার চেয়ে পরস্পরকে ভাল করে চেনে ওরা। এই মুহূর্তে স্টেলা কিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে বুঝতে কষ্ট হলো না ওর। সাত বছর ধরে সে নিজেও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে নিজেরই বিরুদ্ধে লড়াই করে।

'কাল রাতে,' মৃদু স্বরে জবাব দিল সিড।

'এবার থেকে যাবে নিশ্চয়ই?'

'হয়তো, ঠিক করিনি কিছু এখনও।'

'সব কিছুই বদলে গেছে, সিড।'

শুকনো হাসল সিড কেইন, ভেতরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠছে ওর। 'তুমি কি আমাকে আবার চলে যেতে বলছ? এক সময় তুমিই তো বলতে এখানে যুদ্ধ করে নিজের জায়গা তৈরি করতে!'

'আমি ওধরনের কিছু বোঝাতে চাইনি, সিড, তুমি ভাল করেই জানো।'

'শুনলাম কার সাথে যেন তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সুখী হও,' তিক্ত শোনাল সিডের কণ্ঠ ওর নিজেরই কানে।

শক্ত হয়ে গেল স্টেলার শরীরের সবক'টা পেশী, স্বভাবজাত গর্ব ঘিরে ধরল ওকে, বলল, 'খবর এখানে খুব দ্রুত ছড়ায়!'

'তুমি কি সত্যি সত্যিই সুখী হতে পারবে, স্টেলা?' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল সিড।

মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো তরুণীকে, তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'সিড কেইন, এ-কথা জানতে চাওয়ার কোনও অধিকার নেই তোমার!'

'জবাবটা বোধহয় আমি পেয়ে গেছি,' দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলল সিড, 'তোমার কাছ থেকে এরকম কিছুই আশা করেছিলাম।'

'তুমিই চলে গিয়েছিলে, এখন ওসব কথা উঠছে কেন!' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল স্টেলা।

'হ্যাঁ, চলে গিয়ে হয়তো ভুল করেছি। বড়লোক হওয়ার ইচ্ছে কোনও কালেই ছিল না আমার, তোমার পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। এখন তো তুমি যেরকম চেয়েছিলে তেমন একজনকেই বিয়ে করছ। শুনলাম উইলি ডেভিডসন বিরাট বড়লোক।'

'মুখের কথাই সব হলো? আমি তো শুধু কথার কথাই বলেছিলাম।' বলতে গিয়েও বলতে পারল না স্টেলা। মেয়েটার দুচোখে মেঘের আভাস দেখল সিড। 'তুমি বলতে চাইছ যে টাকার জন্য বিয়ে করছি আমি।'

'আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি, স্টেলা। শুধু জানতে চেয়েছি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ সে-ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত কিনা।'

'আমরা ভাল বন্ধু ছিলাম, সিড,' ওর হাতে হাত রাখল স্টেলা, 'এখন সম্পর্কটা নষ্ট হোক তা আমি চাই না। তবে আমার সিদ্ধান্ত শুধুই আমার, কথা দিয়ে ফেলেছি আমি।'

'বেশ,' অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল সিড কেইন। 'জীবনে যা চেয়েছ তার সবকিছু পাবে কিনা জানি না, তবে পাওয়ার চেষ্টা তো তুমি করতেই পারো! কখনও যেন বঞ্চিত মনে না করো সেজন্য একটা স্মৃতি দরকার তোমার,' হাত বাড়িয়ে স্টেলাকে কাছে টেনে আনল সিড। প্রথম দু'এক মুহূর্ত বাধা দেয়ার পর স্টেলার আত্মসমর্পণ অনুভব করল সে। দু'জোড়া ঠোঁট এক হয়ে গেল।

স্টেলাকে ছেড়ে চলে গিয়ে কতবড় ভুল করেছে জীবনে এই প্রথম এত গভীর ভাবে বুঝতে পারল সিড। হতাশা বোধ আচ্ছন্ন করল ওকে, ফিরতে বেশি দেরি করে ফেলেছে ও।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সিডের দিকে তাকাল স্টেলা। এদিকে এগিয়ে আসা কাস্টোমারের পদশব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল, চলে গেল স্টোরের অন্যদিকে।

কিছুক্ষণ ওখানেই ওয়াটার কুলারের পাশে দাঁড়িয়ে অতীত হাতড়াল সিড কেইন। তারপর বিল নেগকে খুঁজতে ফিরে চলল।

স্টোর থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় উঠল বিল নেগ এবং সে, শহর থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘোড়া ছোটাল। বিল নেগকে প্রশ্ন করে এই এলাকার পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করল সিড। টেক্সাসের দক্ষিণ-পশ্চিমে ক্যাটল ড্রাইভের সময় বুড়োর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওর। লোকটাকে পছন্দ করে, তবুও কেন যেন ওর মনে হচ্ছে অনেক কথা চেপে যাচ্ছে নেগ।

'সার্কেল কে'র জমিতে ব্র্যান্ডিং আয়রন সহ আঙ্কল সাইমনের হাতে ধরা পড়েছিল হড টার্নার। বলছ তারপরও এমনি এমনিই ওকে ছেড়ে দিয়েছে আঙ্কল?'

'হ্যাঁ, সাইমন নিশ্চিত ছিল না যে তার গরু ব্র্যান্ড করছিল টার্নার। তুমি তো তোমার চাচাকে ভাল মতই চিনতে, প্রমাণ ছাড়া কিছু একটা করে বসার লোক ছিল না সে।'

'মার্শাল বলতে পারল না আঙ্কল কিভাবে মারা গেছে। তুমি জানো কিছু?'

'না। কেউ নিশ্চিত নয়। তোমাকেই আসল ঘটনা জানার চেষ্টা করতে হবে।' কোনও কথা গোপন রাখার জন্য মুখ ফেরাল বুড়ো নেগ,

লক্ষ করল সিড। 'মার্শাল তোমাকে বলেছে যে বার্নে মানুষের চোয়ালের হাড় পাওয়া গেছে?' কিছুক্ষণ পর প্রশ্ন করল নেগ।

'চোয়ালের হাড় পাওয়া গেছে তো কি হয়েছে?' পাল্টা জিজ্ঞেস করে তীক্ষ্ণ চোখে নেগের চেহারা দেখল সিড, তারপর বলল, 'আমি জানি ওই চোয়াল আঙ্কল সাইমনের না।'

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করল নেগ, ওটা তার ভান কিনা বুঝতে পারল না সিড। 'কি করে বুঝলে?'

'হাড়ের সাথে আসল দাঁত ছিল। অথচ গত বিশ বছর নকল দু'পাটি দাঁত দিয়ে কাজ চালাত আঙ্কল সাইমন, নিজের একটা দাঁতও ছিল না। তারমানে বার্নে মারা গেছে অন্য কেউ। তাহলে আঙ্কল সাইমন কোথায়?'

দূরে তাকিয়ে উদাস ভঙ্গিতে কথাগুলো শুনল নেগ, তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, 'পুরো ব্যাপারটা তোমারই খুঁড়ে দেখতে হবে, সিড।'

কোনওভাবেই বুড়োর মুখ থেকে ওর অজানা তথ্য বের করতে না পেরে চুপ হয়ে গেল সিড। ওদের সামনে শুয়ে আছে বিশাল প্রেইরি, দেখে মনে হচ্ছে দিকচক্রবালের সাথে গিয়ে মিশেছে ঘাসে মোড়া সবুজ জমি। অনেকখানি বামপাশে একসারিতে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা গাছ, জঙ্গল তৈরি করেছে। ওখানে কোনও ক্রীক আছে।

প্রেইরি ছেড়ে বিল নেগের পাশাপশি গাছের বনে ঢুকল সিড, ক্রীকের দিকে এগুলো। ক্রীকটা অনেক চওড়া এবং অগভীর। বালি এবং নুড়ি পাথর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তিন ইঞ্চি স্বচ্ছ পানির তলায়। ঘোড়া থেকে নেমে ওগুলোকে পানি খাওয়াল ওরা। নিজেরা তৃষ্ণা মিটিয়ে বসে পড়ল পাড়ের ঠাণ্ডা মাটিতে। সিগারেট বানানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সিড।

ওর মনে হলো হ্যাঁচকা টানে মাথা থেকে হ্যাট ছিনিয়ে নিয়ে গেল কেউ, পরমুহূর্তে রাইফেলের গর্জনে বুঝতে পারল খুন করার জন্য গুলি

ছোঁড়া হয়েছে। মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা দু'জন। মুহূর্ত পরেই সিড অনুভব করল এখানে থাকলে সহজেই ওদের খুন করতে পারবে অজানা ঘাতক। 'স্যাডলে উঠে ওকে ঘিরে ধরতে হবে!' চিৎকার করে নেগকে বলেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কেইন, বুলেটের গতিতে স্যাডলে চেপে ঘোড়া ছোটাল। ক্রীকের ওপারে পৌঁছে ডানে মোড় নিল, ভাটির দিকে যাচ্ছে। পেছনে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে বুঝল অনুসরণ করতে বুড়ো নেগও দেরি করেনি।

পঞ্চাশ-ষাট ফুট দূর থেকে দ্বিতীয়বার গর্জে উঠল রাইফেল। লোকটার অবস্থান ঝোপের আড়ালে, ওর ঠিক সামনে। ঘুরে পালাবার চেষ্টা করল না সিড, নিশ্চিন্তে লক্ষ্যস্থির করার সুযোগ পাবে আততায়ী। ঝোপ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল উন্মত্তের মত। ঘাড়ের ওপর দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ছড়িয়ে পড়ো!' ছুটতে ছুটতে বিশ ফুট মত ডানে সরে গেল বিল নেগ। ঝোপের ভেতরে ঢুকে অ্যাম্বুশারের অবস্থান লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল। সিডের হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে, স্যাডল বুট থেকে রাইফেল বের করেছে বিল নেগ।

ঝোপঝাড় ভেঙে লোকটার পালানোর শব্দ কানে এল সিডের। ব্রাশের ভেতর দিয়ে চলায় ঘোড়ার গতি কমাতে বাধ্য হলো সে, একটু পর হারিয়ে ফেলল লোকটার পদশব্দ। দশ মিনিট খুঁজেও তার আর কোনও চিহ্ন চোখে পড়ল না। শক্ত, জমাট মাটিতে এমন কি পায়ের একটা ছাপও নেই।

'এখানে খোঁজাখুজি করে ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে। লোকটা পালিয়ে গিয়ে না থাকলে আমাদের সহজেই গেঁথে ফেলতে পারবে। খোলা জায়গায় চলো,' অধৈর্য কণ্ঠে তাড়া দিল বিল নেগ।

জঙ্গলের সীমানায় এসে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে খোলা প্রেইরির দিকে তাকাল ওরা। কয়েকমুহূর্ত পর আঙুল তুলে দেখাল সিড। প্রায় এক

মাইল দূরে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে প্রেইরির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছে অ্যাম্বুশার। 'সাদা-কালো ছিট দেয়া ঘোড়া এ-শহরে কার আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমার জানামতে একজনই চড়ে ওরকম বে' ঘোড়ায়,' দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ খুলল নেগ, 'ক্রাউন র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান অ্যাবেল ফ্ল্যানারি। কিন্তু সে তোমাকে খুন করতে চাইবে কেন! ডেভিডসনের সাথে এরইমধ্যে কোনও গোলমালে জড়িয়ে পড়েছ তুমি?'

'লোকটাকে সামনাসামনি আগে দেখিইনি,' চিন্তামগ্ন স্বরে জবাব দিল সিড। স্টেলার কথা মনে পড়ল ওর। চুমুর ব্যাপারে ডেভিডসনকে কিছু বলবে না স্টেলা। ছোটবেলা থেকেই একসাথে বড় হয়েছে, ও জানে স্টেলা সেধরনের মেয়ে নয়। তবুও ডেভিডসন চাইছে মারা পড়ুক সিড কেইন। বড় কোনও স্বার্থ আছে লোকটার, তা না হলে দিনে দুপুরে ফোরম্যানকে পাঠাত না অ্যাম্বুশ করতে।

ভীষণ গরম। উজ্জ্বল সূর্যালোকের নিচে একটানা এগিয়ে চলেছে ওরা দু'জন। মাটি থেকেও যেন ভাপ উঠছে। সিডের ভেতরে ফুঁসে উঠছে রাগ। নির্বিবাদি লোক সে, তবে ওর শত্রুও বলতে পারবে না সিড কেইন বিপদে পিছিয়ে যাওয়ার বান্দা। একবার যখন জড়িয়ে পড়েছে এর শেষ দেখে ছাড়বে সে।

বিল নেগের দেখানো পথে দক্ষিণ-পুবে চলল সে, অনেকক্ষণ হয়ে গেল কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। যার যার নিজের চিন্তায় ডুবে আছে ওরা। বিকেলে সার্কেল কে র‍্যাঞ্চ চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ট্রেইল থেকে আধমাইল দূরে পিক্যান ক্রীকের তীরে উঁচু জমিতে র‍্যাঞ্চহাউসটা। ক্রীকটা নিচের নদীতে গিয়ে মিশেছে। ক্রীকের পাড়ে জন্মানো গাছগুলো প্রায় বাড়ির সাথে লাগানো। মূল বাড়িটা থেকে প্রায় একশো গজ দূরে আগুনে পোড়া বার্ন, মিশে গেছে মাটির সাথে।

র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে ঘোড়া থেকে নামল ওরা দু'জন। এখনও শক্তপোক্ত আছে কাঠের বাড়িটা, তবে দেখে বোঝা যায় অগোছাল। যন্ত্রপাতি এবং কয়েকটা ওয়্যাগন নষ্ট হবার অপেক্ষায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে আঙিনায়। পঞ্চাশ গজ পেছনে করাল। তারের বেড়া জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। কয়েকটা খুঁটি উপড়ে গেছে, ঠিক করেনি কেউ। দরজাটা হাট করে খোলা।

র‍্যাঞ্চহাউসের ছাদ নিচু, পুরো কাঠামোটাই তৈরি ঝরনার তীরের উইলো কাঠ দিয়ে। বাড়িটা দু'ভাগে তৈরি মাঝখানে ডগওয়াক। ঘরে ঢুকে কাউকে দেখল না ওরা, পুরো এলাকার মতই বাড়িটাও জনমানবহীন। ঘরের ভেতর তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে গেল সিডের। ব্যবহৃত ময়লা কাপড়জামা, স্যাডল গিয়ার ইত্যাদি পড়ে আছে সবখানে। কিচেন সিংকে নোঙরা বাসনকোসন।

'দেখেই বোঝা যায় আঙ্কল সাইমন এখানে বাস করে না।' বিরক্তিমাখা স্বরে বলল সে, 'লোকগুলো স্টকের কি অবস্থা করেছে কে জানে! যাবে নাকি একবার ঘুরে দেখতে?'

'যাওয়া যায়,' মাথা ঝাঁকাল বিল নেগ।

সরু একটা উপত্যকা ধরে রেঞ্জে চলে এল ওরা। দু'ঘণ্টা ঘুরে ফিরে বেশ কিছু ক্যাটল পরীক্ষা করল। 'সার্কেল কে'র গরু তো তেমন একটা দেখলাম না!' মন্তব্য করল সিড কেইন।

'দেখবেও না,' জবাব দিল বুড়ো নেগ, 'সার্কেল কে'র ব্র্যান্ডিঙ না করা বাচ্চা গরু দেখলেই নিজেদের ছাপ বসায় অন্যরা। সার্কেল কে ওদের যত গরু চুরি করেছে তার শোধ নিচ্ছে এখন সবাই। দোষ দিতে পারো না, নিজেদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ারই চেষ্টা করছে ওরা।'

'এসব তুমি আমাকে আগে বলোনি,' তীক্ষ্ণ চোখে বুড়ো নেগকে দেখল সিড কেইন।

'আমি নিজেও ভাল জানি না। শহরে লোকমুখে এ-ব্যাপারে শুনেছি মাত্র। সার্কেল কে নাকি গরু চুরির সাথে জড়িত। তবে হাতে নাতে কেউ বাক বারডককে ধরতে পারেনি। র‍্যাঞ্চটার সুনাম অবশ্য নষ্ট হয়ে গেছে।'

সন্ধের আগ দিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের কাছে পৌঁছুল ওরা। দু'জনে একটা কথাও বলেনি ফেরার পথে। চিন্তিত হয়ে পড়েছে সিড কেইন। গভীর কোনও চক্রান্ত চলছে এই এলাকায়। মাঝখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সে নিজে। ভেবেছিল শহরের পুরানো বাসিন্দাদের সাহায্য পাবে বিপদে পড়লে। কিন্তু সার্কেল কে'র যে সুনাম বিল নেগ শোনাল তাতে সেই আশা কম।

করালে ঘোড়া রাখতে গিয়ে নতুন তিনটে ঘোড়া দেখতে পেল ওরা। নিজেদেরগুলোকে খড়-পানি দিয়ে দলাইমলাই করে বেরিয়ে এল বাইরে। র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে হাঁটতে শুরু করে দেখল কিচেন ডোরে এসে দাঁড়িয়েছে তিনজন লোক, একদৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওদের। দরজায় ঠেস দিয়ে আছে বারডক, বাকি দু'জন তার পেছনে। বিল নেগ নিজের রাইফেল রেখে এসেছে স্যাডল বুটে, সিডের আড়াল নিয়ে এগুলো সে। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সিড কেইন।

'কি চাই?' চোখে সন্দেহ নিয়ে ধমকে উঠল বারডক। চোখ গরম করে তাকাল একবার বিল নেগের দিকে, তারপর তার দৃষ্টি এসে স্থির হলো সিড কেইনের চেহারায়।

'তুমিই সার্কেল কে'র ফোরম্যান?' প্রশ্ন করল সিড।

'হ্যাঁ। কিন্তু কাউহ্যান্ড ভাড়া করছি না আমি। এখানে থেকেই ফিরে যেতে হবে তোমাকে।'

'আমার কাছে একটা জিনিস আছে, তুমি হয়তো দেখতে চাইবে,' বলল সিড।

'কি?'

'একটা চিঠি।' পকেট থেকে এনভেলপ বের করে খাম খুলে চিঠিটা বারডকের হাতে ধরিয়ে দিল সিড কেইন।

প্রথমবার পড়ার পর ভুরু কুঁচকে উঠল বাক বারডকের, দ্বিতীয়বার পড়ার পর চেহারা রাগে বিকৃত দেখাল। দীর্ঘক্ষণ প্রেইরির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল, তারপর চিঠিটা ফেরত দিল।

'এই চিঠি কিছুই প্রমাণ করে না,' অবশেষে মুখ খুলল সে, 'চিঠিটা আসলও হতে পারে নকলও হতে পারে, তাতে কিছুই যায় আসে না। র‍্যাঞ্চটা আমার। সাইমন বলেছিল ওর কিছু হয়ে গেলে সার্কেল কে আমার হবে। তুমি বোধহয় জানো না সাইমন কেইন মারা গেছে। কাজেই এতদূর ছুটে এসেও কিছুই পেলে না, আমার খারাপ লাগছে!'

'আমারও!' শীতল স্বরে বলল সিড কেইন। 'চিঠিটা আসলেই মূল্যহীন, কারণ র‍্যাঞ্চটা আমার। দখল বুঝে নিতে এসেছি, দরজা ছেড়ে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে দাও।'

নড়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না বাক বারডকের মধ্যে, কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে সে বলল, 'তুমি ভুল করছ, মিস্টার। জায়গাটা আসলে আমার। আর ঘরে ঢোকার দাওয়াতও আমি দিচ্ছি না তোমাকে।'

বারডকের সঙ্গী দু'জন জায়গা বদল করে দাঁড়াল। একদৃষ্টিতে সিডের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে বারডক। তার কোমরে পিস্তল ঝুলছে, কিন্তু পেছনের দু'জন নিরস্ত্র। প্রায় একই সাথে দু'জনেই বুঝতে পারল সিড কেইন গুলি ছুঁড়তে শুরু করলে বিপদে পড়ে যাবে ওরা। দরজা থেকে সরে ঘরে ঢুকে পড়ল দু'জনেই। বারডক অনুভব করল তার পেছনে কোনও লোক নেই। জেদ ফুটে উঠল তার চেহারায়, পা ঈষৎ ফাঁক করে দাঁড়াল সে। ঘরের মেঝে বাইরের জমির চেয়ে এক ফুট উঁচু। দরজার একগজ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর ওপর আরেকবার

নজর বোলাল, ডানহাত ঝুলছে হোলস্টারের পাশে।

দু'এক মুহূর্ত বারডকের বলা কথাগুলো ভাবল সিড। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সোজা আঙুলে এখানে ঘি উঠবে না, তাহলে আর দেরি করে লাভ কি! দরজা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল সিড, তার বাম কাঁধ গুঁতো লাগাল বারডকের পেটে। মুখ দিয়ে বিদঘুটে শব্দে বাতাস বেরিয়ে এল, চিত হয়ে ঘরের মেঝেতে আছড়ে পড়ল বারডক। সিক্সগানটা হোলস্টার থেকে ছিটকে টেবিলের তলায় ঢুকল।

প্রায় একই সাথে উঠে দাঁড়াল দু'জন। একপলকে ঘরের চারপাশে নজর বুলিয়ে নিল সিড। বারডকের সঙ্গীরা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, লড়াইতে অংশগ্রহণের ইচ্ছে নেই। কুস্তিগীরদের ভঙ্গিতে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে সিডের দিকে এগুচ্ছে বারডক। লোকটা একহাতের মধ্যে চলে আসার আগ পর্যন্ত অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কেইন, তারপর বিদ্যুৎগতিতে দু'কদম বামে সরে আপার কাট ঝাড়ল বারডকের থুতনিতে। ফাঁপা দেয়ালে হাতুড়ির বাড়ি পড়ার মত শব্দ হলো। ভারসাম্য হারিয়ে পেছনের নিভন্ত কিচেন স্টোভের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিশালদেহী বারডক।

অন্য দু'জনকে চোখে চোখে রাখার জন্য পিছিয়ে এসে দরজার পাশের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল কেইন। এতক্ষণে খেয়াল করল ওর পিছু পিছু ঘরে ঢুকেছে বিল নেগ। টেবিলের তলায় ঢুকে বারডকের সিক্সগান হাতে বেরিয়ে এসে মেঝেতে বসল বুড়ো, সিক্সগান তাক করল বারডকের সঙ্গী দু'জনের দিকে। সিডের উদ্দেশে বলল, 'চালিয়ে যাও। ওরা তোমাকে বিরক্ত করবে না।'

স্টোভের ওপর থেকে উঠে মাথা ঝাঁকাল বারডক দৃষ্টি স্বচ্ছ করার জন্য। ঘরের ভেতরে কে কি বলছে শোনার ক্ষমতা হারিয়েছে প্রচণ্ড ক্রোধে। একটা চিন্তাই কাজ করছে তার মধ্যে, সামনে দাঁড়ানো

লোকটাকে খুন করতে হবে! স্টোভের সামনে পড়ে থাকা দু'ফুট লম্বা একটা চ্যালা কাঠ হাতে তুলে নিল, ওটা দোলাতে দোলাতে এগুলো।

এবার আগের মত ভুল করল না বারডক। একগজ দূরে থমকে দাঁড়িয়ে সিডের মাথা লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল চ্যালা কাঠ। ডজ দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল সিড। পুরোপুরি সফল হলো না। প্রচণ্ড জোরে আঘাতটা লাগল ডান কাঁধে। মুহূর্তের জন্য অবশ হয়ে গেল জায়গাটা। বাড়িটা মাথায় পড়লে সাথে সাথে রক্ত-মগজ বেরিয়ে যেত। দ্বিতীয় আঘাতটা এল পাশ থেকে মাথা লক্ষ্য করে। বসে পড়ে এড়াল সেটা। মাথার ওপর দিয়ে বাতাসে শব্দ তুলে ঘুরে গেল লাঠিটা। ডানহাতে ঝিঁঝি ধরায় সিড বুঝতে পারল সাড় ফিরে পেয়েছে।

দ্বিতীয় বাড়িটা কোথাও আঘাত না করায় ভারসাম্য হারিয়ে অনেকখানি ঘুরে গেছে বারডক, সুযোগ নিল সিড কেইন। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাশ থেকে দু'হাতে চেপে ধরল বারডকের ডানহাতের কব্জি। মুচড়ে পিঠের কাছে নিয়ে এসে উপর দিকে ঠেলতে শুরু করল। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল বারডক, হাত থেকে পড়ে গেছে চ্যালা কাঠ। লাথি দিয়ে ওটা দূরে সরিয়ে দিল সিড। কব্জি ঠেসে ধরে বামে ঠেলা দিতেই ব্যথা কমাবার জন্য ডানদিকে ঘুরে গেল বারডক, হাত ছেড়ে এক পা পিছিয়ে গায়ের ঝাল মেটাল সিড তার চোয়ালে। উড়ে গিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল লোকটা।

'এবার তুমি যেতে পারো, বারডক,' পড়ে থাকা লোকটাকে একমুহূর্ত দেখে নিয়ে বলল কেইন, 'একই বাড়িতে আমাদের জায়গা হতে পারে না।'

ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গী দু'জনের দিকে তাকাল বারডক, আশা করছে সাহায্য করবে ওরা। সোনালী চুলো লোকটার মুখ হাসি হাসি, চিউইং গাম চিবুচ্ছে। দেখে বোঝা যায় পুরো ব্যাপারটা তাকে আনন্দের খোরাক

জুগিয়েছে। ছুঁচোমুখো তরুণ দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে ফ্যাকাসে চেহারায়। অস্বস্তি ভরে দেখছে বিল নেগের হাতের সিক্সগান যেন তার দিকেই চেয়ে রয়েছে।

মেঝেতে শুয়ে থেকেই তরুণের উদ্দেশে ধমকে উঠল বারডক, 'নাইজেল...'

'কেন! তোমার নিজের সাহসে ঘাটতি পড়েছে?' তাকে থামিয়ে দিয়ে শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সিড।

জ্বলন্ত চোখে সিড কেইনের দিকে তাকাল বারডক। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বোকার মত এসে ধরা দিল কেইনের হাতে, রাগে নিজের ভাল মন্দ খেয়াল নেই। প্রস্তুত ছিল কেইন, দু'হাতে বারডকের কোমর জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল তাকে। তারপর ছুঁড়ে দিল স্টোভের উপর। ওজনে বারডক চল্লিশ পাউণ্ড বেশি হলেও শক্তি বা ক্ষিপ্রতায় নয়।

স্টোভের সাথে বাড়ি খেয়ে ওটা টপকে মেঝেতে আছড়ে পড়ল বারডক, পা দুটো রইল আকাশের দিকে তাক করা অবস্থায়। নড়াচড়ার ধাক্কায় দেয়ালের তাক থেকে তার মাথার ওপর খসে পড়ল প্যান আর হাঁড়ি পাতিল। স্টোভের চিমনি ভেঙে মেঝেতে পড়ে ছাই ওড়াল ঘর জুড়ে। ঘর্মাক্ত চেহারায় ছাই মেখে ভূতের মত হয়ে গেল বারডকের মুখ। ধ্বংসস্তূপের মাঝখান থেকে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল লোকটা, চোখে-মুখে ঢুকে যাওয়া ছাই পাগলের মত ঝাড়ার চেষ্টা করল দু'হাতে। কাজটা শেষ করে সিডের দিকে তাকাল, বন্য জন্তুর দৃষ্টি ফুটে উঠেছে দু'চোখে।

রাগে উপরের পার্টির নোঙরা হলুদ বড় বড় দুটো দাঁত বেরিয়ে গেছে তার। দেখে সিডের মনে পড়ল সদ্য প্রসূত বাচ্চার কাছ থেকে কৌতূহলী ঘোড়াকে ভয় দেখিয়ে সরানোর জন্য এরকম করে মা গরু। দুর্বোধ্য একটা শব্দ করে দ্রুত পায়ে এগোল সে সিডকে লক্ষ্য করে। আগের

মতই এক পা বামে সরে নক আউট পাঞ্চ করল সিড। এতক্ষণ একতরফা মার খেয়ে সতর্ক হয়ে গেছে বারডক, চট করে এক পা পিছাল সে। কোনকিছুতে বাধা না পাওয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে সামনে বাড়ল সিড। তৈরি ছিল বারডক, প্রচণ্ড জোরে ঘুসি বসাল সিডের চোয়ালে। ব্যথা অগ্রাহ্য করে বারডককে জড়িয়ে ধরল কেইন। অনুভব করল অসহ্য ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে তলপেটে। ওখানে হাঁটুর গুঁতো বসিয়েছে বারডক। চোখে-মুখে অন্ধকার দেখলেও লোকটাকে ছাড়ল না সে, পেশীবহুল বাহু দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে পিষতে শুরু করল।

হাতাহাতি লড়াইয়ে নোংরা কৌশল ব্যবহার করতে অভ্যস্ত বারডক। তলপেটে গুঁতো বসিয়েই মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগে দু'হাত মুক্ত করে নিল সে, হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে শুরু করল সিড কেইনের চোখ। অন্ধ করে দিতে চায় লোকটা ওকে! আগুপিছু করে মুখ সরানোর চেষ্টা করল কেইন, তারপর ধাক্কা দিয়ে মেঝের ওপর ফেলে দিল বারডককে। মাটিতে চিত হয়ে পড়েই পা তুলে সিডের পেট লক্ষ্য করে লাথি কষল ফোরম্যান।

লাফ দিয়ে পিছিয়ে এসে লাথি এড়াল সিড, পা-টা ধরে ফেলে মোচড় দিল। 'বাবারে! খুন করে ফেলল! নাইজেল, হব, বাঁচাও!' ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল বারডক। শরীর মুচড়ে পা ছাড়াতে ব্যর্থ হলো।

একটানা কোঁকাতে শুরু করল লোকটা, সব বীরত্ব উবে গেছে ব্যথায়। কোঁচকানো চেহারায় তাকিয়ে দেখল সঙ্গীরা কেউ সাহায্য করতে এগোচ্ছে না। 'ছাড়ো, ছাড়ো!' ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে সে, ফোঁপানোর ফাঁকে ফাঁকে বলল।

পায়ের পাতা ধরে গোড়ালিতে মোচড় দিচ্ছে কেইন, হাতের চাপ আরও একটু বাড়াল সে। মসৃণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কি, লাগছে?'

'মরে যাব,' হাহাকার করে উঠল বারডক।

'বাড়ি থেকে আমাকে বেরিয়ে যেতে বলবে আর কখনও?'

'না, না। যতদিন ইচ্ছে থাকো!' কাতরগলায় অনুরোধ জানাল বারডক, 'শুধু দয়া করে আমার পা ছাড়ো।'

'রাতে সবার জন্য সাপার রাঁধবে তুমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ রাঁধব!'

'আর জ্বালাতন করবে না, বাংকহাউসে থাকবে?' হাতের চাপ একটু কমিয়ে জিজ্ঞেস করল কেইন।

'কেন?' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল বারডক, তারপর পায়ে আবার মোচড় পড়ায় তাড়াহুড়ো করে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ থাকব!'

পা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে দাঁড়াল সিড। উঠে বসে দ্রুত হাতে ডান পা ডলতে শুরু করল বারডক, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখল। মনে মনে বলল, 'পায়ে সাড়া নেই, নাহলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিকই ব্যাটার বারোটা বাজিয়ে দিতাম।'

বারডকের সঙ্গী দু'জনের দিকে তাকাল সিড, মেঝেয় বসে থাকা ফোরম্যানকে ইশারা করে তাদের উদ্দেশে বলল, 'ওর হয়ে কারও লড়ার ইচ্ছে আছে?'

সোনালী চুলো হব ম্যাকার্থি চিউইং গাম চিবানো বন্ধ করে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল সে এসবে নেই। তার পাশে দাঁড়ানো তরুণ নাইজেল রাগী চেহারায় কি যেন বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

'তোমার নাম কি?' তরুণকে প্রশ্ন করল কেইন, ছোকরাকে পছন্দ হচ্ছে না ওর।

'পিটার নাইজেল,' আকস্মিক প্রশ্নে চমকে গেলেও ভাবটা গোপন করে জবাব দিল সে।

'সার্কেল কে'তে কাজ করো?'

'হ্যাঁ।'

'আর তুমি?' চিউইং গাম চিবুতে ব্যস্ত লোকটার দিকে তাকাল সিড।

'হব ম্যাকার্থি। এই র‍্যাঞ্চেই কাজ করি, মানে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও করতাম আরকি!' হাসল সোনালী চুলো যুবক।

'ইচ্ছে হলে এখনও কাজ করতে পারো তুমি। তবে আমার নির্দেশ মেনে চলতে হবে।' বারডকের দিকে তাকাল সিড, 'তুমি কি এখনও এখানে কাজ করতে চাও?'

'এইখানে আমি কাজ করব?' রাগ আর বিস্ময় একসঙ্গে খেলে গেল বারডকের চেহারায়।

'লোক দরকার আমার। যতদূর শুনলাম তাতে এই র‍্যাঞ্চের যে বদনাম, কোনও ভাল লোক এখানে কাজ নিতে আসবে না মনে হয়। ইচ্ছে করলে ফোরম্যান হিসেবে কাজ করতে পারো।'

'তোমার সাথে এক বাড়িতে থাকার কথা ভাবতেও পারি না আমি,' মুখ বাঁকাল বারডক।

'আমি জানি,' শীতল স্বরে বলল কেইন, 'সেজন্যেই তোমরা কিচেন পরিষ্কার শেষে বাংকহাউসে বিছানা পাতবে। র‍্যাঞ্চহাউসে আমি আর বিল নেগ থাকছি।'

কোনও কথা মুখে না বললেও ঘোঁত করে উঠে মনোভাব জানাল বাক বারডক।

'পছন্দ না হলে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ো, দূর হয়ে যাও এখান থেকে। তবে আমি মনে করেছিলাম বিপদ দেখেই লেজ গুটিয়ে পালাবার লোক নও তুমি,' মুচকি হাসি ফুটল সিডের চেহারায়।

'কে বলেছে ভয় পেয়েছি। দোজখের আগুন নিভে যাওয়ার পরও এখানে থাকব আমি। জমিটা আমার, তোমার জন্য না, নিজের জন্যই কাজ করব আমি।' মুখ কালো করে বলল বারডক, উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটার চেষ্টা করল খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দেখে বারডকের সিক্সগান বেল্টে গুঁজে উঠে দাঁড়াল বিল নেগ। হব এবং নাইজেল লেগে পড়ল স্টোভ মেরামত করতে। সিডের নির্দেশ অনুযায়ী একটু পরে স্টোভে আগুন জ্বালল বারডক, গোমড়া মুখে মাংস ভাজতে বসল।

বিল নেগকে বারডকের সিক্সগান ফিরিয়ে দিতে সিড কেইন নির্দেশ দিয়েছে শুনে তিন কাউহ্যান্ডেরই চোখ বড় বড় হয়ে গেল। সাপার খেয়ে নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে বাংকহাউসে চলে গেল বারডক এবং কাউহ্যান্ড দু'জন। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে সিকেমর গাছের তলায় বাতাসে বসল বিল নেগ আর সিড, সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে বিল নেগ বলল, 'তুমি একটা বোকা, সিড। বারডককে এখানে থাকতে দিলে কেন! প্রথমে সুযোগেই তোমার পিঠে ছুরি বসাবে লোকটা।'

'চেষ্টা করবে জানি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সিড, 'সেজন্যেই থাকতে দিলাম। এখানে তাকে চোখে চোখে রাখতে পারব। তাড়িয়ে দিলে আমার চোখের আড়ালে চলে যেত লোকটা, অ্যাম্বুশে আমার মরার সম্ভাবনা বাড়ত তাতে।'

'অদ্ভুত যুক্তি!' বিস্ময় ফুটে উঠল বিল নেগের চেহারায়। 'ঠিকই বলেছ, আমি ব্যাপারটা এভাবে ভেবে দেখিনি।' একমহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'যাই ঘুমিয়ে পড়ি গিয়ে। কাল আবার অনেক দূরের পথে রওনা হতে হবে।'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি থাকছ এখানে।'

'না। মালপত্রগুলো পাহাড়ের উপরে কেবিনে, হোমস্টেডারের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মাঝে মাঝে অবশ্য আসব দেখা করতে। ও, হ্যাঁ, আরেকটা কথা,' উঠে দাঁড়াল বিল নেগ, 'তোমার জায়গায় আমি হলে আজ রাতে কেবিনে আলো জ্বালিয়ে ঘুমাতাম না।'

তিন

গত কয়েক ঘণ্টায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো চিন্তা করছে সিড। ঘুম আসছে না কিছুতেই। সব কিছু কেমন যেন রহস্যের জালে ঘেরা মনে হচ্ছে ওর কাছে। অন্ধকারে মৃদু একটা শব্দ শুনে বিছানায় উঠে বসল সে। কেউ জানালা দিয়ে ওকে দেখছে এরকম একটা অনুভূতি হলো। তাকিয়ে দেখল জানালায় কেউ নেই। কোনও শব্দও আর কানে আসছে না, ঝিঁঝির ডাক ছাড়া চারদিক নিশ্চুপ। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর আবার শব্দটা শুনতে পেল ও, কাগজে কাগজ ঘসার মত মৃদু খসখস আওয়াজ।

নিঃশব্দে মেঝেতে নামল সে। বিল নেগের নিয়মিত নাক ডাকা মনোযোগ দিয়ে শুনল, তারপর জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আকাশে চাঁদ নেই, বাইরে নিকষ অন্ধকার। একটা অপেক্ষাকৃত বেশি কালো জমাট আঁধারের ওপর চোখ আটকে গেল ওর। নড়ছে ছায়াটা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে সিড নিশ্চিত হলো কোনও লোক র‍্যাঞ্চহাউস ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। একটু পর করালের দিকে চলে গেল লোকটা, আর তাকে দেখতে পেল না সিড।

বিছানার কাছে ফিরে এসে কাপড়-জামা আর বুট পরে নিল সে, গানবেল্ট কোমরে ঝুলিয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল কোনও আওয়াজ না করে। বাড়ির ছায়ায় মিশে পুরো র‍্যাঞ্চহাউস বাইরে দিয়ে ঘুরে এল। তীক্ষ্ণ নজরে দেখল করাল আর বাংকহাউস, কোনও নড়াচড়া

চোখে পড়ল না ওর। ঝুঁকি নিয়ে করালের কাছে স্যাডল শেডের পেছনে চলে এল সে।

স্যাডল শেডের ভেতরে শব্দ শুনে একটা গাছের আড়াল নিল। কিছুক্ষণ পর স্যাডল হাতে অন্ধকারে বেরিয়ে এল এক লোক, করালের দিকে হাঁটতে শুরু করল। পাঁচ মিনিট পর করাল থেকে একটা ঘোড়া বের করে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল কিছুদূর, তারপর স্যাডলে চড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। লোকটা চলে গেছে নিশ্চিত হয়ে গাছের আড়াল ছেড়ে বেরল সিড। স্যাডল শেড পাশ কাটিয়ে করালে গিয়ে ঢুকল। চারটে ঘোড়া এখনও আছে করালে ওর আর বিল নেগের ঘোড়া সহ। রাতে নিজেদের ঘোড়া রাখতে এসে তিনটে ঘোড়া দেখেছিল সিড। তারমানে কাউহ্যাণ্ডদের কেউ একজন এইমাত্র বেরিয়ে গেছে গোপনে।

চাঁদ উঠতে আরও অন্তত একঘণ্টা বাকি, সময়ের হিসাব করল সিড। অন্ধকারে অনুসরণ করে কোনও লাভ নেই, আবার একঘণ্টা পর অনেক দূরে চলে যাবে লোকটা। শ্রাগ করে ঘুরে দাঁড়াল সে, কৌতূহল মেটানোর জন্য অন্য পথ অবলম্বন করতে হবে। দৃঢ়পায়ে বাংকহাউসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ম্যাচের কাঠি জ্বেলে অন্ধকার দূর করল। পাশাপাশি দুটো বাংকে ঘুমিয়ে আছে হব ম্যাকার্থি এবং তরুণ ম্যাক ডাওয়েল, বারডককে কোথাও দেখা গেল না। ফিরে এসে র‍্যাঞ্চাউসে ঢুকল সিড, এপাশ ওপাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

অন্ধকারে হড টার্নারের র‍্যাঞ্চ লক্ষ করে সাবধানে ঘোড়া ছোটাল বারডক। ঘোড়াটা গর্তে পড়ে পা ভাঙুক তা চায় না।

লোভ আর নিবুদ্ধিতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে লোকটার মধ্যে, নিজের বুদ্ধি যে কম সে-ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন সে। এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে জীবনে প্রথম ভাল একটা পরিকল্পনা করেছে। টার্নারকে সে

পছন্দ করে না, কিন্তু মনে মনে লোকটার বুদ্ধির তারিফ করে। তার ধারণা টার্নারের দুর্বলতা জানে বলে লোকটাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারবে।

বারডকের ডাকাডাকিতে ঘুম থেকে উঠে পোর্চে এসে দাঁড়াল টার্নার। একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবল এত রাতে লোকটা কেন এসেছে। মুখে কিছু বলল না সে, অপেক্ষা করছে কখন মুখ খুলবে বারডক। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না তাকে। 'তোমাকে আমি অনেক সাহায্য করেছি, টার্নার। করিনি?' অধৈর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বারডক।

'তার বিনিময়ে তোমাকে যথেষ্ট টাকা দিয়েছি, দিইনি?' একই ভঙ্গিতে পাল্টা প্রশ্ন করল টার্নার।

'কখনও বেশি দিয়েছ তা বলতে পারব না,' গম্ভীর চেহারায় বলল সার্কেল কে ফোরম্যান, 'যাইহোক এখন তোমার সাহায্য দরকার একটা কাজে। আমাদের দু'জনেরই উপকার হবে।'

'তারমানে তোমার উপকার করার বিনিময়ে টাকা পয়সা পাব না আমি, ঠিক না?'

'বেশি বুঝো না, আমি সেরকম কিছু বোঝাতে চাইনি। আমি বলতে এসেছি এদিকের পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সাইমন কেইনের ভাতিজা।'

'তাতে তোমার কোনও অসুবিধা নেই,' কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল টার্নার। বারডককে একবিন্দু বিশ্বাস করে না সে। তার ধারণা সাইমন কেইন র‍্যাঞ্চটা কখনোই বারডকের মত অপদার্থ কাউকে লিখে দেয়নি। নির্ঘাত মিথ্যে কথা বলে র‍্যাঞ্চটা দখল করে বসে আছে লোকটা। একটু বাজিয়ে দেখার জন্য বলল, 'সাইমন কেইন তো র‍্যাঞ্চ তোমাকে উইল করেই গেছে। আর কেউ সার্কেল কে'র উপর দাবি তো আর জানাচ্ছে না।'

'সে তো বটেই। কিন্তু ওই সিড কেইন লোকটা ভাবছে র‍্যাঞ্চটা ওর। আজ সন্ধেয় এই নিয়ে কথা কাটাকাটিও হয়েছে।'

'তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ওকে চলে যেতে বলেছিলে!' বাডকের মার খাওয়া চেহারাটা দেখে নিয়ে বলল হড টার্নার।

'হ্যাঁ, কিন্তু লোকটা কিছুতেই যেতে রাজি না,' গোমড়া মুখে বলল বারডক, 'তুমি তো জানো আমি ঝামেলাপ্রিয় লোক নই, এখন যদি সাইমনের ভাতিজা কোর্টে গিয়ে...'

'আরেকটা কাজ করতে পারে সে,' কথা কেড়ে নিয়ে হাসি চেপে বলল টার্নার, 'ঘাড় ধরে তোমাকে বের করে দিয়ে র‍্যাঞ্চের দখল নিতে পারে।'

'অত সাহস হবে না তার!'

'তাহলে আমাকে দিয়ে ওকে খুন করাতে চাইছ কেন?'

'কে বলল আমি...'

'ফালতু প্যাচাল রাখো,' ধমকে উঠল টার্নার, তীক্ষ্ণ নজরে বারডকের মগজের ভেতর পর্যন্ত দেখে নিল। 'লোকটা র‍্যাঞ্চের দখল বুঝে নিতেই এসেছে। তুমি চাইছ আমি তার ব্যবস্থা করি। কাজটা তুমি নিজে করলে সবাই ধরেই নেবে পথের কাঁটা দূর করার জন্য অন্যায় ভাবে তাকে খুন করেছ। সেক্ষেত্রে মার্শাল ফিলিপ কার্টারের হাত থেকে বাঁচবে না। এখন কোনও কথা বাকি থাকলে ঝটপট বলে ফেলো, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

বরাবরের মতই এখনও রেগে উঠল বারডক তার অন্তরের কথা টার্নার বুঝে ফেলায়। এখনই লোকটাকে খুন করতে পারলে খুশি হত, কিন্তু রাগ সামলে নিল সে। এখন নয়, এই রাতেও কোমরে সিক্সগান ঝুলছে টার্নারের, সময় আসুক তখন ঠিকই দেখে নেবে।

'আমার হাতে সিড কেইন মারা গেলে লোকে খারাপ চোখে

দেখবে। কিন্তু আমি যখন তাদের সামনে ঘুরে ফিরে বেড়াব তখন যদি...'

'তাহলে সিড কেইনও তোমাকে আর কোনও দিন বিরক্ত করবে না, লোকজনও তোমাকে সন্দেহ করবে না।' একমুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রশ্ন করল টার্নার, 'কত দিচ্ছ?'

'আমিও ভবিষ্যতে তোমার উপকারে আসব। টাকার কথা এখানে উঠছে কেন!'

'উঠছে,' গম্ভীর হয়ে গেল টার্নারের চেহারা। 'সিড কেইন না থাকলে সার্কেল কে তোমার, আমি কাজটা করে দেব, তবে সার্কেল কে'র অর্ধেক মালিকানা আমাকে দিয়ে দিতে হবে।'

'অন্য কিছু চাও, মূল্যটা বেশি হয়ে যাচ্ছে।'

'হিসেব-টিসেব তো বেশ তাড়াতাড়িই কষতে পারো দেখি,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল টার্নার, 'এটাও মনে রেখো যে আমি সিড কেইনকে খুন করলে অর্ধেক সার্কেল কে তোমার হবে, আর কাজটা আমি না করলে কিছুই পাবে না।'

উত্তেজিত হয়ে উঠে পোর্চের সামনে দাঁড়াল বারডক, বলল, 'প্রয়োজন পড়লে আমার কাজ আমিই করতে পারি।'

'ঠিক। তাই কোরো,' ঘুরে দাঁড়িয়ে কেবিনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কাঁধের ওপর দিয়ে বলল টার্নার, 'সেক্ষেত্রে শেরিফ তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, আমার হয়ে যাবে পুরো সার্কেল কে। ভাবতে খারাপ লাগছে না। তোমার আর কিছু বলার না থাকলে যেতে পারো। ঘুমাতে হবে।'

পেছন থেকে তাকে ডেকে ফেরাল বারডক, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'তুমি একটা লোভী কয়োট, টার্নার, কিন্তু আমি রাজি। সিড কেইনের ব্যবস্থা হয়ে গেলেই অর্ধেক জমি লিখে দেব, তোমার জমির দিক থেকে আধাআধি ভাবে ভাগ করা হবে।'

'না, পুরো র‍্যাঞ্চের অর্ধেক মুনাফা চাই আমি। র‍্যাঞ্চহাউস এবং আর সবকিছু সহ,' গম্ভীর স্বরে বলল টার্নার, 'ভেতরে এসে চুক্তিনামা লিখে তাতে সই করে যাও, তোমাকে লেখাপড়া করতে দেখলে মজা লাগবে আমার।'

টার্নারের পিছু পিছু কেবিনে ঢুকল বারডক। আলো জ্বালল টার্নার, চেয়ারে সার্কেল কে'র ফোরম্যানকে বসতে ইশারা করে টেবিলের দিকে হেঁটে গেল।

ড্রয়ার থেকে একটা কলম এবং সাদা কাগজ নিয়ে ফিরে এল দ্রুত পায়ে, ওগুলো বাড়িয়ে ধরে বলল, 'লিখবে, "এক ডলার এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে অখণ্ড সার্কেল কে'র অর্ধেক অংশীদার হিসাবে হড টার্নারকে গ্রহণ করতে আমি বাক বারডক রাজি হলাম।" র‍্যাঞ্চের কি কি সম্পত্তি আছে সে বর্ণনাটাও দিয়ো। সব লেখা শেষে সই করে তারিখ বসাবে।'

কাজ শেষ হতেই হাত বাড়াল টার্নার, কাগজটা তার আওতার বাইরে সরিয়ে নিল বারডক। বলল, 'তুমি আমার হয়ে নির্দিষ্ট কাজটা করার বিনিময়ে র‍্যাঞ্চের অর্ধেকটা পাচ্ছ এ-কথা লিখে আরেকটা চুক্তিনামা তৈরি করে সই করো। তারপর এটা দেব।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' হাসল টার্নার, 'তুমি কি মনে করেছ কাউকে খুন করতে রাজি হয়েছি, আমি এ-কথা লিখব?'

'হ্যাঁ,' চেহারায় একগুঁয়েমি নিয়ে বলল বারডক

টেবিল থেকে নতুন একটা কাগজ এনে লিখতে শুরু করল টার্নার। কাজ না থামিয়েই হাসি মুখে তাকাল বারডকের দিকে, বলল, 'তোমার কোনও কাজে আসবে না এই কাগজ, পুরো ব্যাপারটাই বেআইনি। তোমার জমি ফেরত দিতে বা সিড কেইনকে খুন করাতে কোর্টে গিয়ে তো আর আমাকে বাধ্য করতে পারছ না, তাহলে নিজেই ফেঁসে যাবে।'

'আমি জানি,' গম্ভীর সুরে বলল বারডক, 'তবু প্রমাণ থাকল সিড কেইনকে খুন করার বিনিময়ে র‍্যাঞ্চের অর্ধেক মালিকানা পাচ্ছ তুমি। ফাঁসলে এবার আমরা দু'জনেই ফাঁসব।'

টার্নার কাগজে লিখে সই করে দেয়ার পর মনোযোগ দিয়ে ওটা পড়ল বারডক। সন্তুষ্ট হয়ে কাগজটা হ্যাটের ক্রাউনে ঢুকিয়ে মাথায় চাপাল হ্যাট। তারপর নিজের লেখা চুক্তিনামাটা টার্নারের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আমি চাই কাজটা তাড়াতাড়ি সারা হোক।'

তাকে বিদায় দিতে এগোয়নি টার্নার। ডেস্কের পেছনে দাঁড়িয়ে সিগারেট রোল করল সে। বারডকের পদশব্দ দূরে চলে যেতে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। আগেও সার্কেল কে'র মালিক হবার পথে বারডককে বাধা বলে মনে করেনি সে, আর এখন তো সম্পূর্ণ পরিস্থিতি তার অনুকূলে। মনে মনে ঠিক করল বারডককে সরানোর পর ডেভিডসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ওদের দুর্বলতাগুলো সে জানে। পুরো এলাকার মালিক হবার পরিকল্পনাও তার বহুদিনের।

হিচরেইলের দিক থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসায় চিন্তার জাল ছিন্ন হলো টার্নারের। একসাথে দুটো কাজ করল সে। বামহাতের ঝাপটায় নিভিয়ে দিল বাতি, ডানহাতে এক ঝটকায় বেরিয়ে এল সিক্সগান। দরজার সামনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল সে, আর কোনও শব্দ শুনতে পেল না।

কোমরের পাশে সিক্সগান ধরে রেখে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল সে। অন্ধকারে হঠাৎ বিজলির মত চমকে উঠল উজ্জ্বল লালচে আলো, গর্জনটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে শুনল টার্নার। তারপর কালো একটা পর্দা ঘিরে ধরল তাকে। মাটিতে আছড়ে পড়ল। জ্ঞান হারিয়েছে আগেই।

কতক্ষণ পর চেতনা ফিরেছে বুঝতে পারল না টার্নার, শুধু অনুভব করল অসহ্য ব্যথায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছে মাথাটা। চোখ খুলে দেখল উঠানে পড়ে আছে সে। চার হাত-পায়ের সাহায্যে উঠে দাঁড়াল। ঝাড়ু দেয়ার ভঙ্গিতে পা চালিয়ে সিক্সগানটা খুঁজে পেল। ওটা হাতে নিয়ে সোজা হবার পর শুনতে পেল দূরে একটা ঘোড়ার খুরধ্বনি।

উঠানের দিকে তাকিয়ে মাথার যন্ত্রণা ভুলে গেল টার্নার। হিচরেইলে এখনও বাঁধা আছে বারডকের ঘোড়া। আরও পেছনে আবছা চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে একজন ভূতুড়ে অশ্বারোহীকে, সাদা ঘোড়ায় চেপে সাদা কাপড়ে মোড়া লোকটা চলে যাচ্ছে দূর থেকে আরও দূরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আওয়াজ মিলিয়ে গেল, তারও খানিক পরে চোখের আড়ালে চলে গেল সে।

দৌড়ে হিচরেইলের সামনে পৌঁছুল টার্নার। ওখানে মাটিতে পড়ে রয়েছে বারডক, একহাতে মাথা খামচে ধরে গোঙাচ্ছে। হ্যাটটা তার মাথা থেকে দশ-বারো ফুট দূরে পড়ে আছে। অস্বাভাবিক ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার আগে ঘোড়াটাও বাঁধনমুক্ত করতে পারেনি সে হিচর‍্যাক থেকে।

'কি হয়েছে, বারডক?' তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল টার্নার।

'জানি না,' গোঙানোর ফাঁকে ফাঁকে বলল বারডক, 'ঘোড়ার বাঁধন খুলছিলাম, হঠাৎ কি মনে হতে পেছনে তাকিয়ে দেখি সাদামত কিছু একটা। তারপর আর কিছু মনে নেই। বোধহয় আমার মাথায় বাড়ি মারা হয়েছে।'

'তোমার সিক্সগান কোথায়?'

'হোলস্টারেই আছে,' উরুতে চাপড় মেরে নিশ্চিত হয়ে জবাব দিল বারডক।

'মানি ব্যাগও আছে?'

পকেট পরীক্ষা করল বারডক, 'হ্যাঁ।'

'তোমাকে লোকটা খুন করতে চায়নি, টাকা-পয়সারও দরকার নেই তার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে লোকটা কি চায় এবং সে কে!'

'ভূত ছাড়া আর কে হবে,' ব্যথায় বিকৃত চেহারায় দাঁত খিঁচাল বারডক, 'আমার মাথায় বাড়ি দিতে চেয়েছিল, দিয়েছে।'

'ঘরে চলো, আমার জানতে হবে কি খুঁজছিল সে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল টার্নার। হাতের ইশারায় প্রেইরির দিকটা দেখিয়ে ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলল, 'কোনদিন শুনিনি রক্তমাংসের ঘোড়ায় চড়ে ভূত, কাজেই ভূত হতে পারে না।'

উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাট কুড়িয়ে মাথায় চাপাল বারডক, টার্নারের পিছু পিছু আবার কেবিনে ঢুকল। বাতি জ্বালল টার্নার, ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল। 'চুক্তির কাগজ গায়েব,' ডেস্কের ওপরটা দেখে নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলল সে, 'আশেপাশে খুঁজে দেখো তো!'

দু'জনে সারা ঘর খুঁজেও কাগজটার সন্ধান পেল না। নিয়ে গেছে রাতের আগন্তুক।

'আমি তোমাকে যে কাগজটা দিয়েছিলাম ওটা আছে?'

একমুহূর্তের জন্য অবাক দেখাল বারডককে, তারপর মাথা থেকে হ্যাট খুলল সে। ক্রাউনের ভেতর দিকটা খুঁজে দেখল। সেখানেও না পেয়ে সোয়েট ব্যাণ্ডও টেনে দেখল। কোথাও নেই টার্নারের লিখে দেয়া অঙ্গিকারনামা। নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল বারডকের। বলল, 'নেই। হ্যাটের ভেতর রেখেছিলাম। ওটা যেখানে পড়ে ছিল সে-জায়গাটা একবার...'

'থাক, কষ্ট করে আর খুঁজতে হবে না,' ধমক দিয়ে বারডককে থামিয়ে দিল টার্নার, 'লোকটা নিশ্চয়ই জানালায় দাঁড়িয়ে আমাদের কাজ কর্ম দেখেছিল। কাগজগুলো তার কাছে দরকারী মনে হয়েছে, আমাদের আহত করে ওদুটো নিয়ে ভেগে গেছে।' ভুরু কুঁচকে উঠল টার্নারের,

'শত্রুর হাতে কাগজগুলো থাকলে আমাদের বিপদ হতে পারে।'

'কাজটা কার বলে মনে করছ?'

'হয়তো তোমাকে অনুসরণ করে এখানে পৌঁছেছে কেইন, কে জানে! আবার ডেভিডসনের পাঠানো লোকও হতে পারে। যাই হোক, এখন র‍্যাঞ্চে ফিরে যাও। ভেবে দেখতে হবে পুরো ব্যাপারটা। পরে তোমাকে খবর দেব।'

'কিসের খবর দেবে?'

'তুমি গাধা নাকি!' বিস্ময় ফুটে উঠল টার্নারের চেহারায়। 'কি মনে করেছ, কাগজগুলো যার-তার হাতে পড়লেও চুপ করে বসে থাকব আমি? ওগুলো উদ্ধার করতে প্রয়োজনে দশজনকেও খুন করতে রাজি আছি। এখন দূর হও এখান থেকে, আমাকে ভাবতে দাও।'

'প্রেইরির মধ্যে ভূতুড়ে লোকটা যদি গুলি ছোঁড়ে?'

'ছুঁড়বে না,' অভয় দিল টার্নার, 'ইচ্ছে করলে তোমাকে সে আগেই খুন করতে পারত। অন্তত আজ রাতের জন্য হলেও তুমি নিরাপদ।'

রোববার সকাল। সিড আর বিল নেগ ভোরেই উঠে পড়েছে ঘুম থেকে। নাস্তা বানাচ্ছে দু'জনে এই মুহূর্তে। কাল মাঝরাত পর্যন্ত চিন্তা করেও কোনও কিছুর কূল কিনারা পায়নি সিড। সব কিছুই কেমন যেন ধোঁয়াটে, অপরিচ্ছন্ন। কিসের জন্য যে কি ঘটছে চারপাশে, বুঝতে পারছে না সে।

'বারডক তোমাকে শহর ছাড়া করতে চাইছিল কেন?' কফি ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করল সিড।

ওয়াশস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে মুখ ধুয়ে তোয়ালেতে মুছল নেগ, কানের কাছটা চুলকে নিল জবাব দেবার আগে, তারপর বলল, 'লোকটা বোধহয় আমার চেহারা পছন্দ করে না।'

প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে টের পেল সিড, কিন্তু চাপাচাপি করল না। বিল নেগকে ভালমতই চেনে, নিজের ইচ্ছেয় কিছু না বললে তার মুখ খোলানো যাবে না।

'আমাদের স্টকের কি অবস্থা?' বারডককে গোমড়া মুখে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রশ্ন করল সিড।

'ঠিক জানি না, তবে পাঁচ ছয়শো হবে।' পেছনে দাঁড়ানো কাউহ্যান্ড দু'জনের দিকে চকিতে তাকাল সে একবার।

'বাকি গরুগুলোর কি হয়েছে? আমি জানি আঙ্কল সাইমনের হাজার দুই ক্যাটল ছিল।'

'এখন পর্যন্ত রাউন্ডআপ করিনি, কয়টা গরু আছে নিশ্চিত হবার উপায় নেই।'

'এবছরে তাহলে আরও বেড়েছে নিশ্চয়ই?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বারডককে বিদ্ধ করল সিড।

'কি জানি,' বিরক্ত চেহারায় জবাব দিল বারডক। 'লোক ভাড়া করার মত টাকাও রেখে যায়নি সাইমন। র‍্যাঞ্চের খরচ মেটাতে কিছু গরু বেচেছি আমি। তার ওপর গত কয়েক বছর ধরে চলছে রাসলারদের উৎপাত। ইন্ডিয়ানগুলোও হাঁ করে থাকে কম টাকায় রাসলিঙের গরু কেনার জন্য। আমার মনে হয় সার্কেল কে'র বেশি গরু বেঁচে নেই।'

'পুরোটা কি তোমার অনুমান, নাকি জানো যে ইন্ডিয়ানরাই আমাদের কাছ থেকে রাসলিঙ করে নেয়া গরু কেনে?' সবাই নাস্তা খেতে টেবিলে বসার পর প্রশ্ন করল সিড।

'অনুমান!' তড়িঘড়ি করে জবাব দিল বারডক।

'তাহলে আমাদের প্রথম কাজ স্টকের অবস্থা জানা। আজকেই প্রেইরিতে গিয়ে খোঁজা শুরু করতে হবে।'

'আমি রোববারে কাজ করি না,' মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল

বারডক।

'তুমি যাবে, বিল?' বারডকের কথা শুনতে পায়নি এমন ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল সিড।

'যেতে পারলে খুশি হতাম,' দুঃখিত চেহারায় মাথা নাড়ল নেগ, 'কিন্তু হোমস্টোরের কাছে জিনিসগুলো পৌঁছে দেয়া খুব জরুরী। নাস্তা খেয়েই রওয়ানা হব আমি।'

'বেশ, আজ সকালে অন্য কাজ করব আমরা, গম্ভীর কণ্ঠে বলল সিড। ভাবছে এত তাড়াহুড়ো কিসের বিল নেগের? উপস্থিত অন্যান্য সবার উপর নজর বোলাল সে, চুপচাপ নাস্তা খাচ্ছে হব ম্যাকার্থি আর তরুণ নাইজেল। 'ডেভিডসনের সাথে আমাদের শত্রুতা আছে?' বারডকের দিকে তাকিয়ে আচমকা প্রশ্ন ছুঁড়ল সিড।

'জমি আছে এমন সবাইকেই সে শত্রু মনে করে,' খাওয়া থামিয়ে নির্বিকার চেহারায় বলল বারডক।

'আমি গিয়ে ওকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই,' সবার দিকে একবার তাকিয়ে বলল সিড, 'তোমরা কেউ যাবে আমার সাথে?'

'একজনের সাথে দেখা করতে যেতে হবে আমার,' দ্রুত উত্তর দিল বারডক, তারপর একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'ওখানে গিয়েও লাভ হবে না কোনও। ডেভিডসন কি বলবে এখনই তোমাকে বলে দিচ্ছি। সে বলবে আমরা সব চোরের দল। আরেকবার সার্কেল কে'র কাউকে ওর রেঞ্জে দেখা গেলে গুলি করে মারবে। সবাইকে সে এই একই কথা বলে শাসায়। অথচ গরু আমাদের সবারই চুরি যাচ্ছে!'

'আমরা কি আসলেই চোরের দল?' একদৃষ্টিতে ফোরম্যানের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল সিড।

গলায় খাবার আটকে যাওয়ায় কেশে উঠল বারডক, তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'ওরা সবাইকে সন্দেহ করে, প্রমাণের ধার ধারে না।'

'তোমার ধারণা ওখানে গেলে ডেভিডসন তোমাকে গুলি করবে, এই ভয়েই যাচ্ছ না, তাই না?' বারডকের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ছুঁচোর মত সরু চেহারার নাইজেলের দিকে তাকাল সিড, প্রশ্ন করল, 'তুমি আমার সাথে যাবে, নাকি তুমিও ভয় পাচ্ছ? গেলে চলো, মজা পাবে। ডেভিডসনের ফোরম্যানকে জিজ্ঞেস করব কেন সে আমাকে অ্যাম্বুশ করেছিল।'

'আ...আমি...না, আমার অন্য কাজ আছে,' চোখ সরিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করল নাইজেল।

হব ম্যাকার্থির দিকে তাকাল সিড। একমনে খেয়ে চলেছে লোকটা। কথা শুনছে মনোযোগ দিয়ে, কিন্তু চেহারা প্রতিক্রিয়াহীন। 'আর তুমি তো আজকে উঠানে ঘাস লাগাবে, তাই না?' তাকে জিজ্ঞেস করল সিড।

হাসতেই ম্যাকার্থির চোখের কোনে ভাঁজ পড়ল। খাবার থেকে মুখ তুলে বলল, 'উঁহুঁ, আজ নয়, অন্যদিন ঘাস লাগাব। আজকে কোনও কাজ নেই, যেতে পারি তোমার সাথে।'

ব্রেকফাস্ট শেষ হতে সিড, বিল নেগ আর ম্যাকার্থি করালে এসে ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল। বিদায় জানিয়ে এক গাদা মালপত্র সহ নদীর দিকে ঘোড়া ছোটাল বিল নেগ, গান গাইছে হেঁড়ে গলায়।

কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে মুখ বাঁকাল নাইজেল, পাশে দাঁড়িয়ে আছে বারডক। বুড়ো লোকটা রিজ পেরিয়ে চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার আগে গান বা গলা সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করার সাহস পেল না দু'জনের একজনও।

ক্রাউন রেঞ্জের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল সিড আর ম্যাকার্থি মন্থর গতিতে। দীর্ঘক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল সিড কেইন, ম্যাকার্থিকে বাজিয়ে

দেখার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয়, আমাদের দেখার সাথে সাথেই গুলি চালাবে ডেভিডসনের ক্রুরা?'

'কোনও কাজ সোজা ভাবে করে না ডেভিডসন, নিজের জমিতে খুন করে বদনামের ঝুঁকি নেবে না। পুল টেবিলের কোনার বলও সে সোজা এক টোকায় গর্তে ফেলবে না, পুরো টেবিল তিনবার ঘুরিয়ে তারপর ফেলে সবাইকে বোঝাবে সে কত চালাক। না, অ্যাম্বুশ করাতে পারে, সবার সামনে খুন করাবে না কাউকে।'

'কোনও গোলমাল হবে না বুঝেও আমার সাথে আসছ কেন?' কথা চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে জানতে চাইল সিড।

'হবে না তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না,' গম্ভীর চেহারায় বলল ম্যাকার্থি, 'যদি হয়, আমি দেখতে চাই যার হয়ে কাজ করব সে কতখানি যোগ্যতার সাথে পরিস্থিতি সামলাতে পারে। লড়াইটা আমার নয়, কাজেই তোমাকে অযোগ্য মনে করলে নিজের পথ ধরব আমি।'

পশ্চিমে এরকম বহু লোকের দেখা পেয়েছে সিড, অবাক হলো না। এই সব মানুষের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করো, তোমার জন্য জান দিয়ে দেবে। যদি মনে করে আনুগত্য পাবার যোগ্যতা নেই তোমার, কথা না বাড়িয়ে চলে যাবে। কোনও কিছুর লোভ দেখিয়েও ফেরানো যাবে না।

'মানুষ হিসেবে নাইজেল ছোকরা কেমন?' প্রসঙ্গ পাল্টে প্রশ্ন করল সিড।

'এখনও অনিশ্চয়তায় ভুগছে। বুঝতে পারছে না ভাল না খারাপ, কোন ধরনের লোক হতে পারলে সুবিধে বেশি।'

নিজের সাথে ম্যাকার্থির মতামতে মিল পেয়ে আপনমনে মাথা ঝাঁকাল সিড কেইন। সেলুনে বিল নেগের সাথে বারডকের মারামারির সময় ম্যাকার্থি লোকটার আচরণ দেখেই বুঝতে পেরেছিল কোন ধরনের

লোক সে, এখন আরও নিশ্চিত হলো কেইন।

টাকার বিনিময়ে কাজ করে দিচ্ছে ম্যাকার্থি, ব্যস ওই পর্যন্তই। শ্রদ্ধা করে না এমন কাউকে বস্ বলে মানতে রাজি নয় সে। কেইন অনুভব করল লোকটার শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারলে চিরজীবনের জন্য একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী পাবে ও।

চার

পিটার অ্যাটকিনসের পরিত্যক্ত র‍্যাঞ্চ পেরিয়ে উত্তর পুব দিক থেকে ক্রাউন রেঞ্জে প্রবেশ করল ওরা। আরও আধঘন্টা পর পৌঁছুল ডেভিডসনের জমকালো, বিশাল র‍্যাঞ্চ হাউসে। ওক কাঠের বাড়িটা দেখতে ছোটখাটো একটা দুর্গের মত লাগছে। সামনের মস্ত বড় উঠানে ছায়া দিচ্ছে বড় বড় তিন-চারটা এলম গাছ। বার্নটা টকটকে লাল রঙ করা হয়েছে। পরিচ্ছন্ন করাল। বাংকহাউস, কিচেন ও অন্যান্য কাঠামো দেখে বোঝা যায় সচ্ছল একটা র‍্যাঞ্চ।

আঙিনায় একটা এলম গাছের ছায়ায় কয়েকটা ওয়্যাগন। ওগুলো টানার ঘোড়াগুলোকে খুলে পেছনের হুইলের সাথে বেঁধে খড় দেয়া হয়েছে। কয়েকটা প্যাক হর্সও গাছের কাণ্ডে বাঁধা। সিড বুঝতে পারল, প্রতিবেশীরা প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চারের বাড়িতে রোববার হাজির হয়েছে নিজেদের সামাজিক অবস্থান দৃঢ় করার জন্য। সার্থক একজন লোকের টাকায় আজ ডিনার সারবে ওরা, দু'একটা ব্যাপারে তার মূল্যবান মতামত শুনবে, তারপর সব ব্যাপারে সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ফিরে যাবে যে-যার বাসায়।

দুপুর প্রায় বারোটা। সিড আর ম্যাকার্থি র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে নেমে হিচরেইলে ঘোড়া বাঁধল।

পোর্চে বসা আট-দশজন লোক, তাদের মধ্যে ডেভিডসনও আছে।

সবার চেয়ে আলাদা, একটা গদী মোড়া চেয়ারে বসে আছে সে।

লোকগুলোর মধ্যে অনেকেই সিডকে চেনে না। কিন্তু সার্কেল কে'র কাউহ্যান্ড ম্যাকার্থিকে চিনতে পেরে মুহূর্তের জন্য একটা গুঞ্জন উঠল। ওরা দু'জন পোর্চের দিকে এগোনোয় কথা থেমে গেল সবার, অনেকেই চোরা চোখে ডেভিডসনের দিকে তাকাল তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য।

সিড কেইনকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখেও চেহারায় কোনও ভাব পরিবর্তন হলো না উইলি ডেভিডসনের। লোকগুলোর ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে র‍্যাঞ্চারের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো কেইনের। বুঝে নিয়েছে হাবভাবে, কে এই র‍্যাঞ্চের মালিক। নিশ্চিত হবার জন্য প্রশ্ন করল সে 'তুমিই মি. ডেভিডসন?'

'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে দায়সারা ভঙ্গিতে উত্তর দিল ডেভিডসন, সিডকে বসতে বলার প্রয়োজন বোধ করল না।

ডেভিডসনকে অতি নীচু মনের একটা ছোটলোক মনে হলো সিডের। ক্ষমতার গর্বে মাটিতে পা পড়ছে না লোকটার। নিজেকে বিরাট কিছু ভেবে বসে আছে ছোটখাট চেহারার র‍্যাঞ্চার।

'আমি সার্কেল কে'র মালিক, সিড কেইন,' নিজের পরিচয় জানাল সে, 'মাত্র ফিরেছি এ-অঞ্চলে। আমাদের ক্যাটল যতটুকু যা আছে কালকে থেকে রাউন্ডআপ করা শুরু করব। তোমার ক্যাটলের সাথে আমাদের কিছু স্টক মিশে আছে, আবার আমাদের জমিতেও তোমার ক্যাটল চরছে, ফ্রী রেঞ্জে এটা হবেই। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলাম যে আঙ্কল মরার পর আমি আসার আগে পর্যন্ত সার্কেল কে যদি গরু চুরির সাথে জড়িত থেকেও থাকে, এখন থেকে থাকবে না।'

একদৃষ্টিতে সিডের দিকে তাকিয়ে থাকল ডেভিডসন, কিছুক্ষণ পর সিগারের ছাই সযত্নে অ্যাশট্রেতে ঝেড়ে ফেলল। সবার মনোযোগ তার

উপর, নিশ্চিত হয়ে অবশেষে মুখ খুলল সে, 'আগে ঘটে যাওয়া চুরির ব্যাপারে তোমাকে দায়ী করছি না আমি। তবে এটাও ঠিক, ক্রাউন র‍্যাঞ্চের বহু গরু গায়েব করে দিয়েছে সার্কেল কে।

'এখানে সবাই বছরে দু'বার নিজেদের গরু রাউন্ডআপ করে,' সবার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল ডেভিডসন, তারপর বলল, 'বছরের এসময়ের রাউন্ডআপ শুরু হতে আর হপ্তা দুই বাকি। সে-সময় সবাই গরু আলাদা করে নিক, আপত্তি থাকবে না আমার। তার আগে আমার রেঞ্জে ঢুকতে দেয়া হবে না কাউকে, এমনিতেই ক্রাউন রেঞ্জে সার্কেল কে'র কাউহ্যান্ডদের আনাগোনা বেশি মনে হয়েছে আমার।'

এই লোককেই স্টেলা বিয়ে করতে যাচ্ছে, রাগ দমন করল সিড। জমাট হয়ে চেপে বসা উত্তেজনাটা অনুভব করতে পারছে সবাই। স্টেলার বাবাকে উশখুশ করতে দেখল সে। ভদ্রলোক ওকে পছন্দ করে, চাইছে না বাঘের খাঁচায় ঢুকে গোলমালে জড়িয়ে পড়ুক সিড। ডেভিডসনকে কি বলবে মনে মনে গুছিয়ে নিল সিড, তারপর নিষ্কম্প স্বরে বলল, 'গরুর সংখ্যা জানাটা জরুরী, কাজেই তোমার কথা রাখতে পারব না আমি। ক্রাউন রেঞ্জে যদি আমার কোনও ক্যাটল থাকে, সেটাও রাউণ্ড আপ করতে হবে।'

'আমি যতটুকু জানি সার্কেল কে'র মালিক বারডক, তুমি নও। ভবিষ্যতে আমার রেঞ্জে তোমাকে দেখলে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য ক্রাউন র‍্যাঞ্চের ক্রুদের দায়ী ভাববে না কেউ,' সবাইকে দেখে নিয়ে ফ্যাকাসে চেহারায় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল ডেভিডসন।

'গত সন্ধের আগ পর্যন্ত বারডকের ধারণা ছিল সে-ই সার্কেল কে'র মালিক,' শীতল কণ্ঠে বলল কেইন, 'ধারণা পাল্টেছে সে।'

'তাতে কিছু যায় আসে না, সে মালিক নয় প্রমাণ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকেই মালিক বলে মনে করব আমি।'

'তোমার কাছে কোনও কিছু প্রমাণ করার প্রয়োজন বোধ করছি না,' পা ফাঁক করে দাঁড়াল সিড, বলল, 'তুমি কি মনে করো না করো তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।'

'আমার জমিতে তোমাকে দেখা গেলে তখন তোমার যাবে আসবে,' নিচু স্বরে বলল ডেভিডসন।

'তোমার ক্যাটলও চরছে আমার জমিতে।'

'নিঃসন্দেহে,' হাসার ভঙ্গিতে মুখ ভেঙচাল ডেভিডসন, 'ওগুলোর কি হাল হচ্ছে সেটাও আমার অজানা নয়।'

উপস্থিত সব ক'জন র‍্যাঞ্চার বুঝতে পারল সরাসরি অভিযুক্ত করা হয়েছে সিড কেইনকে। বুড়ো অ্যাট্‌কিন্‌স তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে চলে গেল।

'তোমার ফালতু কথা এবারের মত গায়ে মাখছি না আমি,' গম্ভীর হয়ে গেছে সিডের চেহারা। 'সবাই জানে এখানে তখন ছিলাম না আমি।' একমুহূর্ত চুপ করে থেকে আচমকা প্রশ্ন ছুঁড়ল সে, 'ভাল কথা, কালকে আমার পিঠে গুলি করতে তোমার ফোরম্যানকে নির্দেশ দিয়েছিলে কেন?'

র‍্যাঞ্চারদের মধ্যে গুঞ্জন উঠেই মিলিয়ে গেল। বোধহয় সিগারের ধোঁয়া গলায় আটকে যাওয়ায় কেশে উঠল ডেভিডসন। সামলে নিয়ে সিডের পায়ের কাছে এক দলা থুতু ফেলল সে পোর্চে বসে। তারপর বলল, 'কি বলতে চাইছ বুঝতে পারলাম না।'

'তোমার নির্দেশেই তো এখানে সব কিছু চলে?' মাথা নাড়লে সবার সামনে কর্তৃত্ব খর্ব হয়ে যায় দেখে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ডেভিডসন। মুচকি হাসি ফুটে উঠল সিডের ঠোঁটে, বলল, 'তাহলে ধরে নিতে হয় গতকাল বিকেলে তোমার নির্দেশেই অ্যাম্বুশ করেছিল লোকটা। আমার সাথে ব্যক্তিগত ভাবে তার পরিচয়ই নেই যে পুরানো

শক্রতার কারণে খুন করতে চাইবে।'

'আমার বাড়িতে এসে আমাকেই এসব বলার সাহস পেলে কোথায়!' মেজাজ হারিয়ে খেঁকিয়ে উঠল ডেভিডসন। এটা তার ভান কিনা বুঝতে পারল না কেইন। 'দূর হও এখান থেকে।'

'যাচ্ছি,' শীতর স্বরে বলল সিড, 'তবে মনে রেখো আমি জানি যে লোভী আর নীচমনা মানুষ তুমি। ভবিষ্যতে এরকম আর কোনও ঘটনা ঘটলে আমি যদি বাঁচি ডেভিডসন, তুমি মারা যাবে।'

চেয়ারের ওপর একচুলও নড়ল না ডেভিডসন, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। লোকটার চেহারায় হিংস্রতা নজর এড়াল না সিডের। সবার সামনে এই ভাবে অপদস্থ হওয়া ধাতে নেই তার। আজ থেকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে ডেভিডসন, পাল্টা শোধ নেয়ার আগে পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

'চলে যাও,' সামলে নিয়ে স্বাভাবিক নিচু স্বরে আবার বলল র‍্যাঞ্চার।

ঘুরে দাঁড়ানোর পর সিড শুনতে পেল পেছন থেকে একটা নারী কণ্ঠ ওর নাম ধরে ডাকছে। ফিরে তাকিয়ে দেখল স্টেলা র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে, পেছনে তার বাবা। 'সিড, একটু দাঁড়াও,' কাঁপা কাঁপা গলায় আবার অনুরোধ করল স্টেলা।

মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে আরেকবার বুঝল সিড কি ভুল করেছে চলে গিয়ে। এখনও ওর জন্য উদ্বিগ্ন হয় স্টেলা! পরমুহূর্তেই পেছনে দাঁড়ানো পিটার অ্যাটকিনসকে দেখে মনে মনে হতাশ হলো ও। বুড়ো পিটার সবসময়েই ওকে পছন্দ করত। ঝগড়া থামাবার জন্য সে-ই বোধহয় ডেকে এনেছে স্টেলাকে।

পোর্চ থেকে নেমে ওর সামনে দাঁড়াল স্টেলা, চেহারা দেখেই বুঝতে পারল প্রচণ্ড রাগ দমিয়ে রেখেছে সিড। রক্ত সরে গেল স্টেলার মুখ থেকে, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ভেতর থেকে তোমাদের

কথা শুনতে পেয়ে এলাম। আমার মনে হয় ঝগড়া না করে এখনও বন্ধু হতে পারো তোমরা দু'জন। প্রতিবেশীদের গোলমালে জড়ানো ঠিক নয়।'

অজান্তেই সিডের হাতে হাত রাখল স্টেলা কথা বলার সময়। নির্বিকার চেহারায় দেখল ডেভিডসন। তার মনে পড়ল শহরে লোকজনের মুখে স্টেলা আর সিডকে জড়িয়ে অনেক কথা শুনেছে সে। কপালের একপাশে দপদপ করে উঠল তার রগের ভিতরটা।

কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল ডেভিডসন ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে। 'স্টেলা, সিড কেইন বলতে এসেছে আমার অনুমতি না পাওয়ার পরও আমার জমিতে অনধিকার প্রবেশ করবে। তাকে ঠেকালে আমার বিপদ হবে বলে হুমকি দিচ্ছে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ শুধু তোমার কারণেই জীবিত বেরতে পারছে সে এখান থেকে?'

অপমানে কালো হয়ে গেল স্টেলার চেহারা, তাড়াতাড়ি সিডের হাতের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল সে। ওর দু'চোখে বেদনার ছায়া দেখে সিডের মনে হলো এই মুহূর্তে ডেভিডসনের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে। স্টেলার দিকে তাকিয়ে হাসল সে, বলল, 'ডেভিডসন ঠিকই বলছে, স্টেলা, আমি এখন তার জমিতে।'

আর একটা কথাও না বলে হিচরেইলের দিকে এগুলো সিড, নিঃশব্দে অনুসরণ করল হব ম্যাকার্থি। হাব ভাব দেখে মনে হলো বস্ হিসাবে ওকে পছন্দ করে ফেলেছে লোকটা।

সিডকে বিদায় না নিয়ে নীরবে চলে যেতে দেখে সজল হয়ে উঠল স্টেলার চোখ। উঠে দাঁড়িয়ে ডেভিডসন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে কথা বলার আগ পর্যন্ত একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকল স্টেলা, তাকিয়ে রইল অপসৃয়মান সিডের দিকে।

'ওর ব্যাপারে এখনও তুমি দুর্বল। তাই না, স্টেলা?'

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল স্টেলা, সামলে নিয়ে ডেভিডসনের চোখে চোখ রেখে বলল, 'সিড কেইন আমার ছোটবেলার বন্ধু। আমি চাই না বিনা কারণে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ো তোমরা।'

'মনে রেখো তুমি মিসেস ডেভিডসন হতে চলেছ,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল র‍্যাঞ্চার, 'বাজে লোকের সাথে তোমার বন্ধুত্ব মানায় না।'

কোনও জবাব দিল না স্টেলা। মাথা নিচু করে র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকে গেল, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে ফুঁপিয়ে ওঠা ঠেকাতে।

সন্ধের আগ দিয়ে রেড রিভার শহরে পৌঁছুল সিড কেইন ও ম্যাকার্থি। পাঁচ ছয়জন কাউহ্যান্ড ভাড়া করার কথা ভেবেছে সিড রাউন্ডআপের জন্য। একজন বাবুর্চিও দরকার ওর। রাস্তার আরেক মাথায় ম্যাকার্থিকে পাঠিয়ে সে নিজেও ভাড়াটে কাউহ্যান্ড খুঁজতে লাগল। লোক রয়েছে অনেক, কিন্তু কেউ সার্কেল কে তে কাজ নিতে রাজি না। সিড বুঝল, হয় খুবই বদনাম কামিয়েছে র‍্যাঞ্চটা গত ক'বছরে, অথবা খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে সার্কেল কে'র ঘাড়ে বিপদের খাঁড়া ঝুলছে।

লিভারি স্টেবলের পাশে ছোট্ট রেস্টুরেন্টে ঢুকল সিড, এখানেই এসে দেখা করবে ম্যাকার্থি। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর এল ম্যাকার্থি শুকনো চেহারায়। সে-ও কোনও লোক জোগাড় করতে পারেনি। বলল, 'শহরে এসেছে অ্যাবেল ফ্ল্যানারি, তোমাকে খুঁজছে!'

'বসো,' নির্বিকার চেহারায় বলল সিড, আগে খেয়ে নেই, তারপর ওর সাথে দেখা করা যাবে।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে সিডের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল ম্যাকার্থি, পারল না। সে চেয়ারে বসার পর রেস্টুরেন্টের মালিক নোংরা বুড়োকে ডেকে ক্যাটফিশ এবং ভাজা আলু আনতে বলল সিড।

পনেরো মিনিট লাগল বুড়োর খাবার তৈরি করে ওদের সামনে

দেয়ার জন্য। ইতোমধ্যে তিনজন সশস্ত্র লোক ঢুকেছে রেস্টুরেন্টে। সিডদের দিকে না তাকিয়ে ঘরের পেছনে নিজেদের টেবিলে বসে খাবারের অর্ডার দিল লোকগুলো। একজনকেও সিড চেনে না। লক্ষ করল ওরা প্রবেশ করার পর ম্যাকার্থির চেহারায় পরিবর্তন এসেছে। চেয়ারে তেরছা হয়ে বসল সে, ডান হাত নেমে গেল হোলস্টারের কাছে।

বুড়ো ওদের সামনে কফিপট রেখে যাওয়ার পর নিজের জন্য কাপে ঢালল ম্যাকার্থি। চামচ দিয়ে কফি নাড়ার ভঙ্গি করে আঙুল চুবাল, তারপর টেবিলের ওপর লিখল, 'ঝামেলা!'

লেখাটা দেখে চেহারায় কোনও পরিবর্তন এল না সিডের। সামনের দেয়ালে ঝোলানো আয়নায় পেছনে বসা লোকগুলোকে দেখল, সবক'জন মনোযোগের সাথে নিজেদের প্লেটের দিকে তাকিয়ে গোগ্রাসে খাচ্ছে। একবারও ওদের দিকে তাকায়নি লোকগুলো, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগল সিডের। হঠাৎ বুঝতে পারল সে, এদের মধ্যে ফ্ল্যানারি নেই। লোক পাঠিয়ে দিয়েছে ফোরম্যান পরিস্থিতি অনুকূলে রাখার জন্য, নিজে আসবে পরে।

হাসিতে চোখের কোণ কুঁচকে উঠল ম্যাকার্থির, বলল, 'আজকে শহরে অনেক লোক!'

'হ্যাঁ, সবাই রেঞ্জ ছেড়ে এসেছে একটু উত্তেজনার লোভে,' লোকগুলোকে শুনিয়ে জবাব দিল সিড, 'দু'চারটা ফিউনারেল দেখতে পেলেই খুশি হয়ে ফিরে যাবে জীবিতরা।'

'ফিউনারেল জিনিসটা শহরের জন্যও ভাল,' হাসল ম্যাকার্থি, 'স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করার পরিবেশ এনে দেয়।'

টেবিলের একদিকে বসা লোক দু'জন ওদের কথা শুনে চোখ তুলে তাকাল। আয়নায় সিডের সাথে চোখাচোখি হতেই তাড়াতাড়ি প্লেটের

ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল তারা। ব্যাপারটা ম্যাকার্থিও বুঝতে পেরেছে, জোরে হেসে উঠল সে।

ওদের খাওয়ার শেষ পর্যায়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকল বিশালদেহী ফ্ল্যানারি। সোজা এগিয়ে এল ওদের টেবিলটার দিকে। সামনে দাঁড়িয়ে কোনও ভণিতার মধ্যে গেল না, ঝগড়ার মনোবৃত্তি নিয়েই এসেছে, সিডের দিকে রাগী চেহারায় তাকিয়ে বলল, 'আমার নামে বাজে কথা বলে পার পায়নি আজ পর্যন্ত কেউ, উঠে দাঁড়াও, সিড কেইন!' সিড না নড়ায় হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাল ফ্ল্যানারি।

'হাত সরাও,' শীতল স্বরে কথাটা বলার পর দু'সেকেন্ড অপেক্ষা করল সিড, তারপর ওর ডানহাত নড়ে উঠল অবিশ্বাস্য গতিতে।

চোখে মুখে থাবড়া খেয়ে টলতে টলতে দু'তিন কদম পিছিয়ে গেল ফ্ল্যানারি, জ্বলে ওঠায় দু'হাতে চোখ-নাক ডলল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে বাড়ল সিড, হোলস্টার থেকে তুলে নিল ফ্ল্যানারির সিক্সগান। ওটা ছুঁড়ে দিল ম্যাকার্থির উদ্দেশে।

শূন্যেই ধরে ফেলল ম্যাকার্থি, ট্রিগার গার্ডের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে দর্শনীয় ভঙ্গিতে যন্ত্রটা ঘোরাল কয়েকবার, তারপর তাক করল ফ্ল্যানারির সঙ্গীদের দিকে। 'প্লেটের ওপর থেকে হাত সরিয়ো না তোমরা,' হাসিমুখে লোক তিনজনের উদ্দেশে বলল ম্যাকার্থি, 'মারা গেলে আর বাঁচবে না।' কাউহ্যান্ডরা ঠাণ্ডা মেরে গেছে দেখে আড়চোখে কেইনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কাজ শুরু করে দাও। এদিকে আর ঝামেলা নেই।'

বিশাল ভালুকের মত হেলতে দুলতে দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এল ফ্লানারি, এবং ভুলটা করল ওখানেই। প্রতিপক্ষের গতি বিবেচনার যোগ্য মনে না করায় গার্ড নেয়নি সে। বিদ্যুৎগতিতে কেইনের হাত ঝাঁকি খেতে দেখল ফ্ল্যানারি, তখন আর কিছুই করার নেই। হাত উঠিয়ে

মুখ বাঁচানোর চেষ্টা করল সে, পারল না। থ্যাচ্ করে শব্দ হলো নাকের হাড় ভাঙার, আর্তচিৎকার করে মাটিতে বসে পড়ল ক্রাউন ফোরম্যান।

তাকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াবার সুযোগ দিল সিড, তারপর এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াল। সর্বক্ষণ আগুপিছু করছে, যাতে ফ্ল্যানারির বাহুবন্ধনে আটকে না পড়তে হয়। অসম্ভব শক্তিশালী, ক্ষিপ্রতারও কমতি নেই ফোরম্যানের। জড়িয়ে ধরতে পারছে না দেখে বসে পড়ে পা বাধিয়ে ল্যাঙ মেরে সিডকে মাটিতে ফেলে দিল সে। উঠে দাঁড়াল, হাসিতে ভরে উঠেছে তার নাক-ভাঙা রক্তে মাখা মুখ। এইবার সুযোগ এসেছে, মাটিতে পড়া লোকটার বুকে সবুট লাফিয়ে পড়লেই কাজ শেষ। ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে না কেউ, সেই সাহসই পাবে না!

মাটিতে শুয়ে লাফ দিয়ে ফ্ল্যানারিকে শূন্যে উঠতে দেখল সিড। বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে, নড়ার চেষ্টা করে আর লাভ নেই। বাঁচার একমাত্র উপায় কাজে লাগাল সে, ডান পা তুলে দিল ফোরম্যানের দু'পায়ের মধ্যের জমিন লক্ষ্য করে।

শরীর শূন্যে উঠে যাওয়ার পর বুঝতে পারল ফ্ল্যানারি, চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠল। প্রচণ্ড জোরে সিডের বুটের ওপর আছড়ে পড়ল ফোরম্যানের ঊরুসন্ধিস্থল। একটা শব্দও করল না লোকটা, চেহারা নীল হয়ে গেছে। স্লোমোশনে সিডের পা সহ কাত হলো সে, ধপাস করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল তার দশাসই অজ্ঞান দেহ।

'আমি স্টেবল থেকে ঘোড়া নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত সবক'টাকে আটকে রাখবে,' উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ম্যাকার্থিকে বলল সিড। স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রেস্টুরেন্টের বুড়ো মালিক, কাঁপছে ভয়ে। তার দিকে তাকিয়ে অভয়ের হাসি হাসল সিড, বলল, 'মার্শাল জিজ্ঞেস করলে সত্যি কথা বোলো তুমি।'

বুড়োর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দৃঢ়পায়ে অক্ষত দেহে ঘোড়া আনতে

বেরিয়ে গেল কেইন। ফিরল মিনিট পাঁচেক পরে। চোখে চোখে সিডের সাথে কথা হবার পর ম্যাকার্থি বলল অজ্ঞান ফোরম্যানের সঙ্গীদের, 'খেলা শেষ আজকের মত। ইচ্ছে করলে বেরিয়ে যেতে পারো, তবে টিকেট কেটে ঢোকোনি, বেরনোর সময় তার বদলে হ্যান্ডগানগুলো দিয়ে যেতে হবে তোমাদের।'

লাইন অভ ফায়ার এড়িয়ে এগিয়ে গেল কেইন, একে একে তিনজনের হোলস্টার থেকেই সিক্সগান তুলে নিল। নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায় না, তবু সে আশা করছে পথে এই লোকগুলো আর অ্যাম্বুশ পেতে বসে থাকার সাহস পাবে না।

'বড় তাড়াতাড়ি সব শেষ করে ফেলার বদভ্যেস আছে তোমার,' রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় ওঠার পর বিরস চেহারায় বলল ম্যাকার্থি, 'দেখে সুখ নেই!'

'এখনও কাউহ্যান্ড জোগাড় করা গেল না, আসল কাজই বাকি! এদিকে শত্রুর সংখ্যা বাড়ছে আমার,' স্বগতোক্তি করল কেইন। মার্শালের অফিসের দিকে এগুলো সিক্সগানগুলো জমা দেয়ার জন্যে।

'তাতে তোমার কিছু যায় আসে বলে তো মনে হচ্ছে না,' হাসল ম্যাকার্থি, পরক্ষণেই চেহারায় গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে ফেলল সিডকে গম্ভীর চেহারায় তাকাতে দেখে, বলল, 'এ-শহরে না পেলেও স্কিপিওতে নিশ্চয়ই লোকের অভাব হবে না!'

পাঁচ

পরদিন সোমবার ঘুম থেকে সকালে দেরি করে উঠল সিড। বিছানা ছাড়ল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, কালকের মারামারিতে শক্ত হয়ে জমে আছে পেশীগুলো। জামাকাপড় পরতে পরতে শুনল কিচেনে কফির পানি ফোটার শব্দ। কিচেনে গিয়ে ম্যাকার্থি আর তরুণ নাইজেলকে দেখতে গেল সে, ডিম ভাজছে দু'জন। অশ্রুসজল চোখে চেয়ে রয়েছে ফ্রাইঙ প্যানের দিকে, পেঁয়াজ কাটার ধকল এখনও সামলে উঠতে পারেনি।

ওয়াশ স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে হাতমুখ ধুয়ে ওদের দিকে তাকাল সিড। 'বারডক কোথায়?'

স্টোভের দিকে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে নাইজেল বুঝিয়ে দিল সে জবাব দিতে ইচ্ছুক নয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তাকাল ম্যাকার্থি, বলল, 'ঘুম থেকে উঠে ওকে দেখিনি আমি।'

'ঘোড়াগুলোকে খাবার দিচ্ছে হয়তো।' প্রশ্নবোধক চোখে চাইল সিড।

'আমি দিয়েছি, ওর ঘোড়াটা তখন করালে ছিল না।'

নাইজেলের দিকে তাকাল সিড, 'বারডক কোথায় গেছে জানো তুমি?'

বিস্মিত হবার ভান করে মাথা নাড়ল নাইজেল।

ছোকরা মিথ্যে কথা বলছে দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল সিডের।

এখানে আসার পর থেকেই মিথ্যে কথা শুনতে শুনতে ত্যক্ত হয়ে গেছে সে। দ্রুত পায়ে সামনে বেড়ে নাইজেলের কলার ধরে ঝাঁকি দিল সিড, তালুর দু'পিঠ ব্যবহার করে চড় কষাল কয়েকটা। ছোট্ট কিচেনে টুটু বোর পিস্তলের মত আওয়াজ উঠল চড়ের।

চমকে উঠে রক্ত জমে যাওয়া দু'গাল চেপে ধরে স্টোভের দিকে পিছিয়ে গেল বিস্মিত নাইজেল, চেঁচিয়ে উঠে স্টোভের পাশ থেকে একটা চ্যালা কাঠ তুলে নিল।

'নামিয়ে রাখো, নাহলে তিন মাসে বিছানা থেকে উঠতে পারবে না,' শীতল স্বরে বলল সিড কেইন।

সিডের চেহারার দিকে তাকিয়ে থমকে গেল নাইজেল, শীতল রাগে থমথম করছে কেইনের চেহারা। নিষ্পলক কালো চোখ জোড়ার দৃষ্টি ওকে ভয় পাইয়ে দিল, সিডকে এগিয়ে আসতে দেখে রাগের সাথে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল হাতের চ্যালা কাঠ। গত পরশু রাতে বারডক কি রকম মার খেয়েছিল মনে পড়ে গেছে, ওরকম পিট্টি খাওয়ার সাহস নেই ওর নিজের।

'বারডক কোথায়?' সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করল সিড।

'জানি না,' কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিল নাইজেল, 'তবে মনে হয় হড টার্নারকে সাহায্য করতে গেছে ও।'

'কি ব্যাপারে?'

'নদী পেরিয়ে ডীয়ারলিকে গরু বেচতে যাওয়ার কথা টার্নারের, গতকাল বারডককে সাথে যেতে বলেছিল সে।'

'তাহলে সার্কেল কে'র ফোরম্যানের কাজ ছেড়ে চলে গেছে বারডক?'

'না, দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে সে,' ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল

নাইজেল।

পুরো ব্যাপারটা ভাবল সিড, তাকাল ম্যাকার্থির দিকে। আপন মনে হাসছে লোকটা, কোনও কারণ ছাড়াই। সবকিছু কেমন যেন রহস্যময়। এমন হতে পারে না যে সার্কেল কে'র মালিকানা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় চলে গেছে বারডক। তাহলে সে মার খাওয়ার পর পরই র‍্যাঞ্চ ছাড়ত। টার্নারকে চেনে না সিড, তবে বিল নেগের মুখে শুনেছে গরুচোর হিসেবে লোকটাকে সন্দেহ করে সবাই। এই লোকের সাথে বারডকের এত মাখামাখি কিসের?

'আমরা টার্নারের ওখানে যাচ্ছি,' সিদ্ধান্তে পৌঁছে কাউহ্যান্ডদের উদ্দেশে বলল সিড।

'এতক্ষণে বহুদূর পথ চলে গেছে ওরা, গিয়ে কাউকে পাওয়া যাবে না,' আপত্তি জানাল তরুণ নাইজেল।

'সেটা আমি ওখানে উপস্থিত হলেই বুঝতে পারব,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সিড।

স্যাডল চাপিয়ে করাল থেকে ঘোড়া বের করার পর ম্যাকার্থি বলল, 'স্লিকার নিয়ে নাও, কেইন, ঝড়বৃষ্টি আসছে।'

চোখ তুলে আকাশের কোণে জমা কালো মেঘগুলো দেখল সিড, বলল, 'আমার নেই।'

'নাইজেলেরটা ধার নাও, ওকে ছাড়াও আমাদের চলবে। এখানেই থাকুক নাইজেল, র‍্যাঞ্চ পাহারা দিক।'

ম্যাকার্থির বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে নাইজেলকে সাথে নিতে না চাওয়ার, বুঝতে পারল সিড। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে, দেখাই যাক না কি আছে লোকটার মনে। নাইজেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই, স্লিকারটা দাও।'

স্বস্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল নাইজেলের ধূর্ত চেহারায়, ভবিষ্যতে

চলে গেল মন। চেহারা নির্বিকার রাখতে শেখেনি ছোকরা, মনে মনে ভাবল সিড। বোঝাই যাচ্ছে একটা কিছু পরিকল্পনা খেলা করছে মাথায়, ওর নির্দেশ মেনে র‍্যাঞ্চে থাকবে না নাইজেল। কিন্তু এই মুহূর্তে ওসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই সিডের, নাইজেলের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক হড টার্নার লোকটা। ওখানে দ্রুত পৌঁছুতে হবে ওকে, কি ঘটছে জানা দরকার।

তরুণ কাউহ্যাণ্ডের কাছ থেকে স্নিকার নিয়ে প্রেইরির ওপর দিয়ে টার্নারের র‍্যাঞ্চ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল ওরা। পথে ম্যাকার্থি জানাল নাইজেল ঘুমের মধ্যে বলছিল পেছন থেকে গুলি করে হলেও সে সিড কেইনকে খুন করবে।

সিড এবং ম্যাকার্থি চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর করালে ঘোড়া ঢোকাল না নাইজেল। বাংকহাউসে ঢুকে সিক্সগান ঝোলাল কোমরে, বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চাপল। দ্রুত গতিতে যাওয়ার জন্য স্পারের খোঁচা দিল ঘোড়ার পেটে নির্দয় ভাবে। ক্রাউন র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে ছুটছে ওর ঘোড়া। খুশিতে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করল নাইজেলের, ওর পরিকল্পনায় কোনও খুঁত নেই। আজকের পর থেকে ওর সাথে যা-তা ব্যবহার করার সাহস কেউ পাবে না। কেউ না!

কাউ ট্রেইল ধরে ক্রাউন রেঞ্জে প্রবেশ করল নাইজেল। আরও সামনে এগিয়ে একটা শুকনো ক্রীকের ধারে জঙ্গলের কাছাকাছি দেখতে পেল ক্রাউন র‍্যাঞ্চের দু'জন কাউহ্যাণ্ডকে। অ্যাবেল ফ্ল্যানারির সাদা ছোপ দেয়া বে ঘোড়াটা দেখে খুশি হয়ে উঠল। ওকে লক্ষ করেছে পাঞ্চাররা, থেমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে নিজেদের মধ্যে দশ-বারো ফুট দূরত্ব বজায় রেখে।

দূর থেকে ওদের হাবভাব দেখে গলা শুকিয়ে গেল নাইজেলের।

ইচ্ছের বিরুদ্ধে এগুলো সে ক্রীকের দিকে। 'ওখানেই দাঁড়াও! ক্রাউনের জমিতে এসেছ কেন?' পঞ্চাশ ফুট দূরে থাকতে চেঁচাল অ্যাবেল ফ্ল্যানারি।

'জরুরী কথা আছে। গোপন কথা!' ঢোক গিলে গলা ভেজানোর চেষ্টা করে পাল্টা চেঁচিয়ে উত্তর দিল নাইজেল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে হাতের ইশারায় সামনে এগুতে নির্দেশ দিল ফোরম্যান। ছেলেটা কাছাকাছি পৌঁছুতে বলল, 'যা বলার তাড়াতাড়ি বলো, আমরা চাই না সার্কেল কে'র লোকজন আমাদের জমিতে বেশিক্ষণ থাকুক।'

অ্যাবেল ফ্ল্যানারির চোখ-মুখ ফুলে গিয়েছে কালকের হাতাহাতি লড়াইয়ে। ম্যাকার্থির কাছে নাইজেল শুনেছে শহরে সিড কেইনের সাথে গোলমালে জড়িয়ে পড়েছিল লোকটা। ফোরম্যানের দৃষ্টি দেখে আত্মার পানি শুকিয়ে গেল ওর, 'সিড কেইনের ঝাল আমার ওপর ঝাড়বে নাকি?' ভাবল সে। তাড়াহুড়ো করে বলল, 'আমাকে আর সার্কেল কে রাইডার মনে কোরো না। তোমাদের জন্য দারুণ খবর নিয়ে এসেছি।'

'বলে ফেলো।'

অন্য রাইডারকে ইশারা করে অ্যাবেল ফ্ল্যানারির উদ্দেশে বলল নাইজেল, 'শুধু তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি; গোপনে।'

ছোকরাকে একাই সামলাতে পারবে বুঝতে পেরে সঙ্গীকে দূরে গিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিল অ্যাবেল। লোকটা শ্রবণসীমার বাইরে চলে যাওয়ার পর জানতে চাইল, 'কি বলতে এসেছ?'

'কথাটা বললে সার্কেল কে'তে আমার চাকরি থাকবে না, কাজেই তথ্যের বিনিময়ে পাঁচশো ডলার দিতে হবে তোমাকে।'

'অত মূল্যবান তথ্য তোমার হাতে থাকতেই পারে না, বয়,' গম্ভীর

স্বরে বলল ক্রাউন ফোরম্যান।

ওকে বয় বলায় মুখ থেকে রক্ত সরে গেল নাইজেলের। ঘোড়ার মুখ রাস টেনে ফিরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে বলল, 'তাহলে ভুলে যাও তোমার সাথে কথা বলতে এসেছিলাম।'

ফ্ল্যানারি পেছন থেকে ডাক দেয়ায় নিজেকে খুব চতুর মনে হলো ওর। দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'পাঁচশো ডলারে রাজি?'

শ্রাগ করল ফ্ল্যানারি, বলল, 'পাঁচশো ডলার সাথে নিয়ে দুনিয়ার কোনও কাউহ্যান্ডকে ঘুরতে দেখেছ? যা বলার বলে ফেলো, মি. ডেভিডসনের কাছ থেকে টাকা এনে দেব আমি।'

'কি করে বুঝব যে আমার কথা শোনার পর পাঁচশো ডলার দেবে ডেভিডসন?'

'ক্রাউন কাউহ্যান্ডদের কথার দাম আছে, তোমাদের মত না। আমি মি. ডেভিডসনের পক্ষে বলেছি টাকা দেয়া হবে, কাজেই টাকা দেবে র‍্যাঞ্চার। ভয়ের কি আছে, আমরা টাকা না দিলে তোমার জানা তথ্য আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ো তুমি!'

একটা সমস্যার সমাধান হলো, আত্মতৃপ্তির সাথে ভাবল নাইজেল। আগেই ভেবেছিল এত টাকা ফ্ল্যানারির কাছে থাকবে না, ওর ধারণা মিলে গেছে বাস্তবের সাথে। ফ্ল্যানারি ঠিকই বলেছে, আসলে ওকে টাকা না দিয়ে উপায় নেই তাদের। ওকে চিট করে পার পাবে না কেউ! তাছাড়া ওর জানা পুরো খবর সিড কেইন আরও বেশি টাকায় কিনবে। আত্মবিশ্বাসে ভরে উঠল নাইজেলের ভেতরটা। বুদ্ধি আছে ওর, সবাইকে ফতুর করে দেয়ার মত বুদ্ধি আছে! সময় আসুক, দেখিয়ে দেবে সে।

'কি হলো, বলো!' তাড়া দিল ফ্ল্যানারি।

'সার্কেল কে আর তোমাদের গরুর বিরাট একটা পাল নিয়ে এই

মুহূর্তে ডীয়ারলিক শহরে যাচ্ছে বারডক আর টার্নার।'

'বারডকও সার্কেল কে'র গরু চুরি করেছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল নাইজেল, 'সে জানে সার্কেল কে'র উপর আসলে কোনও দাবি নেই তার। ব্র্যান্ড বদলে টার্নারের গরু হিসাবে চালানো হবে ওগুলো।'

'বুঝলাম। কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা কোথায়? এসব তো আমরা জানিই!' অধৈর্য কণ্ঠে বলল ফ্ল্যানারি।

'তোমরা মনে করছ হড টার্নারের ব্যবস্থা করবে বারডক, সেই আশাতে বসে আছ। কিন্তু কখনোই টার্নারকে খুন করবে না বারডক। মরে গেলেও না। প্রতিবার লাভের টাকা দেয়ার আগে বোকা লোকটাকে দিয়ে সার্কেল কে' গরু বিক্রির রসিদ লিখিয়ে নেয় টার্নার, জমিয়ে রাখে সিন্দুকে। ও মরলে পরে সিন্দুক খোলা হবে, আর তাহলেই বারডক ফেঁসে যাবে। মালিক না হয়েও সার্কেল কে'র গরু বেআইনী ভাবে বেচার দায়ে ফাঁসি হয়ে যাবে তার।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে স্বগতোক্তি করল ফ্ল্যানারি, 'তারম্যানে টার্নারের সাথে থাকছে বারডক!'

'হ্যাঁ। কিন্তু আসল তথ্য তোমরা বা বারডক জানো না। সিড কেইন টের পেয়ে গেছে গোটা ব্যাপারটা। টার্নারের জমিতে যাচ্ছে সে আর ম্যাকার্থি। ওখানে কাউকে না পেয়ে টার্নারদের ট্র্যাক ধরে এগুবে ওরা। দু'জনেই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, ওদের ঠেকাতে বারোটা বেজে যাবে বারডক আর টার্নারের দলবলের। ওই সময় তোমরা পৌছুলে গরু চুরির দায়ে সব ক'জনকে গাছে ঝোলাতে পারবে!'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, নাইজেল!' উত্তেজিত দেখাচ্ছে ক্রাউন ফোরম্যানকে, বলল, 'তুমি সার্কেল কে'তে ফিরে যাও।'

'কালকে আমার পাঁচশো ডলার নিয়ে আসছ তো?' সন্দেহের ছায়া

খেলে গেল নাইজেলের চেহারায়।

'গাধার মত কথা বোলো না,' ঠাণ্ডা হাসিতে বেঁকে গেল ফোরম্যানের ঠোঁট, বলল, 'যা জানার জেনে নিয়েছি, গর্দভ। অত টাকা দিতে যাব কোন্ দুঃখে!' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নাইজেলকে চলে যেতে ইশারা করল সে। বলল, 'তুমিও এ-সবে জড়িত ছিলে। তোমার কপাল ভাল এখনও তোমাকে গাছে লটকে দিইনি।'

থমথমে চেহারায় ঘোড়ার মুখ ফেরাল নাইজেল, শুনতে পেল পেছন থেকে ফ্ল্যানারি হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলছে, 'নিজের প্যান্টের চেইন আটকানোর বয়স হয়নি, এসেছ বড়দের সাথে দর কষতে! তাড়াতাড়ি ভাগো, নাহলে কানমলা দিয়ে ওদুটো ছিঁড়ে দেব।'

লোকটাকে শেষ করতে হবে, প্রচণ্ড ক্রোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল নাইজেলের বুকের ভেতর। আজকে এই লোককে খুন করতে না পারলে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবে সে। স্বাভাবিক কূটবুদ্ধি হারাল না সে, ঘোড়াটা দশ কদম এগুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করল। ফ্ল্যানারি ওর দিকে পিঠ ফিরিয়েছে নিশ্চয়ই এতক্ষণে! লাগামে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল সে।

ওর দিকে পেছন ফেরেনি অ্যাবেল ফ্ল্যানারি, সিক্সগান খাপমুক্ত করে বসে আছে ঘোড়ার পিঠে। 'মনে থাকবে, তোমার চেহারা দেখে অন্তরের কথা বোঝা যেত,' ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়িয়ে বলল সে।

বুকের খাঁচার সাথে সাথে নাইজেলের বিরাট কেউ একজন হওয়ার আশা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল ভারি বুলেটের আঘাতে। মাটিতে আছড়ে পড়ল সে, ডান পা আটকে থাকল স্টিরাপে। ঘোড়াটা ওকে দশ-বারো গজ ছেঁচড়ে নিয়ে গেল গুলির শব্দে ভয় পেয়ে। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে পা ঠুকল অস্বস্তি ভরে, তাজা রক্তের গন্ধ পছন্দ হচ্ছে না বুঝিয়ে দিল।

কয়েকবার মোচড় খেল নাইজেলের শরীর, বাম পা আছড়াল

মাটিতে। ঘড়ঘড় শব্দে দম নিল, দু'এক মুহূর্ত দু'হাতে মাটি খামচাল। তারপর ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল। প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

ঘোড়া সামনে বাড়িয়ে মৃতদেহের পাশে দাঁড় করাল ফ্ল্যানারি, তার সঙ্গী কাউহ্যান্ড উদ্বিগ্ন চেহারায় কাছাকাছি এসে ঘোড়া থামানোর পর বলল, 'পেছন থেকে পিঠে গুলি করে খুন করতে চেয়েছিল ছোকরা।' চিন্তিত চেহারায় লাশটা কিছুক্ষণ দেখে কাউহ্যান্ডের দিকে তাকাল সে, বলল, 'একটা গরু মেরে আনো। চামড়ায় সার্কেল কে'র ব্র্যান্ড বসাবে আয়রন গরম করে। মার্শাল ঝামেলা করতে পারবে না, আমরা প্রমাণ করে দেব রাসলিঙ করতে গিয়ে মারা পড়েছে বদমাশটা।'

বৃষ্টি নামার আগেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার কাজটা সম্পন্ন করল অ্যাবেল ফ্ল্যানারি।

বাধ্য হয়ে ডেভিডসনের র‍্যাঞ্চহাউসে উঠে আসতে হয়েছে স্টেলা এবং ওর বাবাকে। র‍্যাঞ্চারের আশ্রয়ে থাকতে হচ্ছে বলে ওরা খুশি নয়। বিশেষ করে স্টেলার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগছে। কিন্তু কিছুই করার নেই। ওর বাবা নিজের র‍্যাঞ্চ চালাতে পারবে না একলা, লোক ভাড়া করার মত অর্থ সঙ্গতিও নেই। সবচেয়ে বড় কথা ডেভিডসনের অনুরোধ ঠেলার সাহস হয়নি বুড়ো অ্যাটকিনসের, স্টেলার মত দৃঢ়চেতা নয় ওর বাপ।

প্রথমে বিনা কাজের চাকরিতে বেতন দিয়ে ডেভিডসন নির্ভরশীল করে ফেলেছে বুড়োকে, তারপর সময় বুঝে এক সময় স্টেলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে। লোক পাঠিয়ে ওদের বাড়ি থেকে মালপত্র তুলে এনে উঠিয়েছে নিজের বিশাল র‍্যাঞ্চহাউসে। যুক্তি দেখিয়েছে, স্টেলা নিজের বাড়ি মনে করলেই আর অসুবিধা কোথায়! তাছাড়া মেয়ের

ভালমন্দ দেখার জন্য ওর বাবা তো থাকছেই,র‍্যাঞ্চহাউসে।

প্রথমে স্টেলা রাজি ছিল না। কিন্তু পরে ব্যবস্থাটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, যখন বুঝতে পেরেছে ডেভিডসনের কথামত না চললে চাকরি হারাবে ওর বাবা। বুড়ো মানুষটার শেষ আত্মবিশ্বাসটুকুও নষ্ট হয়ে যেত চাকরি চলে গেলে। আভাসে ইঙ্গিতে কথাটা ওকে জানিয়েও দিয়েছে ডেভিডসন, বুঝিয়ে দিয়েছে কত সুযোগ সুবিধা পাবে স্টেলা তাকে বিয়ে করলে।

কোনদিন আবার ফিরে আসবে সিড, ভাবতেও পারেনি স্টেলা। এখন যখন নিরাপত্তার জন্য সে ডেভিডসনকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছে, ফিরে এসে আবার ওর মধ্যে ঝড় তুলেছে সিড কেইন। ডেভিডসনকে প্রত্যাখ্যান করার আর উপায় নেই কোনও। স্টেলা তাকে ভালবাসে না জেনেও বিয়ে করতে চেয়েছে র‍্যাঞ্চার, এবং রাজিও হয়েছে সে। এখন নিজের দেয়া কথা ফেরানো যায় না।

বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে এঘর ওঘর করছে স্টেলা। ও বুঝে গেছে কাল দুপুরের ঘটনায় চিরশত্রু হয়ে গেছে ডেভিডসন আর সিড। র‍্যাঞ্চার সিডের ব্যাপারে ওর সাথে আর একটা কথাও বলেনি, তবে বাড়িতে অতিথি না থাকলে ব্যাপারটা অন্যরকম হত।

লিভিং রুমের সোফায় বসল স্টেলা, মন শান্ত করার জন্য কাগজ-কলম নিয়ে গ্রোসারিজের একটা লিস্ট তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকল ডেভিডসন, নিঃশব্দে স্টেলার পাশে সোফায় বসল। স্টেলা বুঝল গতকালকের না বলা কথাগুলো এখন বলবে র‍্যাঞ্চার।

'স্টেলা, তুমি বিয়েতে রাজি হওয়ার আগে বলেছিলে সিড কেইনকে ভালবাসতে। লোকটা এখন ফিরে এসেছে। আমি কি ধরে নেব আমাদের এনগেজমেন্ট ভেঙে গেছে?'

'আমি কথার বরখেলাপ করব না,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল স্টেলা। মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল, র‍্যাঞ্চারকে বুঝতে দিতে চায় না ওর মনের মধ্যে কিরকম ভাঙচুর হচ্ছে।

'ভাল, শুনে খুশি হলাম,' গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল ডেভিডসন। 'তাহলে এ-কথা ধরে নেয়া যায় যে ওই লোকের সাথে ঝামেলা হলে আমাদের স্বার্থই রক্ষা করে চলবে তুমি।' কথা শেষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটাকে দেখল সে, বোঝার চেষ্টা করল ওর কথাগুলো কতটুকু প্রভাব ফেলেছে স্টেলার উপর।

'প্রতিবেশীদের সাথে ভাল সম্পর্ক রেখেও তো চলতে পারি আমরা?' কান্না লুকিয়ে জানতে চাইল স্টেলা।

'না। ওরা আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না, খোঁচাতে থাকবে গরু চুরি করে। টার্নার আর সিডকে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে বোকামি হবে।'

স্টেলার মনে পড়ল টার্নার দুর্বল ছিল ওর প্রতি। খুব ভদ্র আচরণ করত লোকটা। কিন্তু যখনই স্টেলা বুঝতে পেরেছে গরু চুরির সাথে টার্নার জড়িত, তাকে যোগাযোগ করতে মানা করে দিয়েছে। 'টার্নার আর বারডক গরু চুরির সাথে জড়িত, বুঝলাম তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত, কিন্তু সিড কেইনের দোষ কোথায়?' প্রতিবাদ না করে পারল না স্টেলা।

'হয়তো কোনও দোষ নেই,' গম্ভীর চেহারায় বলল ডেভিডসন, 'তবে লোকটা বিপজ্জনক। এরইমধ্যে সে আমার জমিতে অনুমতি ছাড়াই জোর করে ঢুকবে বলে হুমকি দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে আর সবাই মাথায় উঠবে। সোজা কথা ক্রাউন রেঞ্জে ঢুকলে রাসলার হিসেবে ধরে নেয়া হবে তাকে। অন্যরাও ওর পরিণতি দেখে শিক্ষা পাবে।'

'বলতে চাইছ ওকে খুন করা হবে?'

শীতল হাসিতে ভরে উঠল ডেভিডসনের মুখ, বলল, 'খারাপ লাগছে, না? তুমি বলেছিলে ওর প্রতি তোমার আর কোনও দুর্বলতা নেই, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি কথাটা সত্যি নয়!'

'সেজন্যেই কি ওকে খুন করতে চাও তুমি?'

জবাব দিল না ডেভিডসন, পেছনের দরজায় শব্দ হওয়ায় উঠে দাঁড়াল, ঠোঁটে বাঁকা হাসি ঝুলছে। কিচেনে ঢুকে কুকের পাশে অ্যাবেল ফ্ল্যানারিকে দেখতে পেল সে। লিভিং রুমেই বসে থাকল স্টেলা পেন্সিল হাতে, ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অসমাপ্ত লেখাগুলোর দিকে।

বৃষ্টি মাথায় করে ছুটে এসেছে ফ্ল্যানারি। স্নিকার খুলে কিচেনের মেঝেতে পানি ঝেড়ে ফেলল সে। স্টোভের ওপর থেকে পট উঠিয়ে কাপে কফি ঢেলে চুমুক দিল। ডেভিডসনের হাতের ইশারায় ঘর ছাড়ল সুইডিশ কুক।

বুড়ি মহিলা চলে যাওয়ার পর বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ফোরম্যান, বলল, 'যেভাবে আমরা ভেবেছিলাম সেভাবে হচ্ছে না কিছুই।' নাইজেলের কাছ থেকে পাওয়া খবর র‍্যাঞ্চারকে জানাল সে, তারপর বলল, 'বারডক আর টার্নার এখনও যেহেতু এক সাথে লাভ ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছে, বোঝা যায় নিজেরা খুনোখুনি করবে না ওরা।'

সিগারটা আঙুলের ফাঁকে নাড়াচাড়া করতে করতে পুরো ব্যাপারটা ভাবল ডেভিডসন। কিছুক্ষণ পর ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'নাইজেল ছোকরাকে কাজে লাগাব আমরা। সিড কেইন বারডকদের ব্যবস্থা করতে পারল কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তুমিও যাবে। সিড কেইন না পারলে বারডক আর টার্নারকে তুমি গাছে ঝোলাবে। শেরিফের কিছু বলার নেই, ওরা রাসলিঙ করছিল সাক্ষ্য দেবে নাইজেল।'

মাথা নাড়ল ফোরম্যান, 'আর কোনও কাজে আসবে না ছোকরা,

মারা গেছে ও।' ধমকের হাত থেকে বাঁচার জন্য তৈরি গল্প বলল সে, 'রাসলিঙ করছিল, গোলাগুলিতে আহত হয়ে মরার আগে আমাকে এসব বলে গেছে। বোধহয় শেষ সময়ে পাপের বোঝা হালকা করতে চেয়েছিল!'

'আমাকে না জানিয়ে ওকে খুন করেছ কেন!' রাগে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাল র‍্যাঞ্চার, গলা চড়ে গেছে তার। 'গাধা! সবকিছু তুমি ভেস্তে দেবে! এরপর সিড কেইন যখন রাউন্ডআপে আসবে তখনও গোলমাল হবে। তুমি কি মনে করেছ সার্কেল কে'র সব ক'জনকে খুন করে গল্প বলে মার্শালের হাত থেকে পার পেয়ে যাবে? ফিলিপ কার্টার তোমার মত ঘাস খায় না!'

'কিন্তু ক্রাউন রেঞ্জে ঢুকলে সিড কেইনকে গুলি করার অধিকার আছে আমাদের।' মৃদু স্বরে প্রতিবাদ করল ফ্ল্যানারি। রাগ দমিয়ে রেখেছে সে। ক্রাউন র‍্যাঞ্চের ফোরম্যানের হাতে অনেক ক্ষমতা, বেতনও অন্যান্য র‍্যাঞ্চের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

'তোমার ধারণা আগ্নেয়াস্ত্রেই সব সমস্যার সমাধান। একটা ছাগলকেও সৃষ্টিকর্তা তোমার তুলনায় বেশি মগজ দিয়েছে!'

অপমানে চেহারা কালো হয়ে গেল অ্যাবেল ফ্ল্যানারির, স্লিকারটা দ্রুত হাতে পরতে পরতে বলল, 'বেতন দাও বলেই বাজে ব্যবহার সহ্য করব না আমি। আমার কাজ তোমার পছন্দ না হলে চলে যাব, এখানে থাকার অত ঠেকা নেই যে তোমার যা-তা কথাবার্তা সহ্য করতে হবে।'

অ্যাবেল ফ্ল্যানারি ক্রাউন র‍্যাঞ্চের অমূল্য সম্পদ, ওকে হারালে চলবে না ডেভিডসনের। আজকের এই বিশাল র‍্যাঞ্চ নিজ হাতে গড়েছে লোকটা, ডেভিডসন শুধু পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ার পাশাপাশি টাকা ঢেলেছে। রাগ দমন করল র‍্যাঞ্চার, ফ্ল্যানারির আগেই পৌঁছে দরজা আগলে দাঁড়াল। বুক পকেট থেকে দামী একটা সিগার বের করে বাড়িয়ে

ধরল ফোরম্যানের দিকে, মুখে কপট হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, 'যা হওয়ার হয়েছে। এখন একটাই কাজ করার আছে আমাদের, এবং করবও আমরা। পরে মার্শালকে বুঝ দেয়া যাবে।'

ফ্ল্যানারিকে হাত বাড়িয়ে সিগার নিয়ে কৌতূহলী চোখে তাকাতে দেখে স্বস্তির ছাপ ফুটল ডেভিডসনের চেহারায়, বলল, 'আগের সব পরিকল্পনা বাদ। বেশি বাড় বেড়ে গেছে ওদের, এক আঘাতেই মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে সব ক'টাকে। তবে সেসব পরে, আগে সিড কেইনকে পথ থেকে সরাতে হবে।'

'কিভাবে?' আগের সেই আন্তরিকতা এখনও ফিরে আসেনি ফোরম্যানের কণ্ঠে।

'সিড কেইন লোক জোগাড় করে রাউন্ডআপ শুরু করুক, শেষ সময়ে ওখানে হাজির হয়ে যাব। আমরা জানব কি করে যে রাসলিঙ করছে না সে!' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল র‍্যাঞ্চার, কিচেনে স্টেলাকে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেল। মেয়েটার চেহারা রক্তশূন্য দেখে বুঝতে পারল তার কথা শুনে ফেলেছে স্টেলা। মেজাজ হারিয়ে চেঁচানোর জন্য নিজেকে গাল দিল ডেভিডসন।

'শহরে যাচ্ছি, জানতে এসেছিলাম মিসেস রবিনসনের জন্য কিছু আনতে হবে কিনা,' কিচেনে সুইডিশ মহিলাকে দেখতে না পেয়ে মৃদু গলায় বলল স্টেলা। ঘর থেকে বেরনোর সময় আড়চোখে একবার দেখল ডেভিডসনকে। তারপর দরজাটা আস্তে করে লাগিয়ে দিল।

পুরোটা সময় ফোরম্যানকে স্টেলার দিকে শঙ্কিত চেহারায় তাকিয়ে থাকতে দেখে ডেভিডসন বলল, 'ওর ব্যাপারে দুশ্চিন্তা কোরো না, মার্শালের কাছে যাবে না ও।' এক মুহূর্ত থেমে চিন্তা করল সে, সিদ্ধান্ত পাল্টে বলল, 'তুমিও ওর সাথে শহরে যাও, চোখে চোখে রেখো ওকে।'

ছয়

টার্নারের জমিতে পৌঁছে র‍্যাঞ্চহাউস আর আউটবিল্ডিং খুঁজে দেখল সিড কেইন আর ম্যাকার্থি। একজন লোকও নেই কোথাও। গরুগুলোর ট্র্যাক খুঁজে বের করে ক্রীকের দিকে এগুলো ওরা, ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন দেখে সিড বুঝল ছয়জন অশ্বারোহী রয়েছে দলে টার্নারসহ।

সন্দেহ দূর করার জন্য বড় হোল্ডিং করালের দিকে এগুলো ওরা। পুরো জায়গাটা তারের বেড়া দেয়া। জমিতে অসংখ্য ছাপ দেখে ওরা বুঝল এখানেই জড় করা হয়েছিল গরুগুলো। ছয়টা খুঁটির সাথে প্যাঁচানো বেড়ার তার খুলে ফেলা হয়েছে গরুগুলোকে বের করার সময়, লাগানো হয়নি আর। সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল সিড, 'নদীর দিকে গেছে ওরা।'

ম্যাকার্থি দূরে আঙুল তাক করায় সেদিকে তাকাল সিড, দেখল সিকি মাইল সামনে আকাশে চক্কর কাটছে কয়েকটা শকুন। এখনও অনেক ওপরে রয়েছে কুৎসিত পাখিগুলো, তবে মাটিতে নেমে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বেড়ার ধার ধরে এগুলো ওরা পাখিগুলোর নিচে পৌঁছুনোর জন্য। ধীরে ধীরে নেমে আসছিল মড়াখেকো পাখিগুলো, ওদের আসতে দেখে আবার উপরে উঠতে শুরু করল। আট দশটা শকুন, ধৈর্যহারা হয়ে চলে গেল না একটাও। সময়ের অভাব নেই ওদের, জানে নিচের আপদগুলো

খেয়ে দূর হওয়ার পরও যথেষ্ট খাওয়া পড়ে থাকবে ওদের জন্য।

মরা বাছুরটার পাশে ঘোড়া থেকে নামল সিড, পেছনের পা দুটো ধরে বাছুরটাকে আরেক দিকে কাত করল। পেছনের পায়ে চামড়ার উপরে একসাথে দুটো ব্র্যান্ড দেখতে পেল সে। একটা সার্কেল কে, অপরটা এইচ. টি.। চামড়ার উপর ব্র্যান্ডিঙ আয়রন ঠেসে ধরে সার্কেল কে ব্র্যান্ডের ওপর ক্রস চিহ্ন বসানো হয়েছে। পাশেই নতুন ব্র্যান্ডিঙ করা হয়েছে হড টার্নারের এইচ. টি.। দুটো ক্ষতের কোনওটাই শুকায়নি এখনও। বোধহয় গোনায় ভুল হওয়ায় বিক্রি রসিদের তুলনায় সার্কেল কে'র একটা গরু বেশি হয়ে গিয়েছিল। সহজ পথে সমস্যার সমাধান করেছে বারডক বা টার্নার, কেউ একজন।

'তুমি এই ক্যাটল ড্রাইভের ব্যাপারে কিছুই জানতে না?' ম্যাকার্থির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সিড। ওর ধারণা ম্যাকার্থির মত বুদ্ধিমান লোকের অজানা থাকতে পারে না আশেপাশে ঘটে যাওয়া এসব বেআইনী কাজকারবার।

'কিছুই জানতাম না তা বলব না,' হাসল হব ম্যাকার্থি। 'তবে মাসে চল্লিশ ডলার বেতনের কাউহ্যান্ড আমি, মাসে একশো ডলার বেতনের গানহ্যান্ড নই যে আগ বাড়িয়ে নাক গলাব। তাছাড়া আমার নিজেরও কিছু কাজ বাকি পড়ে আছে...।'

ম্যাকার্থির এখানে কি কাজ? রহস্যময়তা ভাল না লাগলেও আপাতত মেনে না নিয়ে কোনও উপায় নেই সিডের, তবু শান্ত স্বরে জানতে চাইল, 'তোমার কাজের ব্যাপারে আমাকে বলা যাবে?'

'আমার ইচ্ছে হলে বলা যেত,' আগের সেই মুচকি হাসি ফিরে এল ম্যাকার্থির চেহারায়। সিড লক্ষ করল আন্তরিকতার বদলে শীতলতা ঝরছে লোকটার হাসিতে। আকাশের দিকে আঙুল তাক করল ম্যাকার্থি, 'ভাল ঝড়বৃষ্টি আসছে, কোথাও আশ্রয় নিতে হলে তাড়াতাড়ি রওনা

হওয়া দরকার।'

ম্যাকার্থি নিজের ব্যাপারে আর একটা কথাও বলবে না বুঝতে পেরে স্যাডলে চাপল সিড, মরা বাছুরটা দেখিয়ে বলল, 'আমার গরু মেরে রেখে গেছে ওরা। যে গরুর পাল বেচার জন্য নিয়ে চলেছে টার্নার, তার মধ্যে আমারও ক্যাটল আছে। এভাবে ওদের ছেড়ে দেয়া যায় না। আমি টার্নার আর বারডককে অনুসরণ করব, তোমার ইচ্ছে হলে আসতে পারো।'

'ইচ্ছে হবে না কেন!' শ্রাগ করল ম্যাকার্থি, 'তুমিই আমাকে বেতন দিচ্ছ। তাছাড়া তোমার সাথে সবখানে গিয়েই তো আনন্দের খোরাক পাচ্ছি!'

'কতদূরে ডীয়ারলিক শহর?'

'এখান থেকে বিশ মাইল দূরে ইন্ডিয়ান টেরিটোরির ভেতরে। ইন্ডিয়ানদের বস্তি আর ট্রেডিং পোস্ট আছে শহরের পাশেই, প্রচুর গরু কেনে ডীয়ারলিক।' কথা থামিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে আকাশ চিরে দেয়া বিদ্যুতের চমকে ওঠা দেখল ম্যাকার্থি। গুরুগম্ভীর বজ্রনির্ঘোষে কেঁপে উঠছে চারপাশের পৃথিবী। কালো মেঘগুলো দিগ্বিদিকে ছুটছে ঝড়ো বাতাসে, দেখলে মনে হয় মাথার ওপর হাত তুললেই ছোঁয়া যাবে। দূরে বিদ্যুতের উজ্জ্বল সাদা রেখা আকাশ থেকে নেমে এসে মাটি স্পর্শ করতে শুরু করেছে। 'ওদের ট্র্যাক মুছে গেছে এতক্ষণে। ঝড়ের মধ্যে এতবড় প্রেইরির কোথায় খুঁজবে ওদের! তার চেয়ে চলো টার্নারের র‍্যাঞ্চহাউসে আশ্রয় নিই।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাথা ঝাঁকাল সিড কেইন, দু'জনে ঘোড়া ছোটাল টার্নারের র‍্যাঞ্চহাউস লক্ষ্য করে। ঠিকই বলেছে ম্যাকার্থি, এই আবহাওয়ায় ক্যাটলের ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া আসন্ন ঝড় পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই গতিও বাড়িয়েছে

বারডকরা, এতক্ষণে এমনিতেই বলতে গেলে আওতার বাইরে চলে গেছে গরু সহ।

ওরা র‍্যাঞ্চহাউসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রথম পশলা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বার্নে ঘোড়া রেখে আধভেজা অবস্থায় র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকল দু'জন। তিন কামরার কেবিন। অফিস-রুম, একটা বেড-রুম আর কিচেন। কিচেন টেবিলের পাশ থেকে চেয়ার টেনে বসল সিড, গা থেকে স্লিকার খুলে চেয়ারের পিঠে ঝোলাল।

'আমি ওর বেডরুম সার্চ করে দেখি মূল্যবান কিছু পাওয়া যায় কিনা,' সিড মানা করার আগেই পাশের ঘরে চলে গেল ম্যাকার্থি।

কফি তৈরি করল সিড, ধীরেসুস্থে শেষ করল পুরো এক মগ। অনেকক্ষণ পরেও ম্যাকার্থি আসছে না দেখে কৌতূহলী হয়ে পা বাড়াল বেডরুমের দিকে, ওখানে কাউকে না দেখে অফিস-রুমে ঢুকল সে। খোলা সিন্দুকের সামনে ম্যাকার্থিকে বসে থাকতে দেখে বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠল ওর।

গভীর মনোযোগে পুরানো একটা খবরের কাগজের কেটে নেয়া অংশ পড়ছে কাউহ্যান্ড, টের পায়নি সিড ঘরে ঢুকেছে।

'সেফ খোলা ছিল?' সিডের প্রশ্নে চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল ম্যাকার্থি।

'না, তবে খুলতে কতক্ষণ!' কাগজে আবার চোখ ফেরাল সে, বলল, 'তালার মিস্ত্রী ছিলাম আমি।'

এগিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়াল সিড, তাকিয়ে দেখল কাগজটা পড়তে গিয়ে ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে ম্যাকার্থির। হাসি হাসি ভাবটা দূর হয়ে গেছে চেহারা থেকে, দাঁতে দাঁত চেপে অনুভূতি গোপন করতে চাইছে। কোনও কথা বলল না সিড, কিছু জানাতে চাইলে নিজেই বলবে লোকটা। কিচেনে গিয়ে দু'কাপ কফি নিয়ে ফিরে এল সে, একটা কাপ

বাড়িয়ে দিল ম্যাকার্থির দিকে।

সিন্দুক হাতড়ে আরও কয়েকটা কাগজ বের করেছে কাউহ্যান্ড। ওগুলো পড়ে প্যান্টের পকেটে গুঁজল সে, তারপর কফির কাপ নিল সিডের হাত থেকে। এক চুমুক খেয়ে মেঝেতে নামিয়ে রাখল কাপ, আবার মনোযোগ দিল পুরানো কাগজের ছেঁড়া টুকরোটায়। পড়া শেষে সিডের দিকে বাড়িয়ে দিল ওটা।

'উপরের অংশের ছবিটা দেখো। লোকটাকে চিনতে পারবে তুমি।'

আগে কাগজটার প্রকাশের তারিখ দেখল সিড। চার বছর আগে টেক্সাসে ছাপা হয়েছিল দেখে নিয়ে ছবির দিকে মনোযোগ দিল।

'দাড়ি গোঁফ বাদ দিয়ে কল্পনা করো। চিনতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকার্থি।

'উইলি ডেভিডসন!' বিস্মিত কণ্ঠে জবাব দিল সিড।

'হ্যাঁ। কিন্তু লোকটার আসল নাম কিং ডোনাল্ডসন। নিজের নামের চিহ্ন রাখতেই এখানে এসেও র‍্যাঞ্চের নাম দিয়েছে ক্রাউন। রাজার তো মুকুট থাকেই, কি বলো?'

কাগজটা পড়তে পড়তে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সিড। ওতে লেখা আছে: শহর থেকে টাকা নিয়ে ফেরার পথে ব্রাইট স্টার অ্যান্ড ক্যাটল কোম্পানির ট্রেজারার অপহৃত। তিরিশ হাজার ডলার নিয়ে ডাকাতদের সফল পলায়ন। ট্রেজারার কিং ডোনাল্ডসনের কোনও হদিস পাওয়া যায়নি, ধারণা করা হচ্ছে ডাকাতরা তার লাশ গুম করে দিয়েছে।

হঠাৎ বৃষ্টিতে মেসকিট ক্রীকে ফ্ল্যাশ ফ্লাড হওয়ায় রাতে ক্রীকের তীরে ক্যাম্প করতে বাধ্য হয় ডোনাল্ডসন। কাউন্টি শেরিফ সে-জায়গায় লড়াইয়ের প্রচুর আলামত পেয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে এজায়গাতেই ডাকাতরা তার উপর চড়াও হয়।

সারারাতের প্রবল বর্ষণে আউট-লদের ট্র্যাক মুছে যাওয়ায় অনুসরণ

করা সম্ভব হয়নি। ট্রেজারারের মৃত্যুতে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তার বিধবা বউ ও দু'ছেলে মেয়েকে তিন হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দেবে বলে ঘোষণা দিয়েছে।

প্রথমেই স্টেলার কথা মনে হলো সিডের। বিরাট ভুল করতে যাচ্ছে স্টেলা!

'এই লোককে খুঁজছি আমি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ম্যাকার্থি, 'চারবছর ধরে খুঁজছি।'

ম্যাকার্থি আরও কিছু বলবে মনে করে অপেক্ষা করল সিড, তারপর লোকটা নিজের চিন্তায় ডুবে যাচ্ছে দেখে প্রশ্ন করল, 'হড টার্নারের কাছে এই কাগজ কেন, ডোনাল্ডসনকে ব্ল্যাকমেইল করতে চায়?'

'বলা যায় না। এমনও হতে পারে নিজের গা বাঁচাবার জন্যই রেখেছে কাগজটা।' চুপ করে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল ম্যাকার্থি, কিছুক্ষণ পর বলল, 'আমার কথা শুনতে তুমি কি এখনও আগ্রহী?'

'তোমার ইচ্ছে হলে বলো,' ম্যাকার্থিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বলল সিড।

সিগারেট ধরানোর ফাঁকে কথা গুছিয়ে নিল ম্যাকার্থি, চেয়ারে বসে বলতে শুরু করল। 'জার্মানী থেকে জাহাজে চেপে গালভেস্টনে নেমেছিল আমার বাবা। পশ্চিমে যাত্রা করে শেষ পর্যন্ত স্যান অ্যান্টোনিয়োতে বসতি গাড়ে সে, আমার মার সাথেও ওখানেই তার পরিচয়। গানস্মিথ আর লকস্মিথের দুটো কাজই খুব ভাল জানত বাবা, ছোটবেলা থেকেই আমাকে আর আমার ছোট ভাইকে তালিম দিয়েছে। স্কুলের পাঠ চুকানোর পর বাবার দোকান দেখাশোনা করতে শুরু করলাম আমরা দু'ভাই।

'চার বছর আগে দোকানে একা কাজ করার সময় আমার ভাইকে ডেকে নিয়ে যায় ব্রাইটস্টার অ্যান্ড ক্যাটল কোম্পানির এক লোক।

ওদের সেফ নাকি আটকে গিয়েছিল। কাজ শেষে ফিরে আসে ফ্রাঙ্ক, আমার ভাই। সন্ধেয় লোক পাঠিয়ে খবর দেয়া হয় আবার জ্যাম হয়ে গিয়েছে সেফ। এবার বিনে পয়সায় কাজ করে দিয়ে আসে ফ্রাঙ্ক।

পরদিন সকালে শেরিফকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে হাজির হলো কিং ডোনাল্ডসন, ট্রেজারার। তার দাবি: রাতে আবার গিয়েছিল ফ্রাঙ্ক, কেউ ছিল না তখন অফিসে। সকালে সেফ খুলে টাকা দেখে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়াতেই নাকি সন্ধেয় আবার গিয়েছিল সে। কোম্পানি থেকে লোক পাঠিয়ে ওকে দ্বিতীয়বার ডেকে নিয়ে যাওয়ার কথা অস্বীকার করল ট্রেজারার।

'কেউ ফ্রাঙ্ককে যেতে দেখেনি, কিন্তু কোনও অ্যালিবাই ছিল না ওর। চোদ্দ হাজার ডলার ডাকাতির সাথে জড়িত এই সন্দেহে ওকে গ্রেফতার করল শেরিফ। বিচারে চার বছরের জেল হয়ে গেল ফ্রাঙ্কের। সাক্ষ্য দেয়ার সময় ট্রেজারার নাকি এমন ভাবে প্রভাবিত করেছিল জুরিদের যে আত্মরক্ষার কোনও সুযোগই পায়নি আমার ভাই।

'আমি তখন শহরের বাইরে ছিলাম। খবর পেয়ে ছুটে এলাম, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। ততদিনে বিচার শেষ, টাকা ফেরত পায়নি আর কোম্পানি। পাবে কি করে! টাকা তো তখন ট্রেজারারের পকেটে!

'ফ্রাঙ্ককে ছাড়ানোর জন্য কোর্টে লড়তে গিয়ে আমাদের দোকানটাও বেচে দিতে হয়েছিল বাবাকে। মা আগেই ওপারে চলে গিয়েছিল, চুরির অপরাধে ছেলে শাস্তি পাচ্ছে এই অপমান সহ্য করে বেশিদিন বাঁচতে পারল না বাবা। আমি কাউপাঞ্চারের কাজ নিলাম বহু দূরের এক র‍্যাঞ্চে।

'গত সাত মাস আগে জেল থেকে পালিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ফ্রাঙ্ক. বিনাদোষে শাস্তি ভোগ করে করে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল ওর। আমি বিশ্বাস করতাম ও কোনও অপরাধ করেনি। ওকে সাহায্য করলাম আমি এখানে আসতে।'

চুপ হয়ে গেল ম্যাকার্থি, দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে। '... গেল আমার ভাইটা।' হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল ওর, কিছুক্ষণ পর সামলে নিয়ে বলল, 'আমি ঠিকই বুঝতে পারলাম নির্দোষ ছিল ফ্রাঞ্জ, কিন্তু কি লাভ হলো তাতে! ডোনাল্ডসনকে ছাড়ব না আমি, বার্নে পুড়িয়ে মেরেছে ওকে। ফ্রাঞ্জ বেঁচে থাকলে পরিচয় প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল ডোনাল্ডসনের, তাই খুন করিয়েছে ওকে।'

এখন তুমি জেনেছ তোমার ভাই কার হাতে মারা পড়েছে। কি করতে চাও, খুন করবে ওকে?'

মাথা নাড়ল ম্যাকার্থি, বলল, 'না। অপেক্ষা করব। নিজের দোষেই বিপদে জড়াবে লোকটা। ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আমি ঋণী থাকতে চাই না, সময় মত সুদে আসলে সব শোধ করে দেব ডোনাল্ডসনকে।'

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সিড, মনে মনে প্রশংসা করল লোকটার ধৈর্যের, বলল, 'বৃষ্টি কমে এসেছে। চলো, যাওয়া যাক।'

বেরিয়ে এসে বার্ন থেকে ঘোড়া বের করল দু'জন, স্যাডল চাপানোর পর সিড বলল, 'ট্র্যাক মুছে গেছে, ওদের অনুসরণ করে কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না। তারচেয়ে চলো কাল শহরে গিয়ে আরেকবার চেষ্টা করে দেখি লোক জোগাড় করা যায় কিনা। আমরা দু'জন ক্রাউন রেঞ্জ থেকে গরু সরাতে পারব না, আরও চার পাঁচজন কাউহ্যান্ড লাগবে অন্ততপক্ষে।'

'রেড রিভারে লোক পাওয়া না গেলে অন্য শহরে পাওয়া যাবে, বহুলোক কাজ খুঁজছে।' বলল ম্যাকার্থি, 'সার্কেল কে'তে কাজ নিতে রেড রিভারের বেকার কাউহ্যান্ডরাও ভয় পাচ্ছে। র‍্যাঞ্চটা রাসলিঙের সাথে জড়িত এই সন্দেহ বাজারে থাকায় এই র‍্যাঞ্চের কোনও লোককে কাউহ্যান্ড হিসেবে নেবে না অন্যান্য র‍্যাঞ্চ। সার্কেল কে আর কতদিন

অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে সে-ব্যাপারেও সবাই সন্দিহান, এটাও একটা কারণ চাকরি করতে না চাওয়ার।'

'আমার কাজ যখন শেষ হবে তখন সবকিছু বদলে যাবে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সিড কেইন।

র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল ওরা। দু'জনেই নীরব, ডুবে আছে নিজ নিজ চিন্তায়।

রাতে বারডক আর নাইজেল দু'জনের কেউই ফিরল না র‍্যাঞ্চে। সিডের মনে হলো বিপদ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নেবার জন্য চলে গেছে দু'জনেই।

'চলে গেলে ভালই হত,' সিডের মনোভাব জেনে একমত হতে পারল না ম্যাকার্থি, সাপার খাওয়া থামিয়ে বলল, 'তোমার হাতে যখন মার খেলো বারডক তখনও আমি বুঝেছি যাবে না সে। এটুকু বলতে পারি, বারডক অন্তত পালায়নি।'

'এখানে থেকেই বা কি করবে। এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝে গেছে র‍্যাঞ্চ ফেরত পাবার আশা নেই।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ম্যাকার্থি। 'অত্যন্ত বোকা আর জেদী লোক; হাল ছাড়বে না বারডক। আমার তো মনে হয় তোমাকে খুন করার ব্যাপারে টার্নারের সাহায্য চাইবে সে পরিণতি না বুঝেই।'

'ভাবছ আবার ফিরে আসবে সে?'

'আগামী সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেই দেখো না,' হাসল ম্যাকার্থি, শীতল চোখ জোড়া স্পর্শ করল না হাসিটা।

'এলেই ভাল, চোখের সামনে থাকবে,' খাওয়া শেষে প্লেট হাতে সিঙ্কের দিকে এগুতে এগুতে সিড বলল, 'আমি চাই না পিঠে বারডকের গুলি বিঁধুক।'

সকালে ঘুম থেকে উঠেও বারডক বা নাইজেলের ফিরে আসার কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না সিড। পড়ে থাকা ওয়্যাগনে দুটো ড্রাফট হর্স জুড়ল সে, ম্যাকার্থিকে রাউন্ডআপের জন্য স্যাডল স্টক ঠিক করতে বলে রসদপত্র আনার জন্য রওয়ানা হলো শহরের উদ্দেশে।

শহরে পৌঁছেই প্রথমে ব্যাংকে গেল সিড, ব্যাংকার জো লেজেটের সঙ্গে দেখা করল। বয়স্ক লোক লেজেট, ভ্রূ পর্যন্ত পেকে সাদা হয়ে গেছে। লম্বায় কম হলেও চওড়ায় পুষিয়ে নিয়েছে ব্যাংকার। ব্যাংক ব্যবসায়ে সফল হবার আগে র‍্যাঞ্চিঙ করত লেজেট, স্যাম কেইনের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল তার। নিঃসঙ্কোচে নিজের সমস্যার কথা খুলে বলল সিড ওর বাবার বন্ধুকে, তারপর রাউন্ডআপের ব্যাপারে পরামর্শ চাইল।

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ,' গম্ভীর চেহারায় মাথা দোলাল জো লেজেট। 'রাউন্ডআপ তোমাকে করতেই হবে। আর সময়টাও এখন ভাল, টেরিটোরিতে চাহিদা বাড়ায় গরুর দামও বেড়েছে। অন্য র‍্যাঞ্চাররা গরু বেচা শুরু করলে দাম আবার পড়ে যাবে।'

ব্যাংকারের কথা শেষে মুখ খুলল সিড, 'আমি জানতে এসেছিলাম আঙ্কল সাইমনের অ্যাকাউন্টে কত আছে। রাউন্ডআপের জন্য টাকা দরকার আমার, অথচ হাত প্রায় খালি।'

জানালা দিয়ে চিন্তিত চেহারায় রাস্তা দেখল ব্যাংকার, দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল সিডের দিকে। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা বলবে কি বলবে না ঠিক করতে পারছে না, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। সিড উসখুস করে ওঠায় কিছুক্ষণ পর তথ্যটা দিতে বাধ্য হলো সে। 'সাইমন মরার সময় ওর অ্যাকাউন্টে পাঁচ হাজার ডলার জমা ছিল, কিন্তু আশ্চর্যের কথা ও মরার আগেরদিন ছয়দিন আগের একটা সই করা চেক এল। পুরো

পাওনা টাকা উঠিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিল সাইমন।'

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ায় কৌতূহলী হয়ে উঠল সিড। এতদিনে আঙ্কল সাইমনের ব্যাপারে একটা সূত্র পাওয়া গেল। উত্তেজনায় চেয়ারে সোজা হয়ে বসল সে, প্রশ্ন করল, 'চেকে কাকে টাকা দিতে বলা হয়েছিল?'

'বিল নেগ নামের এক লোককে,' কথাটা বলার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সিডকে দেখল বুড়ো ব্যাংকার।

কথাটার গূঢ় অর্থ প্রথমে বুঝল না সিড, তারপর ওর মনে পড়ল শহর থেকে ফেরার পথে বিল নেগের আচরণ অস্বাভাবিক লেগেছিল। ওর প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছিল সে। সাইমন কেইনের সাথেও ভাল খাতির ছিল বুড়ো নেগের। ভালমতই জানত প্রতিবেশীদের সাথে র‍্যাঞ্চারের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না, সাইমন কেইন খুন হলে তাদেরই দোষ দেবে লোকে। কাজ আরেকটা বাড়ল, ভাবল সিড। বুড়ো নেগকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। পাঁচ হাজার ডলারের কি হলো তাও জানা দরকার। ওর দৃঢ় বিশ্বাস মরেনি আঙ্কল সাইমন, ঘাপটি মেরে আছে কোথাও। সময় হলে ঠিকই দেখা দেবে সে। বুড়ো অতো সহজে দমবার পাত্র নয়, ছোটবেলা থেকে তাকে দেখছে সিড, ও জানে।

বাস্তবে ফিরে এল সিড, ব্যাংকারকে জিজ্ঞেস করল, 'র‍্যাঞ্চটা আমার নামে। মর্টগেজ করলে কিছু টাকা পাওয়া যাবে? রাউন্ডআপ শেষে ফেরত দিয়ে দেব।'

এক সেকেন্ডও দ্বিধা করল না ব্যাংকার। 'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! মর্টগেজ করতে হবে না, কত লাগবে বলো, একহাজার ডলারে আপাতত কাজ চলবে?'

বিস্ময় গোপন করল সিড। রহস্যটা কি? সার্কেল কে'র অবস্থা খারাপ জেনেও এত সহজেই রাজি হয়ে গেল কেন ব্যাংকার, খারাপ

কোনও উদ্দেশ্য নেই তো জো লেজেটের? সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠলেও কিছু করার নেই ওর, এখন আর ঋণ প্রত্যাখ্যান করতে পারে না সে। তাছাড়া ব্যাংকারের মনে কি আছে তা নিয়ে পরেও ভাবা যাবে, কিন্তু ওই একহাজার ডলার ওর এখনই দরকার।

'এক হাজারেই হবে, মি. লেজেট,' মুখে বলল সিড।

'আরেকটা ব্যাপার,' গদীমোড়া চেয়ারে হেলান দিল ব্যাংকার। 'লোক লাগবে তোমার। এখানে কাউহ্যান্ড না পেলে নদী পেরিয়ে স্কিপিওতে চলে যেয়ো। ওখানে সব ধরনের বেকারের দেখা পাবে। মাসে একশো ডলার বেতনের লোক নিয়ো।'

'আমি তো ভেবেছিলাম মাসে চল্লিশ করে দেব,' ব্যাংকার পরোক্ষভাবে গানহ্যান্ড ভাড়া করতে বলছে বুঝেও না বোঝার ভান করল সিড।

অস্বস্তি ভরে মাথা চুলকাল ব্যাংকার। 'চল্লিশ ডলারের লোকে তোমার কাজ করিয়ে নেবার সময় ফুরিয়েছে। সিক্সগান ধরতে জানে তেমন লোক দরকার তোমার। ওরা একশোর কমে জীবনের ঝুঁকি নিতে রাজি হয় না, কিন্তু ওদের সাহায্য ছাড়া সার্কেল কে তুমি ধরেও রাখতে পারবে না শেষ পর্যন্ত।'

'তোমার পরিষ্কার ধারণা আছে আমার অবস্থা সম্পর্কে?'

'হ্যাঁ,' হাসল জো লেজেট, 'সম্ভবত তোমার চেয়েও পরিষ্কার ধারণা আছে। এদিকের সবার হালচালই জানতে হয় আমার—ব্যবসার অংশ। আমার কথা মত কাজ করো, টিকেও যেতে পারো।'

ব্যাংকের কাজ সেরে স্টোরে গেল সিড, রসদপত্র কিনে ওয়্যাগন শেডের ছায়ায় ওয়্যাগন দাঁড় করিয়ে বড় রাস্তায় বেরিয়ে এল। ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল স্টেলা। ওর সামনে বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। সিডের মনে হলো কত কাছে তবু কতদূরে স্টেলা। অনুভব

করল, ভুল করেছে ও, মস্তবড় ভুল করেছে সামান্য মনোমালিন্যে স্টেলাকে ছেড়ে চলে গিয়ে। অনেক দেরি করে ফিরেছে সে, ওদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছে সময়ের দেয়াল।

মনের ভাব গোপন করে হালকা আলাপ জুড়ল সিড, 'এত দ্রুত হাঁটছিলে যে, কোথায় যাবে?'

হাসল স্টেলা। 'শপিঙে।'

'লাঞ্চ না করে থাকলে আমার সাথে চলো। এখানে দাঁড়িয়ে আর কথা বলতে পারছি না, খিদেয় পেট জ্বলছে।'

মেয়েটা মাথা ঝাঁকানোয় একসাথে এগোল ওরা, রেস্টুরেন্টের সুইং ডোরের একপাল্লা খুলে স্টেলাকে আগে ঢোকার সুযোগ করে দিল সিড। ভেতরে পা দিয়েই চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল স্টেলা, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'চলো হোটেলে যাই বরঙ, ওখানের রান্না ভাল,' তড়িঘড়ি করে বলল সে।

রেস্টুরেন্টের ভেতরে নজর বুলাল বিস্মিত সিড, পেছন দিকের একটা টেবিলে ফ্ল্যানারিকে বসে থাকতে দেখে বুঝল কেন ভেতরে ঢুকতে চাইছে না স্টেলা। লোকটা মুখ তুলে তাকায়নি, সিড বুঝতে পারল না ফ্ল্যানারি ওকে দেখতে পেয়েছে কিনা।

আপত্তি না করে স্টেলার পেছন পেছন হেঁটে হোটেলে ঢুকল সিড। রেস্টুরেন্টে ফ্ল্যানারিকে দেখার পর থেকেই চুপ হয়ে গেছে স্টেলা। খাওয়ার সময় দায়সারা ভাবে দু'একটা কথা বলল ওরা দু'জন, বাকি সময়টা নিজেদের চিন্তায় ডুবে থাকল।

লাঞ্চ শেষে বিল মিটিয়ে উঠে দাঁড়াল সিড, বলল, 'আবার দেখা হবে স্কিপিও থেকে ফিরলে। ক্রু ভাড়া করতে ওখানে যাচ্ছি আমি, কপাল ভাল হলে লোক পাওয়া যাবে শহরটায়।'

'স্কিপিও? আমিও তো যাচ্ছি ওখানেই।' স্টেলার আন্তরিক হাসি

পরক্ষণেই শুকিয়ে গেল, 'শপিং করব, আর আমার হয়ে সেলাইয়ের কাজ করবে আন্ট জেসি।' কথাটা বলে ফেলার পর রক্তিম হয়ে উঠল অপ্রস্তুত স্টেলার দুই গাল।

মানসপটে সিড দেখতে পেল কাঁচি হাতে এক মহিলাকে। স্টেলার বিয়ের পোশাকের কাপড় কেটে চলেছে আন্ট জেসি, একটুপরই সেলাইয়ে বসবে। বুকে কেউ ছুরি বসিয়েছে এরকম মনে হলো সিডের। কষ্ট চেপে বলল, 'নতুন কাপড়ে বোধহয় আরও সুন্দর লাগবে তোমাকে। স্কিপিওতে আমার কপাল ভাল হলে তোমার দেখা পেতেও পারি।'

'আমার সাথেই চলো না বরঙ। আমি দেখিয়ে দিতে চাই কারও কিছু মনে করা না করায় আমার কিছু যায় আসে না, আমিই আমার বন্ধু বেছে চলি।' গম্ভীর চেহারায় বলল স্টেলা, উঠে দাঁড়াল টেবিল ছেড়ে। ও চায় না এখানে থেকে ক্রাউন র‍্যাঞ্চের পোষা গুণ্ডাদের হাতে মারা পড়ুক সিড। ডেভিডসনের মনোভাব জেনে গেছে ও।

রাজি হয়ে গেল সিড, স্টেলার মধ্যে আগের সেই দৃঢ় মনোভাব দেখে ভাল লাগল ওর।

'স্টেবলে আছে আমার বাগিটা, নিয়ে এসো,' বলল স্টেলা, 'তোমার ঘোড়াটাও সাথে এনো, একলা ফিরতে হলে কাজে লাগবে।'

হোটেল থেকে বেরল সিড, ছয় মিনিটের মাথায় বাগিসহ হোটেলের বাইরে দাঁড়াল। স্টেবল থেকে একটা ঘোড়াও নিজের জন্য ভাড়া করে এনেছে। লক্ষ করল স্টেলাকে বাগিতে সে উঠতে সাহায্য করায় রাস্তায় কয়েকজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। ওর চোখ এড়িয়ে গেল যে রেস্টুরেন্টের কাঁচের জানালায় দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের সাথে ওদের দেখছে অ্যাবেল ফ্ল্যানারি। ওদেরকে স্কিপিওর পথে এগোতে দেখে শীতল, নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল ক্রাউন ফোরম্যানের নাক ভাঙা চেহারায়।

লাঞ্চের সময়েও দু'একটা কথা বলছিল ওরা, কিন্তু শহর ছেড়ে বেরনোর পর একেবারেই চুপ হয়ে গেল দু'জন। স্টেলা ভাবছে ডেভিডসনকে বিয়ে করার কথা দিয়ে কত বড় ভুল করেছে সে। কোনও দিনও স্বামী হিসেবে লোকটাকে মেনে নিতে পারবে না, তবুও জেদের বশেই বোধহয় বিয়েতে রাজি হয়ে বসে আছে। ডেভিডসন সিডকে খুন করালে আত্মদংশনে বাঁচবে না সে, অনুভব করল স্টেলা। আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেঁপে উঠল ওর অন্তর।

সত্যি কি ঠিক কাজ করছে সে? ভাল না বেসেও ডেভিডসনকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? কি করবে ও? কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারল না স্টেলা। কথা দিয়ে কথা না রাখার মত মেয়ে ও নয়, ডেভিডসনের সাথে কোনও অবস্থাতেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না স্টেলা। তবু কেন ওকে কাছে টানছে সিড কেইন?

স্টেলা ভাবনায় ডুবে আছে দেখে বিরক্ত করল না সিড। নিজের চিন্তাতেই ব্যস্ত হয়ে থাকল সে। মনে মনে বুঝল ওর সফলতা বা ব্যর্থতার সঙ্গে পরোক্ষ ভাবে স্টেলার ভবিষ্যতৎও নির্ভর করছে। ডেভিডসন যে আসলে ডোনাল্ডসন এবং দু'ছেলেমেয়ের বাপ, বউকে ফেলে চলে এসেছে, এখনই স্টেলাকে জানাবে না ও। বিয়ের পোশাকটা তৈরি হোক, কাজে লাগবে!

এমনিতেও এইসব তথ্যের ভিত্তিতে ডোনাল্ডসনকে কোর্টে দাঁড় করালে ম্যাকার্থির প্রতি অবিচার হয়ে যাবে, বহুদিন ধরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে ম্যাকার্থির বুকে।

নীরবে রেড রিভারের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। বাগির সীটে পাশাপাশি বসে আছে, কিন্তু অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙার সাহস হলো না কারোই।

সাত

উঁচু নিচু রাস্তা। দু'পাশের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে। পথের প্রান্তে শেষ বিকেলে পৌঁছুল ওরা, সামনেই রেড রিভার। স্বাভাবিক অবস্থায় নদীটা এক মাইল চওড়া, গভীরতা হাঁটু জল। কিন্তু গতকালের বৃষ্টিতে রূপ পাল্টে গেছে রেড রিভারের, প্রমত্তা হয়ে উঠেছে।

বাগি নিয়ে পার হওয়া যাবে কিনা দেখার জন্য ঘোড়ায় চেপে নদীতে নামল সিড। মাঝ বরাবর যেতেই কাঁধ পর্যন্ত ডুবে গেল ঘোড়াটার। পাড়ে দাঁড়ানো বাগির কাছে ফিরে এল সিড, স্টেলাকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাতে দেখে বলল, 'কালকের আগে সম্ভব না। শহরে ফিরে যাবে?'

জবাব দেয়ার আগে আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখল স্টেলা। আর বড়জোর আধঘণ্টা, তারপরই চারদিক আঁধার করে দিয়ে লুকিয়ে পড়বে গোল আগুনের কুণ্ডটা। 'শহরে ফিরতে মাঝরাত হয়ে যাবে,' বলল স্টেলা, 'তার চেয়ে রাতটা এখানে কাটিয়ে সকালে নদী পার হওয়াই ভাল।'

একশো গজ দূরে ঘাসের জঙ্গল থেকে একটা জ্যাক র‍্যাবিটকে মাথা তুলতে দেখল সিড। হোলস্টারে ছোবল মারল ওর হাত, নিস্তব্ধতা ভেঙে গর্জে উঠল সিক্সগান। 'রাতের খাবার লবণ ছাড়াই খেতে হবে,' বলে ঘোড়া ছোটাল সে জ্যাক র‍্যাবিট যেখান থেকে উঁকি দিয়েছিল সেদিকে।

'সেই আগের মত,' ছুটন্ত সিডের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস গোপন করে আনমনে বলল স্টেলা। 'কেন চলে গিয়েছিলে তুমি, আমি...'

জাক র‍্যাবিট সংগ্রহ করে ফিরে এল সিড। বাকবোর্ডটা জঙ্গলের ধারে সরিয়ে এনে ওর পাশে নেমে দাঁড়াল স্টেলা। সিডকে জ্যাক র‍্যাবিটের ছাল ছাড়িয়ে আগুনে ঝলসাতে দেখল, বলল, 'আগেও আমরা এরকম পিকনিক করতাম...'

আগুনে আরও শুকনো পাতা দিল সিড, তারপর তাকাল স্টেলার দিকে। চেহারায় ফুটে ওঠা বেদনা লুকোতে মুখ ঘুরিয়ে নিল স্টেলা।

সূর্য ডুবে যাওয়ার পর বাগি থেকে একটা কম্বল নিয়ে এল স্টেলা, সিডার গাছের তলায় বিছাল। ওটার ওপর বসে চুপচাপ চেয়ে রইল দু'জন টকটকে লাল আগুনের দিকে।

সাপার সেরে শুয়ে পড়ল স্টেলা, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর আর নিয়মিত হয়ে এল। সিড বুঝল নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় ঘুমিয়ে পড়েছে স্টেলা। পাশে বসে ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকল সিড একদৃষ্টিতে। আগুনের মৃদু কাঁপা কাঁপা আলোয় অদ্ভুত সুন্দর আর নিষ্পাপ লাগছে মেয়েটাকে।

অনেকক্ষণ পর আগুন নিভে যাওয়ায় কম্বলের আরেক প্রান্তে শুয়ে পড়ল সিড। ঘুমাতে পারল না, আধো জাগরণে দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠল বারবার।

হঠাৎ অস্বাভাবিক একটা শব্দ শুনে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠল সে। কারও পায়ের তলায় পড়ে ভেঙেছে শুকনো ডাল। গড়িয়ে কম্বলের ওপর থেকে সরে এল সিড। আগুন নিভে গেছে। আকাশে মেঘ, চাঁদ ওঠেনি এখনও। আশা করল ঘন অন্ধকারে ওর নড়াচড়া দেখতে পায়নি কেউ এসে থাকলেও। সামনে পেছনে ঘন সিডারের জঙ্গল। ফাঁকে ফাঁকে জন্মানো ঝোপগুলোর ওপর চোখ বোলাল সিড, সন্দেহজনক কিছু

দেখতে পেল না।

নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান করে দিল ভারি রাইফেলের গর্জন। কম্বলের যেখানটায় সিড শুয়ে ছিল সেখানের মাটিতে গাঁথল বুলেট। পনেরো বিশগজ দূরে মাজল ফ্ল্যাশ দেখতে পেয়েছে সিড, কিন্তু পাল্টা গুলি করল না সে। ঘুম ভেঙে গেছে, ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল স্টেলা, 'কি... কি হয়েছে, সিড?'

'তাড়াতাড়ি গাছের আড়াল নাও,' চড়া গলায় নির্দেশ দিল সিড। লোকটার দৌড়ে চলে যাওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কোন দিকে সে যাচ্ছে ঠাহর করে উঠতে পারল না সিড। দশ-বারো ফুট দূরে গাছের সাথে বাঁধা ঘোড়াগুলো হ্রেসাধ্বনি করে উঠল, ওগুলোর ডাক থামার পর চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বোধহয় চলে গেছে লোকটা বহুদূরে, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর।

ওর ধারণা ভুল প্রমাণিত করে আবার গর্জে উঠল রাইফেল। কানের পাশ দিয়ে মৌমাছির গুঞ্জন তুলে ছুটে গেল বুলেট।

লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল সিড। ঝুঁকি না নিয়ে কোনও উপায় নেই বুঝে সিক্সগান হাতে ছুটে গেল মাজল ফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে।

ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়ে পালাচ্ছে অ্যাম্বুশার, শব্দ শুনতে পেল ও। থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারে লোকটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আধ মিনিট পর ঘোড়ার খটাখট খুরধ্বনি কানে আসায় বুঝতে পারল এবার ওর অনুমান মিথ্যে নয়। ধারে কাছে থাকার ঝুঁকি নিচ্ছে না অ্যাম্বুশার। তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, প্রতিপক্ষ সমান সুযোগ পাবে এমন লড়াইয়ে আর আগ্রহ নেই। দু'মিনিটের মাথায় ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে গেল রাতের নৈঃশব্দে।

সিড ফিরে আসার পর আড়াল ছেড়ে বেরল স্টেলা, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'পালিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি জানি কে এসেছিল তোমাকে খুন করতে,' কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল স্টেলা, চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

'অ্যাবেল ফ্ল্যানারি,' গম্ভীর হয়ে গেছে সিডের চেহারা, 'ওকে শহরে দেখেছি আমি। এই নিয়ে দু'বার হলো। শহরে আসার পরপরই আরেকবার অ্যাম্বুশ করার চেষ্টা করেছিল ক্রীকের ধারে, সার্কেল কে'তে যাবার পথে।'

'আগে থেকেই শত্রুতা ছিল?'

'না,' মাথা দোলাল সিড, 'আমি লোকটাকে চিনতামও না তখন।'

'প্রথমবার কেন...' ফ্যাকাসে চেহারায় আনমনে বলল স্টেলা। আর কোনও কথা খুঁজে পেল না। বিনা শত্রুতায় প্রথমবার সিডকে খুন করার চেষ্টা করবে কেন ফ্ল্যানারি? নিশ্চয়ই কাজটা করতে ওকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল!

সিডের কথায় ওর চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। সিড বলছে, 'লোকটা চলে গেছে না চলে যাওয়ার ভান করেছে নিশ্চিত হবার উপায় নেই। চলো, এখান থেকে ক্যাম্প সরিয়ে নিতে হবে।'

বাকবোর্ডে ঘোড়া জুড়ল সিড, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আরও আধ মাইল এগিয়ে ক্যাম্প করল আবার। নদীর ধার থেকে অনেকদূর সরে এসেছে ওরা, তবে কিছু যায় আসে না। ওদের খুঁজে বের করতে চাইলেও সকালের আগে পারবে না ফ্ল্যানারি। এবার সাবধানে ক্যাম্পের জায়গা বেছেছে সিড। চারদিকের ঝোপ ঝাড় আর সিডারের আড়ালে বাকবোর্ড রেখেছে, দশ ফুট দূর দিয়ে গেলেও টের পাবে না কেউ।

ব্ল্যাংকেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ল স্টেলা, সিডকে বিস্মিত করে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল মুহূর্তে। সারারাত জেগে বসে থাকল সিড, বারবার কপাল ভাল না-ও হতে পারে!

সকালের প্রথম আলো পুবাকাশে দেখা দিতেই একটা ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল সিড, ঘুরে দেখে এল নদীতে পানির উচ্চতা স্বাভাবিক হয়েছে। বাগিতে ঘোড়া জুড়ে স্টেলাকে ঘুম থেকে ওঠাল।

রেড রিভার পেরিয়ে দু'ঘণ্টা এগোনোর পর স্কিপিও শহরে পৌঁছল ওরা। বাগি থেকে নেমে তাড়া করা ঘোড়ায় চড়ল সিড, বিদায় নিয়ে বলল, 'তোমার সাথে এসেছি বলে রেড রিভারের কেউ যদি গুজব ছড়ায় আমাকে জানিয়ো, জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব আমি।'

সিডের চোখে কৌতুক দেখতে পেয়ে হাসল স্টেলা, হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানাল। সিড চলে যেতে দু'হাতে মুখ ঢাকল, কেঁপে উঠল কান্নার দমকে। গত রাতের ঘটনায় ও বুঝে গেছে প্রথম থেকেই সিডকে খুন করাতে চাইছে উইলি ডেভিডসন। ওরকম নীচমনা কোনও লোককে বিয়ে করে সুখী হবে না কেউ, ভাবল সে। তাছাড়া সিডকে ও এখনও ভালবাসে। 'বরঙ বলা উচিত অতীতের যে-কোনও সময়ের তুলনায় বেশি ভালবাসি,' আপন মনে স্বীকার করল স্টেলা, 'ওর কিছু হয়ে গেলে আমি বাঁচব কি করে!'

'না। যে করেই হোক ডেভিডসনের হাত থেকে বাঁচাতে হবে সিডকে!' হাত মুষ্টিবদ্ধ করল স্টেলা, চেহারায় কঠোরতা ফুটে উঠল। নিজের জন্য সে চিন্তা করে না, সিডকে সেদিন শহরে দেখেই অন্তরের গভীরে জেনে গেছে একটা সত্য—ডেভিডসনকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে জীবনের সব আনন্দ, সুখ গলা টিপে মেরেছে ও নিজ হাতে।

ম্যাকার্থিকে হতাশ না করে ডোনাল্ডসনের খপ্পর থেকে স্টেলাকে কিভাবে বাঁচানো যায় সে কথা চিন্তা করতে করতে এগুলো সিড। ও জানে নিজের কথার বরখেলাপ করবে না স্টেলা প্রাণ গেলেও, শত কষ্ট সহ্য করবে মুখ বুজে। বাধ্য না হলে ডেভিডসনের আসল পরিচয় প্রকাশ করবে না, ঠিক করল সিড। প্রতিশোধ নেয়ার প্রথম অধিকার ম্যাকার্থির।

স্কিপিও স্যান্ডি ফোর্ডের মত মরা ট্রেইল টাউন নয়, বড়সড় ব্যবসা কেন্দ্র। ইণ্ডিয়ান টেরিটোরির অনেকখানি চাহিদা মেটায় এই শহর। সাতজন রাউডার আর কুক জোগাড় করতে খুব বেশি সময় লাগল না সিডের। দুটো ব্যাপার মাথায় রেখে লোক বাছল সে। আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে জানে, এবং লড়তে ভয় পাবে না তেমন লোক বেছে বের করল। সতর্ক থাকল যাতে বেকার গুণ্ডা পাণ্ডা জুটে না পড়ে। টেরিটোরির এই অঞ্চলে কোনও আইন নেই, আউট-লরা যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে নির্বিঘ্নে।

সেলুন, স্টেবল, কামারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে-বসে থাকে বেকার কাউহ্যান্ডরা। এই অঞ্চলের লোক কথা বলে কম। কেউ জিজ্ঞেস করল না কোথায় যেতে হবে বা কি ধরনের কাজ। বেতন আর কাজের ধরন নিজেই বলল সিড। যাদের পছন্দ হলো না, প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল তারা।

সন্ধের আগেই ওর নতুন কাউহ্যান্ডদের নিয়ে স্যান্ডি ফোর্ডে প্রবেশ করল সিড কেইন। ওয়্যাগন ইয়ার্ড থেকে ওয়্যাগনটা বের করার সময় দ্রুত পদক্ষেপে মার্শালকে আসতে দেখল সে। ওর সামনে বোর্ডওয়াকে দাঁড়াল মার্শাল, গম্ভীর চেহারায় বলল, 'দুঃসংবাদ আছে। রাউন্ডআপের সময় ঝামেলা হতে পারে। তোমার কাউহ্যান্ড নাইজেলকে রাসলিঙের সময় ধরে ফেলেছিল ফ্ল্যানারি, গোলাগুলিতে মারা গেছে ছেলেটা। ডেভিডসন বলেছে ওর জমিতে অনুমতি ছাড়া কেউ ঢুকলে পরিণতির জন্য সে দায়ী হবে না। আমার কিছু করার নেই। বুঝতেই তো পারছ আমি টাউন মার্শাল মাত্র, শেরিফ নই।'

প্রচণ্ড ক্রোধে চেহারা টকটকে লাল হয়ে গেল সিডের। একা কেউ রাসলিঙ করতে যায় না। নিশ্চয়ই খুন করে ব্যাপারটা সাজিয়েছে ডোনাল্ডসনের ফোরম্যান। ওদের দু'জনকেই এই অপরাধের শাস্তি

পেতে হবে, প্রতিজ্ঞা করল সিড। যত দোষই থাকুক, বয়স বাড়লে ছেলেটা ভালও তো হয়ে যেতে পারত!

ওকে চুপ করে বাগিতে বসে থাকতে দেখে পেছনে ঘোড়ায় বসা লোকগুলোর ওপর চোখ বুলাল মার্শাল, বলল, 'রাউন্ডআপের জন্য ভাল প্রস্তুতি নিয়েছ দেখছি!'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল সিড, গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'ঝামেলা হলে সামলাতে পারবে ওরা।'

'নিশ্চিত থাকো গোলমাল হবে,' হুঁশিয়ার করল মার্শাল বিদায় নিয়ে চলে যাবার আগে।

বাতাসে চাবুক আছড়ে ঘোড়াগুলোকে এগোবার নির্দেশ দিল সিড। ওর পেছন পেছন রওয়ানা হলো আটজন সশস্ত্র অশ্বারোহী। স্টেবল পার হওয়ার সময় ফ্ল্যানারিকে বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সিড, অভিব্যক্তিহীন চেহারায় তাকিয়ে থাকল লোকটা ওদের সবার দিকে।

সন্ধের বেশ পরে র‍্যাঞ্চে পৌঁছল সিড নতুন কাউহ্যান্ডদের নিয়ে। বাংকহাউসে ম্যাকার্থিকে পেল সে, এখনও ফেরেনি বারডক। নাইজেলের ব্যাপারে শেরিফের দেয়া তথ্য ম্যাকার্থিকে জানাল সিড। লক্ষ করল মুহূর্তের জন্য আড়ষ্ট হয়ে গেছে ম্যাকার্থির পেশীগুলো, নিজের ভাইয়ের কথা বোধহয় মনে পড়েছে ওর।

বাইরে এসে সবার সাথে পরিচয় সেরে ফেলল ম্যাকার্থি। লোকগুলো বাংকহাউসে কাপড় জামা বদলাতে যাওয়ার পর সিড জিজ্ঞেস করল ওকে, 'কি মনে হয়, এদের দিয়ে কাজ চলবে?'

'শক্ত লোক প্রত্যেকেই, সন্দেহ নেই,' নিজের মতামত জানাল ম্যাকার্থি, 'কাজ চলবে, যদি সবকয়জনকে সামলাতে পারো।'

কুকের বয়স হয়েছে, কাঁধ কুঁজো ছোটখাটো বুড়োকে দেখে বোঝা যায় না ওর অর্ধেক বয়সী দুইজন লোকের চেয়েও প্রাণশক্তি বেশি ধরে

বেঁটে দেহে। ওরা র‍্যাঞ্চে পৌঁছেছে বেশিক্ষণ হয়নি, কিচেন থেকে বুড়োর হুংকার শোনা গেল, 'সাপার তৈরি!'

খাওয়া শেষে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা সবাই। ওয়্যাগনে দড়ি, রাইডিঙ গিয়ার, চামড়া সারাইয়ের যন্ত্র, ক্যাম্প স্টোভ, খাবার ইত্যাদি ওঠাচ্ছে।

সন্ধেয় ক্রাউন র‍্যাঞ্চে পৌঁছে গেল অ্যাবেল ফ্ল্যানারি। ঘোড়া হিচর‍্যাকে বেঁধে দ্রুত কদমে এগোল র‍্যাঞ্চহাউস লক্ষ্য করে, জরুরী কথা আছে বসের সাথে। শহরে দু'দিন থেকে দুটো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনেছে, তবে সিড আর স্টেলার ব্যাপারটা সে চেপে যাবে ঠিক করেছে। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে তথ্যটা, মেয়েটা ডেভিডসনকে বিয়ে করার পর।

কিচেন হয়ে ডেভিডসনের অফিস রুমে চলে এল ফ্ল্যানারি। পায়ের শব্দে অ্যাকাউন্ট খাতার ওপর থেকে চোখ তুলে তাকাল র‍্যাঞ্চার। একটা সিগার ধরিয়ে আবার কাজে মন দিল। লেখা শেষে খাতা বন্ধ করে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল ফোরম্যানের দিকে, জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

'রাউন্ডআপের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে কেইন। কালকে স্কিপিওতে গিয়ে আজ লোক নিয়ে ফিরেছে। আটজন। প্রত্যেকেই কোমরে সিক্সগান ঝোলায়।'

সিগার থেকে এঁকেবেঁকে উঠে যাওয়া ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করল ডেভিডসন ভ্রূ কুঁচকে, তারপর বলল, 'তাতে আমার আগের পরিকল্পনা বদলাবে না। ক্রাউন রেঞ্জে ঢুকলে ওকে রাসলার হিসেবে ধরে নেয়া হবে। আরেকটা কথা, ফ্রী রেঞ্জে আমাদের গরু যেগুলো চরছে সেগুলো সহ রাউন্ডআপ করতে হবে ওকে, ড্র আর ক্রীকগুলোর কারণে একটা একটা করে গরু বাছাই করে তাড়িয়ে নেয়া অসম্ভব। প্রচুর সময় পাবো আমরা ক্রাউন ব্র্যান্ডের গরুগুলো ওরা আলাদা

করে ছেড়ে দেয়ার আগে। ততোক্ষণ পর্যন্ত ওদের আমরা রাসলার হিসাবে ধরে নিতে পারি, আমার যুক্তি বুঝতে পেরেছ?' ফোরম্যানের দিকে তাকাল সে, 'রাসলারকে শাস্তি দিতে ঠেকাবে কে!'

'রাউন্ডআপ করতে গেলে আমাদের গরু ওর পালে ঢুকে যাবেই, ঠেকাতে পারবে না কোনও মতেই।' এতক্ষণে র‍্যাঞ্চার এবং নিজের বলা কথাটার গূঢ় অর্থ বুঝতে পারল ফ্ল্যানারি, শীতল হাসিতে ভরে উঠল কুৎসিত চেহারাটা। সাহস করে মুখ ফুটে মনের কথাটা বলেই ফেলল সে, 'সিড কেইনের দলবলের সাথে লাগতে যাওয়া উচিত হবে না আমাদের। তারচেয়ে হড টার্নারকে লেলিয়ে দেয়া গেলে...চারজন লোক আছে টার্নারের। নিজেরা না জড়িয়েও ওকে দিয়ে রাউন্ডআপ ভণ্ডুল করে দেয়া যায়।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে সিগারের দিকে তাকিয়ে থাকল র‍্যাঞ্চার। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। টার্নার খুশি মনে সিড কেইনকে খুন করার চেষ্টা করবে। সার্কেল কে দখল করতে হলে কাজটা করতেই হবে তাকে।' হাসির রেখা ফুটে উঠল ডেভিডসন ওরফে ডোনাল্ডসনের দু'ঠোঁটে, কয়েক মুহূর্ত পর নীরবতা ভাঙল সে, বলল, 'তবে রাউন্ডআপ চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবার আগ পর্যন্ত টার্নারকে অপেক্ষা করতে বলব আমরা। সিডকে সে খুন করার পর আমরা গিয়ে উপস্থিত হব ওখানে। রাউন্ডআপ করা ক্যাটল তো থাকছেই, টার্নার যে ওগুলো রাসলিঙ করার জন্যই কেইনকে খুন করেনি সেটা আমরা বুঝব কি করে! ধরে নিয়ে টার্নারকেই গাছে লটকে দিলে এদিকের ঝামেলা আপাতত শেষ হয়ে যাবে।'

সেদিন বিকেলে ডীয়ারলিক থেকে চোরাই গরু বেচে ফিরছে বারডক আর টার্নারে দলবল। প্রেইরির এক জায়গায় এসে রাস টেনে ঘোড়া দাঁড় করাল বারডক আর টার্নার, ট্রেইল এখানে দু'দিকে চলে গেছে।

টার্নারের কাউহ্যান্ড চারজন এগিয়ে গেল নিজেদের পথে।

সিগারেট রোল করে ধরাল দু'জন। টার্নার বলল, 'ছোটখাটো কাজে লাভ কম, বারডক, পোষায় না। এখন থেকে ছিঁচকে চুরি বাদ দিয়ে পরিকল্পনামত এগোতে হবে আমাদের।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে বারডককে তাকাতে দেখে আবার মুখ খুলল টার্নার, 'এখনই তোমার উচিত সিদ্ধান্ত নেয়া যে এখানে তুমি আসলেই থাকবে কিনা। যদি থাকো, উচিত হবে তাড়াতাড়ি সিড কেইনকে পথ থেকে সরানো। যদি না থাকো তাহলে বাজারে ক্যাটলের দাম ভাল থাকতে থাকতেই সার্কেল কে'র গরু সাফ করে দেয়া দরকার আমাদের।'

'তোমার সাথে সিডের ব্যাপারে আগেও কথা হয়েছে আমার।'

'বেশ,' মাথা ঝাঁকাল টার্নার, 'তুমি ওর গতিবিধির খবর নাও গিয়ে। আমাকে ওর পরিকল্পনার ব্যাপারে সব জানাও, বাকি ব্যবস্থা অমিই করব।'

নিজের নিজের পথে রওয়ানা হয়ে গেল ওরা। সার্কেল কে'র র‍্যাঞ্চহাউসে পৌঁছে কর্মব্যস্ততা দেখতে পেল বারডক, রাউন্ডআপের জন্য ব্যস্ত ভঙ্গিতে মালপত্র ওয়্যাগনে তুলছে ছয় সাতজন নতুন লোক। ঘুরে ঘুরে কাউহ্যান্ডদের দেখল সে। কাজ করার সময়ও হোলস্টার ঝুলছে সবক'জনের কোমরে। ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় কথা কম বলে লোকগুলো, চোখ খোলা রাখে সব সময়।

সিড কেইন ওকে দেখেও কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি দেখে অস্বস্তি বোধ করল বারডক। কিচেনে ঢুকে সাপার সেরে বেরিয়ে নিজেই গিয়ে দাঁড়াল বেড ওয়্যাগনের পেছনে কাজে ব্যস্ত সিডের পাশে।

'কোথায় গিয়েছিলে?' স্যাডল গিয়ার ওয়্যাগনে তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল সিড।

'আন্ট আগাথার কাছে, ব্লু হিলে যেতে হয়েছিল,' গম্ভীর স্বরে জবাব

দিল বারডক। 'অসুস্থ বুড়ি খবর পাঠিয়েছিল।'

'নাইজেল এখন কোথায় সে-খবর জানো?'

'আমি একাই গিয়েছিলাম। ছোকরা গেছে হয়তো কোথাও, চলে আসবে।'

এই ব্যাপারে আর একটা কথাও বলল না সিড, প্রশ্ন করল, 'আমরা রাউন্ডআপে যাচ্ছি ডেভিডসনের অনুমতি ছাড়াই। তুমি আছ আমাদের সাথে? নাকি গোলাগুলির ভয়ে আবার শেষ মুহূর্তে সরে পড়বে।'

গম্ভীর হয়ে গেল বারডকের চেহারা, খেঁকিয়ে উঠল, 'কাউকে ভয় পাই না আমি, রাউন্ডআপে যাব। মনে রেখো আমি বারবার বলে আসছি সার্কেল কে আমার, আমাকে উইল করে দিয়ে গেছে সাইমন।'

'ভাল,' মাথা ঝাঁকাল সিড। লোকটাকে চোখে চোখে রাখতে পারবে জেনে মনে মনে খুশি সে, বলল, 'দাঁড়িয়ে না থেকে কুক ওয়্যাগনে গ্রোসারিগুলো তুলতে শুরু করে দাও।'

'আমি তোমাকে আগেও আরেকবার বলেছি, তোমার হয়ে না, নিজের জন্য কাজ করব আমার র‍্যাঞ্চে,' ঘোঁত করে উঠল বারডক, 'আমার ইচ্ছে হলে কাজ করব, তোমার নির্দেশ মানতে আমি বাধ্য নই।'

হাতের স্যাডল গিয়ার ধপ করে মাটিতে ফেলল সিড, গা থেকে জাম্পার খুলতে খুলতে বলল, 'প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তরও যদি তোমাকে পেটাতে হয়, তবুও শিখিয়ে ছাড়ব যে আমি যতক্ষণ এখানে আছি আমার নির্দেশেই চলবে সব।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল বারডক, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে ধুপধাপ শব্দে মাটির ওপর রাগ ঝেড়ে কুক ওয়্যাগনের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

কুক ওয়্যাগনে রসদপত্র ওঠাতে ওঠাতে দুর্দান্ত একটা বুদ্ধি খেলে গেল বারডকের মাথায়। খুশি হয়ে উঠল ওর মন, লোকে পাগল না

ভাবলে নিজের পিঠ চাপড়ে দিত সে। সিদ্ধান্ত নিল রাউন্ডআপের ব্যাপারে টার্নারকে জানাবে সবকিছু। সিড কেইনের কাউহ্যান্ডরা গরু জড় করুক, তারপর টার্নারকে দিয়ে সিডকে খুন করালেই ঝামেলা শেষ। ডীয়ারলিকে অতগুলো ক্যাটল বেচলে কত লাভ হবে ভাবতেই শিহরণ অনুভব করল বুকের ভেতর। 'র‍্যাঞ্চ করে কি হবে!' বিড়বিড় করে বলল বারডক, 'বেহুদা গাধার খাটনি!'

আট

বারডক বিদায় নেবার পর কাউহ্যান্ডদের পেছন পেছন ঘোড়া ছোটাল টার্নার। সবকিছু ঘনিয়ে আসছে চরম কোনও পরিণতির দিকে, অনুভব করল সে। সিড কেইন আসার পর বদলে গেছে পরিস্থিতি, লোকটাকে খুন করতে হবে। আরও একটা কাজ সিন্দুকে অনেকদিন হলো ফেলে রেখেছে; এইবার সময় আসছে ডোনাল্ডসনকে চুষে খাওয়ার।

শীতল, নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল হড টার্নারের সুদর্শন চেহারায়। বহুদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে সে। ফলও ফলেছে। বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি করেছে ডোনাল্ডসন নিজের জন্য, টের পায়নি দুর্গ তৈরি করেছে আলগা বালিতে। আত্মতৃপ্তির সাথে ভাবল টার্নার, সব কিছু ঠিকমত চললে শীঘ্রিই প্রায় পুরো এলাকার মালিক বনে যাবে সে।

চিন্তা ভাবনা করতে গিয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছে টার্নার, কাউহ্যান্ডরা তার দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেছে। সন্ধের পর র‍্যাঞ্চহাউসের সিকি মাইল আগে পথের দূরত্ব কমাতে ঝরনা পার হলো সে। এই পথই তার লোকজন ব্যবহার করে। বড় গাছের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে এগুচ্ছে এ সময় নির্দেশটা কানে এল ওর।

'হাত উঠিয়ে ঘোড়া থেকে নামো, টার্নার। চালাকির চেষ্টা কোরো না, তোমাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে।'

নির্দেশ পালন করল টার্নার। দু'পাশ থেকে দু'জন আর সামনে

পেছনে একজন করে লোক ওর দিকে এগিয়ে এল রাইফেল হাতে। 'ছায়া ছেড়ে আলোয় দাঁড়াও!' ধমকে উঠল একজন। লোকটা অন্যদের মত দাঁড়িয়ে নেই, ঘোড়ায় বসে আছে। ডোনাল্ডসনকে আবছা আঁধারেও চিনতে পারল সে।

আবারও নির্দেশ পালন করল, বড় গাছগুলো ছায়া দিচ্ছে না এমন একটা জায়গায় সরে দাঁড়াল টার্নার। কাস্তে আকৃতির চাঁদের মৃদু আলোয় বোঝা গেল না চেহারার অবস্থা। 'ব্যাপার কি ডেভিডসন?' রাগী একটা ভাব ফুটে উঠল তার বলার সুরে।

'চুপ! একটা কথাও না!' ধমক দিল ক্রাউন র‍্যাঞ্চের মালিক, ফোরম্যানের উদ্দেশে বলল, 'অ্যাবেল, ওর গলায় দড়ি পরাও।'

ফ্ল্যানারি এগিয়ে এসে টার্নারের হোলস্টার থেকে সিক্সগান বের করে নিজের বেল্টে গুঁজল। তারপর হাতের ফাঁসির দড়ি টার্নারের গলায় পরাল। সর্বক্ষণ রাইফেল তাক করে তিন দিক থেকে তিনজন সতর্ক নজর রাখল।

ফ্ল্যানারি গলার ফাঁসে একটু টাইট দিতেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচাল টার্নার, 'হচ্ছেটা কি এখানে!'

'এতদিন বহু গরু চুরি করেছ, ধরিনি আমরা। এখন প্রমাণ হয়ে গেছে সব। আমাদের কিছু ক্যাটল জড় করেছি আমরা যেগুলোর সাথের বাচ্চা বাছুরের গায়ে তোমার ব্র্যান্ডের চিহ্ন। এবার আর অত সহজে পার পাচ্ছ না, এমনকি শহরের ওই বোকা মার্শালটাও বুঝতে পারবে গোটা ব্যাপার।'

'বোকার মত কাজ কোরো না, ডেভিডসন,' ধমকের সুরে বলল টার্নার। 'আমি না, এখানে তোমার শত্রু সিড কেইন।' র‍্যাঞ্চার কোনও জবাব না দেয়ায় আবার মুখ খুলল সে, 'নাকি স্টেলা যাতে আবার আমাকে ভালবেসে না ফেলে সেজন্য এই ব্যবস্থা!'

ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামল ডেভিডসন, দ্রুতপায়ে

সামনে বেড়ে গায়ের জোরে টেনে চড় বসাল টার্নারের গালে।

গালে চার আঙুলের দাগ বসে গেল, জ্বলছে জায়গাটা, তবু সশব্দে হাসল টার্নার। 'আমার ধারণাটা তাহলে ঠিক!' বলল সে, 'ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা মেটানোর জন্য এত লোকের সাহায্য দরকার তোমার! স্টেলাকে বিয়ের পর তো দেখছি কাউন্টিতে একটা পুরুষমানুষকেও থাকতে দেবে না তুমি, নিজের ক্ষমতায় একটু অন্তত আস্থা রাখো!' শেষ কথাটায় উপদেশের ভঙ্গি প্রকট হয়ে উঠল।

রাগে উল্টো পাল্টা কিছু করে বসার ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল ক্রাউন র‍্যাঞ্চের মালিক। ওর সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় আঘাত দিয়েছে টার্নার, যে সত্য সে নিজের কাছেও গোপন রাখতে চায় সেই সত্য সবার সামনে বলে বসেছে লোকটা! ওর প্রতিক্রিয়া দেখে কিছু বুঝে ফেলল না তো কাউহ্যান্ডরা! তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে আগের জায়গায় এসে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার। রাগের কারণে এখানে আসার উদ্দেশ্য থেকে সরে এসেছিল ডেভিডসন, এখন আবার মাথা খেলাল লোকটাকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য।

'ব্যক্তিগত অপমান করলেও আমি তোমাকে গুলি করব না যে সহজে মরে বাঁচবে,' বলল সে, 'এখনও খুঁজলে তোমার পকেটে চোরাই গরু বেচার টাকা পাওয়া যাবে। ডীয়ারলিকে নিয়ে যাওয়া গরুগুলোর মধ্যে আমার ক্যাটলও ছিল, তবু এখন পর্যন্ত কিছু করিনি। তবে ধৈর্য শেষ হয়ে আসছে, তুমি তো জানো কোর্টে এই সব কেস নিয়ে যাওয়া ধাতে নেই আমার। কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো, হাতে আর বেশি সময় নেই, দড়িতে ঝুলবে একটু পরই।'

সবাইকে চমকে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল টার্নার। ডেভিডসন টের পেল শিরদাঁড়ার কাছে শিরশির করে উঠেছে তার। চালাক লোক টার্নার, এরকম আচরণ করার পেছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে!

ফাঁসির দড়িকে ভয় পাচ্ছে না কেন লোকটা? আতঙ্কিত বোধ করল ডেভিডসন, বিপজ্জনক কোনও তথ্য জানা আছে টার্নারের।

'আমি মরলে তুমিও মরবে,' হাসি থামার পর উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল হড টার্নার, কালো চোখের নিষ্পলক দৃষ্টিতে অন্তরাত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে গেল ডেভিডসনের।

'কেন?' অনিশ্চিত গলায় প্রশ্ন করল র‍্যাঞ্চার। যদি টার্নার কিছু জেনেই থাকে, তাকে জানতে হবে লোকটা কি জেনেছে। কাজ ফুরালে মুখ বন্ধ করে দেয়া কঠিন কিছু না, মনে মনে নিজেকে বলল সে।

'জানাটা তোমার জন্য খুব জরুরী, তাই না?' হাসল টার্নার, 'মরার খবর আমার লইয়ার যত তাড়াতাড়ি জানতে পারবে তোমার খবরটাও সেরকম দ্রুতই পাবে।'

'আর কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো, হাতে সময় নেই বেশি,' হুমকির সুরে বলল ডেভিডসন, যদিও জানে ওই লোককে ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না।

'ক্রাউনের মালিক তুমি; কিং। যা ইচ্ছে তাই করতে পারো, আমার তেমন কিছু বলার নেই।'

মুখের ভেতর লালা শুকিয়ে গেছে অনুভব করল ডোনাল্ডসন, শিরায় শিরায় হঠাৎ বেড়ে গেছে রক্তের চাপ। ঘামে ভিজে গেল তার হাতের তালু আর মুখমণ্ডল, পা দুটো শরীরের ভার বহন করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। জেনে গেছে, জেনে গেছে লোকটা ওর আসল পরিচয়! দম ফেলতে কষ্ট হলো ডোনাল্ডসনের; মনে হলো এতদিন ধরে গড়ে তোলা সবকিছু নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। 'ঠাট্টা মশকরা তোমার আগেই করা দরকার ছিল, এত চমৎকার রসিকতা আর কেউ শুনতে পাবে না,' মনের ভাব গোপন করে টার্নারের উদ্দেশে বলল ডোনাল্ডসন।

'ভেবেছ আমাকে ফাঁসিতে লটকে পার পেয়ে যাবে, ক্রাউনের

অধিকারী কিং?' মাথা নাড়ল টার্নার গম্ভীর চেহারায়, 'এত সহজ নয়। আমি আগেই চিন্তা করে রেখেছিলাম কি ঘটতে পারে, ব্যবস্থাও নিয়েছি। পুরোপুরি ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়ার মত বোকা নিশ্চয়ই তুমি মনে করোনি আমাকে, নাকি করেছিলে?'

ঘুরে দাঁড়াল ডোনাল্ডসন, দশ-বারো ফুট পায়চারি করে ফিরে এল আবার আগের জায়গায়। চিন্তা করেও এই উৎকট সমস্যা থেকে মুক্তির কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। টার্নারকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে সে, কিন্তু তাতে বিপদের খাঁড়া নেমে আসার সম্ভাবনা বেশি। লোকটার বুদ্ধিকে ছোট করে দেখা ভুল হবে। যে লোক ওর অতীত খুঁড়ে বের করে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে পারে, অন্যান্য পরিকল্পনাও তার আগেই করা আছে নিশ্চয়ই! একই সাথে ক্রুদের সামনে মুখরক্ষা আর নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে কিভাবে ভেবে মাথা গরম হয়ে গেল ডোনাল্ডসনের।

উভয় সংকট থেকে টার্নারই তাকে মুক্তি দিল। 'তোমার লোকদের ফেরত পাঠিয়ে দাও, ডেভিডসন। দুর্ব্যবহার ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করব আমি। তোমার সাথে আলাপ আছে আমার,' এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে বলল, 'আরেকটা কথা,' ফ্ল্যানারিকে আঙুল তুলে দেখাল সে, 'ওই বনমানুষটাকে বলো আমার গলা থেকে দড়ি খুলে নিতে। সিক্সগানটাও আগের জায়গায় দেখতে চাই।'

হাত দুটো মুঠো করে দাঁত খিঁচাল ফ্ল্যানারি, 'বনমানুষ আমাকে বলেছ?' ঝাঁপিয়ে পড়বে সে যে-কোনও সময়।

চাঁদের আবছা আলোয় ফ্ল্যানারিকে দেখে নিয়ে টার্নার বলল, 'এতক্ষণে সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল।' ডোনাল্ডসনের দিকে তাকাল সে, 'বনমানুষটাকে সামলাও!'

'যা যা বলছে করো,' গম্ভীর চেহারায় ফ্ল্যানারিকে বলল কিং

ডোনাল্ডসন।

কিভাবে যেন কর্তৃত্ব পাল্টে চলে গেছে টার্নারের হাতে, ঠিক বুঝে উঠতে পারল না ফ্ল্যানারি। এগিয়ে এসে টার্নারের গলা থেকে ফাঁস খুলল সে বিরক্ত চেহারায়।

'এবার বাঁদরটাকে বলো হোলস্টারে আমার সিক্সগান ঢুকিয়ে রাখতে,' হাসল টার্নার।

বেল্টে গুঁজে রাখা সিক্সগান টার্নারের পায়ের কাছে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল ফ্ল্যানারি। ডোনাল্ডসনের দিকে তাকাল টার্নার, বলল, 'ওকে বলো শার্টের হাতায় সিক্সগানের ধুলো মুছে আমার হোলস্টারে রেখে যেতে।'

'বেশি বাড় বেড়েছে।' গর্জে উঠল ফ্ল্যানারি।

'ডেভিডসন, আমি তোমার সাথে কথা বলছি, বনমানুষটার সাথে না। তবে ওর কাজের জন্য তোমাকেই দায়ী ভাবব আমি।'

'এসব ঠাট্টা হেসে উড়িয়ে দাও, অ্যাবেল,' শুকনো কণ্ঠে বলল ডোনাল্ডসন, 'আপাতত যা বলছে করো দয়া করে। পরে তোমাকে সব বুঝিয়ে বলব আমি।'

'বোঝানোর সময় আমি উপস্থিত থাকতে পারলে খুশি হতাম,' হাসল টার্নার, 'ঠিক আছে, অভ্যেস পাল্টে বনমানুষটা সিধে যখন হয়েইছে, কষ্ট করে আর উবু হয়ে সিক্সগান তুলতে হবে না।' র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লোকগুলোকে ফেরত পাঠিয়ে আমার র‍্যাঞ্চহাউসে চলো, সেখানে কথা হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাউহ্যান্ডদের চলে যেতে ইশারা করল ডোনাল্ডসন, ফোরম্যানের উদ্দেশে বলল, 'পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলব সব।'

ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়াল ফ্ল্যানারি। স্পষ্ট বুঝতে পারছে পরিস্থিতি টার্নার কোনও এক যাদু বলে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে। লোকটা

কোন কজায় মোচড় মেরে ডেভিডসনকে বশ করেছে জেনে নিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল সে। পরে নিজের সুবিধা আদায়ে কাজে লাগানো যাবে। কাউহ্যান্ডদের ডাক দিয়ে ঘোড়ায় উঠল সে, এক সাথে রাতের স্তব্ধ নিঃশব্দ পরিবেশ ভেঙে বেতালা আওয়াজ তুলল চারটে ঘোড়ার খুরধ্বনি।

এক মাইল দূরে এসে ঘোড়া থামাল ফ্ল্যানারি, সঙ্গীদের বলল, 'তোমরা বাংকহাউসে থেকো, একটা কাজ সেরে আসছি আমি।'

কাউহ্যান্ড তিনজন নিজেদের পথে চলে যেতে লাগামে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঘোড়ার মুখ ফেরাল সে, ছুটে চলল টার্নারের র‍্যাঞ্চহাউস লক্ষ্য করে। ওখানে পৌঁছে ঘোড়া লুকিয়ে রাখল সে, নিঃশব্দে ছায়ায় মিশে টার্নারের অফিস রুমের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। শুনতে হবে টার্নার আর ডেভিডসনের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়।

অফিস রুমে অপরাধী বাচ্চা ছেলের মত চেহারা করে চেয়ারে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে ডেভিডসন, যেন এখনই তার বাপ বলবে কি শাস্তি দেয়া হবে তাকে। তার সামনে টেবিলে হুইস্কির গ্লাস নামিয়ে রাখল টার্নার। হাত বাড়াল সে, গ্লাসের সোনালী তরল এক ঢোকে চালান করে দিল গলায়। ঝাঁঝে কেশে উঠল, তারপর সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি সব হুমকি যেন দিচ্ছিলে তখন? এখন একটু খুলে বলবে?'

'কোনও হুমকি টুমকি দিইনি তোমাকে। আসলে চোরের মন পুলিশ পুলিশ...' হাসল টার্নার। 'শুধু তোমাকে সম্মান দেখিয়ে কিং বলে ডেকেছি মাত্র।'

'ওরকম বাজে একটা রসিকতা করার কারণ কি?'

'তার আগে বলো ওরকম বাজে রসিকতা শুনে আমাকে ঝুলিয়ে দেয়ার ইচ্ছে তোমার দূর হয়ে গেল কেন?'

এই প্রসঙ্গে আর কোনও কথা বলার নেই, একটা সিগার ধরিয়ে টান দিল ডোনাল্ডসন। সাধল না দেখে নিজের পকেট থেকে একটা সিগার কেস বের করে চুরুট ধরাল টার্নার।

'ঠিক আছে, ডেভিডসন, বলছি,' র‍্যাঞ্চারকে চুপ করে বাধ্য ছেলের মত বসে থাকতে দেখে মুখ খুলল টার্নার, 'তুমি যখন সাজানো ডাকাতি করে সফলতার সঙ্গে তিরিশ হাজার ডলার নিয়ে কেটে পড়লে তখনও আমি ব্রাইট স্টার ক্যাটল কোম্পানিতে চাকরি করছি। তোমার প্রথম চুরিটার কথা শুনেছিলাম আমি, কিন্তু কোনও সন্দেহ হয়নি। দ্বিতীয়বার তোমাকে জড়িয়ে কথা ছড়াতেই আসল ব্যাপার বুঝে গেলাম। তুমি যে বউ আর দু'ছেলেমেয়েকে ফেলে চলে এসেছ তাও আমি জানি, সবকিছু মুখবন্ধ খামের ভেতর চিঠিতে লিখে লইয়ারের হাতে দিয়েছি। তাকে বলেছি আমার কিছু হয়ে গেলে তখন যেন খাম খুলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

'লইয়ারের কাছে রাখা ওই চিঠিটাই আমার ইন্স্যুরেন্স, বুঝেছ? আমার খারাপ কিছু একটা হলে চিঠি খুলবে লইয়ার। আর তাহলেই তুমি শেষ।' হাসল টার্নার, বলল, 'আমি যাতে বেঁচে থাকি সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে তোমাকে। আমি আত্মহত্যা করতে চাইলে তোয়াজ করবে, হাতে পায়ে ধরবে যাতে সিদ্ধান্ত বদল করি, বুঝেছ?'

ছাদ লক্ষ্য করে সিগারের ধোঁয়া ছুঁড়ল ডোনাল্ডসন। কথাগুলো শোনার সময়ে অপমানে, রাগে চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল তার। এখন আবার ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে এসব শোনাচ্ছ কেন?'

'কারণ আছে তাই,' ঠোঁট প্রসারিত করল টার্নার, চোখ জোড়া স্পর্শ করল না সেই হাসি। 'একটা কারণ হচ্ছে সিড কেইন। লোকটা ঝামেলা করতে পারে। আমি চাই তোমার সাহায্য নিয়ে লোকটাকে শেষ

করতে।'

এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য মনে পড়ল ডোনাল্ডসনের। টার্নারকে ভয় দেখিয়ে এই কাজই করিয়ে নিতে চেয়েছিল সে, কিন্তু মুখ ফুটে এ-ব্যাপারে বলল না কিছু। জিজ্ঞেস করল, 'কিভাবে কাজটা করবে ভাবছ?'

'রাউন্ডআপ শেষ করুক লোকটা। আমাদের ক্যাটলও থাকবে পালে, ওগুলোকে সে বেছে বের করার আগেই হামলা চালাতে হবে। রাসলার হিসাবে লটকে দেয়া যাবে সিড কেইনকে।'

'ঠিক!' সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ডোনাল্ডসন, ফ্ল্যানারিকে এই কথাই বলেছিল সে। চিন্তার ছাপ পড়ল র‍্যাঞ্চারের চেহারায়, কপালে ভাঁজ তুলে বলল, 'ভালমত সবদিক ভেবে কাজে নামতে হবে। ফ্ল্যানারির কাছে শুনলাম নতুন লোক নিয়েছে কেইন।'

'যা ভাবার ভেবে নিয়েছি,' হাসল টার্নার, 'এখন আমার নির্দেশ মত কাজে নামবে তোমরা।' কোনও জবাব দিল না ডোনাল্ডসন, ট্রাম কার্ড এখন টার্নারের হাতে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ঘরের দেয়ালের সাথে ঠেস দেয়া সেফের দিকে। একটা চিন্তা মাথায় আসতেই ঝট করে সিন্দুকের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল সে। টার্নার বিরাট বড়লোক না যে ঘরে ওরকম একটা সেফের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোনও কিছু লইয়ারের কাছে রাখার মত লোক বলেও মনে হয় না টার্নারকে। তাহলে কি কাগজ-পত্র, চিঠি যদি কিছু থেকেই থাকে, ওই সেফের ভেতরেই আছে?

দু'এক সেকেন্ড চিন্তা করেই ডোনাল্ডসন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছল। ওই সেফের ভেতরে কাগজ-টাগজ যদি থেকে থাকে তাহলে চিন্তার কিছু নেই, টার্নারকে খুন করলেই ওর বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ ধ্বংস হয়ে যাবে। সেফটা সরিয়ে ফেলতে হবে, পরীক্ষা করে দেখতে হবে ভেতরটা।

উঠে দাঁড়াল ডোনাল্ডসন, হাত বাড়িয়ে বলল, 'আসি। তোমার

কথামতই কাজ হবে।'

চেয়ারে বসে থেকেই হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল টার্নার, হাসি হাসি চেহারায় বলল, 'অবশ্যই হবে। হতেই হবে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে হিচর‍্যাক থেকে ঘোড়ার দড়ি খুলল ডোনাল্ডসন, স্যাডলে চেপে নিষ্ঠুর ভাবে ওটার পেটে স্পার দাবাল। র‍্যাঞ্চারের ঘোড়ার খুরধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত চেয়ারে বসে রইল টার্নার, জয়ের আনন্দে মন খুশি হয়ে গেছে তার। খবরের কাগজটা সেফের মধ্যে আছে নিশ্চিত হবার জন্য অবশেষে উঠে গিয়ে সেফটা খুলল সে। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল চেহারা।

সেফের ভেতর কাগজটা নেই!

পাগলের মত সবকিছু ওলটপালট করে খুঁজল টার্নার। একটা একটা করে জিনিসপত্র, দলিল, টাকা ইত্যাদি বের করে সেফ খালি করল। কোথাও নেই খবরের কাগজের টুকরোটা। শান্ত চেহারায় সেফের ভেতর ভরল টার্নার সবকিছু, চেয়ারে এসে বসে পড়ল। ভাবছে কে করে থাকতে পারে কাজটা।

বারডক আর ওর চুক্তি-পত্র দুটোর কথাও মনে পড়ল তার। ধারণা করল একই লোকের কাজ। কে যেন চার পাশ থেকে জাল গুটিয়ে আনছে ধীরে ধীরে। লোকটা অচেনা, উদ্দেশ্যও বোঝা যাচ্ছে না। মেরুদণ্ডের কাছে ভয়ের একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো টার্নারের।

ঘুম থেকে উঠে সিড কেইন বিশ্বাসই করতে পারল না সকাল হয়ে গেছে। ওর মনে হচ্ছে মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে কটে পিঠ ঠেকিয়েছে সে। 'সবাই নাস্তার টেবিলে,' ওর কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে বলে গেছে বুড়ো কুক।

জামা কাপড় পরে বাংকহাউসে এল সিড। সবার জন্য ওখানেই

নাস্তার টেবিল ফেলা হয়েছে। কাউহ্যান্ডরা শব্দ না করে মুখ চালাচ্ছে, ভাল রাঁধে বুড়ো কুক। হটকেক, ভাজা মাংস আর কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল কেইন, জানালার দিকে তাকিয়ে দেখল ধূসর আলো ফুটেছে বাইরে।

'তোমার পরিষ্কার ধারণা আছে কি করতে হবে?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকার্থি।

'হ্যাঁ,' মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিল কেইন। 'বোগি ক্রীক আর আশেপাশের ওয়াটার হোল থেকে নিয়ে উত্তর পশ্চিমের নিচু প্রেইরি পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গরুগুলো। ওদিকে এগিয়ে যাব আমরা, পথে দেখব কোথায় আছে সার্কেল কে' ক্যাটল। উপত্যকার শেষ মাথায় গিয়ে ফেরার পথে পুরো এলাকায় চিরুনি চালানো হবে। চার পাঁচ দিনের কাজ।'

সবার খাওয়া শেষ হলে পর সিড বলল, 'বেরনোর জন্য তৈরি হও তোমরা।' একজনকে ইশারা করে ম্যাকার্থিকে বলল, 'তুমি ওকে সাথে নিয়ে শান্ত দেখে দুটো ঘোড়া বেছে কুক ওয়্যাগনে জোড়ো।'

সিড যাকে ম্যাকার্থির সাথে যেতে বলেছে সেই লোকটার চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল। ছ'ফুটের ওপর লম্বা লোকটা। দেহে মাংসের চেয়ে হাড্ডির পরিমাণ বেশি। ফ্যাকাসে নীল চোখ জোড়ায় পাপড়ি নেই, ভুরু খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। ভাড়া করার পর থেকে এই পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি সে।

সাধারণত নতুন আসা একদল লোকের মধ্যে অন্তত একজন 'বাংকহাউস লইয়ার' থাকে ঝামেলা পাকানোর জন্য, এই লোকের আচরণে সিড নিশ্চিত হয়ে গেল সবাই লোকটাকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে। একে ঠিক মত সামলাতে পারলে অন্যরা ওর নির্দেশ চুপচাপ পালন করবে।

'আমি যে-সব রাউন্ডআপে কাজ করেছি সেখানে নিজের ওয়্যাগনে কুক নিজেই ঘোড়া জুড়েছে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কাউহ্যান্ড।

কাউহ্যান্ডদের বশে রাখতে হলে এখনই পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়া উচিত নিয়ন্ত্রণে কে আছে। দৃঢ়পায়ে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সিড, চড়া গলায় বলল, 'কাজ করতে না চাইলে ঘোড়ায় উঠে দূর হয়ে যাও এখান থেকে।' পকেট থেকে পাঁচ ডলারের একটা নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল কাউহ্যান্ডের দিকে।

'কাজ করব না তা বলিনি,' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল লম্বা কাউহ্যান্ড, ঘুরে দাঁড়িয়ে বাংকহাউস থেকে বেরিয়ে ম্যাকার্থির সাথে হাঁটতে শুরু করল কুক ওয়্যাগনের পাশ দিয়ে করাল লক্ষ্য করে।

নোটটা বুক পকেটে গুঁজে বাকি কাউবয়দের দিকে তাকাল সিড। ওদের চেহারা দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ওর কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছে লোকগুলো, বিনা দ্বিধায় নির্দেশ পালন করবে। গম্ভীর গলায় লোকগুলোর উদ্দেশে বলল, 'কি হলো, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন! এখানের মজা শেষ, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরোও।'

বাংকহাউস থেকে যার যার নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করে করালের গিয়ে ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল কাউহ্যান্ডরা, পেছন থেকে সন্তুষ্টির সাথে দেখল সিড। ঘোড়ার সাথে লোকগুলোর ব্যবহার দেখে বোঝা যাচ্ছে ভুল লোক ভাড়া করেনি সে।

ম্যাকার্থি আর লম্বা কাউহ্যান্ড ঘোড়া জুড়ে দেয়ার পর রাজকীয় ভঙ্গিতে ওয়্যাগনে উঠল বুড়ো কুক, লাগাম হাতে নিয়ে লম্বা কাউহ্যান্ডের দিকে হেসে কৃতার্থ করে দিচ্ছে এমন ভাব করে তাকাল। বুড়ো কুকের কাজ নিয়ে সিড কেইনের সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে তার, মুখে কিছু না বললেও দাঁত খিঁচিয়ে ভেঙচাল কাউহ্যান্ড, বুড়ো নিজের কাজ নিজে করে নিলে সবার সামনে অপমানিত হতে হত না ওকে।

ম্যাকার্থি আর লম্বা কউহ্যান্ড করালে গিয়ে স্যাডল চাপানোর পর সবাই একসাথে বেরিয়ে এল। হোল্ডিং করালের তারের গেট খুলে বাড়তি ঘোড়াগুলোকে বের করল তারা, কিছুদূর ছুটিয়ে আনল যাতে ওগুলোর জড়তা কাটে।

সবকিছু একবার দেখে নিয়ে বেড ওয়্যাগনে ঘোড়া জুতে বারডককে ওটা চালানোর দায়িত্ব দিল কেইন। নিজে করালে গিয়ে তারটার সঙ্গে বারডকের ঘোড়াটাও নিয়ে এল সে। প্যাক হর্স হিসেবে রাখল জানোয়ারটাকে, চাইছে না ঘোড়ায় চেপে শত্রু পক্ষের কাছে খবর পৌঁছাক বারডক।

হাত উঠিয়ে রাউন্ডআপের জন্য সবাইকে রওয়ানা হতে নির্দেশ দিল কেইন।

বেড ওয়্যাগনে বসে লাগামে ঝাঁকি দিয়ে ঘোড়াটাকে সামনে বাড়ার ইঙ্গিত দিল বারডক। মনে মনে পরিকল্পনা এঁটে চলেছে সে। প্রথম বা দ্বিতীয় রাতেই সরে পড়তে হবে। হড টার্নারকে জানানো দরকার যে এখানে থাকার ব্যাপারে মত পাল্টেছে সে। আগে গরুগুলো রাউন্ডআপ করা হোক, তারপর টার্নারের সাহায্য নিয়ে খুন করাতে হবে সিড কেইনকে। ডীয়ারলিকে নিয়ে গিয়ে ক্যাটলগুলো বেচলে কত টাকা পাওয়া যাবে ভেবে মেজাজ ভাল হয়ে গেল বারডকের। সিড কেইন মরার পর বোঝা যাবে সে এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে কিনা। লাভজনক দেখলে থেকেও যেতে পারে!

'চলে যাই বা থাকি, ঠকছি না আমি,' লাগামে ঝাঁকি দিয়ে মনে মনে বলল বাক বারডক।

নয়

সিডার, পাইন আর ব্রাশে ছাওয়া জমি, মাঝে মাঝেই বয়ে গেছে রুগ্ন ঝর্নাধারা। উপত্যকাটা বিশ মাইল লম্বা, জায়গা বিশেষে পাঁচ থেকে দশ মাইল চওড়া। প্রেইরিতেই যথেষ্ট ঘাস আছে, ফলে পেছনের পাহাড়ের দিকে তেমন একটা যায় না গরুগুলো। উপত্যকার শেষ মাথায় পৌঁছে ক্যাটল জড় করতে করতে এগোনো সবচেয়ে সুবিধাজনক।

পুরো দিন লাগিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্যাটল দেখতে দেখতে উপত্যকার শেষ প্রান্তে পৌঁছুল ওরা। সার্কেল কে'র খুব বেশি গরু চোখে পড়ল না ওদের। রাতে ওখানেই ক্যাম্প করা হলো। কুক সাপার সার্ভ করার পর ক্যাম্প ফায়ারের চারধারে বসল ওরা সবাই। খাওয়ার ফাঁকে ম্যাকার্থিকে জিজ্ঞেস করল সিড, 'কি মনে হয়?'

'আমাদের স্টক বেশি নেই,' জবাব দিল ম্যাকার্থি, 'বেশির ভাগই গাই গরু, সাথে বাচ্চা আছে। যে পরিমাণ বলদ দেখতে পাব ভেবেছিলাম পেলাম না, বোধহয় আমার চোখ এড়িয়ে গেছে।'

'টার্নার আর বারডক মিলে এতদিনে তাহলে বেশির ভাগ স্টীয়ারই ডীয়ারলিকে নিয়ে বেচেছে,' ভাবল সিড।

'ক্যাটলগুলো বুনো হয়ে গেছে,' গম্ভীর চেহারায় বলল ম্যাকার্থি সিডকে চুপ করে থাকতে দেখে। 'প্রচুর ঘোড়া দাবড়াতে হবে ওগুলোকে ঝোপের আড়াল থেকে বের করতে।'

খাওয়া সেরে রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল সবাই। কালকে লম্বা একটা দিন পড়ে আছে, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল বারডক, রোপ করালে গিয়ে নিজের ঘোড়া হাঁটিয়ে বের করে আনল স্যাডল চাপিয়ে। অনেকখানি হেঁটে ক্যাম্প থেকে ঘোড়ার খুরধ্বনি শোনা যাবে না তেমন দূরত্বে এসে স্যাডলে উঠল, ঘোড়া ছোটাল টার্নারের র‍্যাঞ্চ লক্ষ্য করে।

টার্নারের র‍্যাঞ্চহাউসের একশো গজের মধ্যে পৌঁছে একটা শব্দ শুনে ঘোড়া থামাল সে। সামনে এক জায়গায় কয়েকটা লোকাস্ট গাছ, ওখানে ডেকে উঠেছে কয়েকটা ঘোড়া। একমুহূর্ত দ্বিধা করে সেদিকে এগুলো সে সতর্কতার সঙ্গে, হাতে সিক্সগান বেরিয়ে এসেছে।

গাছের ছায়ায় ঘোড়া সহ একটা খালি ওয়্যাগন দেখে বিস্মিত হলো সে। গাঢ় সবুজ স্টুডবেকারে ডেভিডসনের ব্র্যান্ড পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

বিস্ময় আর সন্দেহ একসঙ্গে ফুটে উঠল বারডকের চেহারায়। এখানে কি করছে ডেভিডসনের লোকজন? ওয়্যাগন এনেছে কি নিয়ে যাওয়ার জন্য, লাশ? ঘোড়া থেকে নামল বারডক, ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে অন্য কয়েকটা গাছের আড়ালে বাঁধল। তারপর অন্ধকারে র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে চলে এল। বাড়ির সামনে লোকজনের সাড়া পেয়ে ঝোপের মধ্যে দিয়ে আবার ফিরে এল লোকাস্ট গাছগুলোর কাছে।

ভারী কিছু একটা বয়ে চারজন লোক হেঁটে আসছে ওয়্যাগনের দিকে। গাছের পেছনে শরীর লুকাল বারডক। ওয়্যাগন পর্যন্ত পৌঁছতে হলে ওর সামনে দিয়ে যেতে হবে লোকগুলোকে। ক্রাউন কাউহ্যান্ডরা ওকে পার হয়ে যাওয়ার পর আড়াল থেকে নির্দেশ দিল সে।

'খবরদার, আর এক পাও এগোবে না। হোলস্টারের দিকে কেউ হাত বাড়ালে খুন হয়ে যাবে।'

দু'ফুট বাই চারফুট দুটো কাঠের তক্তা সামনে পেছনে ধরে আছে

চারজন, তাদের মাঝখানে তক্তা দুটোর ওপর টার্নারের সিন্দুক। ওটার ওজন সামলানোর জন্য দুটো হাতই ব্যবহার করতে হচ্ছে লোকগুলোকে, তক্তা না ফেলে সিক্সগান বের করা সম্ভব না হোলস্টার থেকে। গাছের পেছনে দাঁড়ানো বারডকের দয়ার উপর নির্ভর করছে লোকগুলোর জীবন।

'তোমাদের মধ্যে যে প্রথম সিন্দুক নামাবার চেষ্টা করবে তাকে খুন করব। আমি এখন বেরিয়ে আসছি তোমাদের অস্ত্র কেড়ে নিতে, কেউ যদি...' কথা শেষ না করে সশব্দে হাসল বাক।

কাউহ্যান্ডদের কিছুই করার নেই, নড়লে চড়লেই খুন হয়ে যাবে অসহায় ভাবে। ভারী সিন্দুক তুলে ধরে শব বাহকের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল তারা। পেছন থেকে এগিয়ে এসে তাদের সিক্সগান চারটে বের করে নিল বারডক। ছুঁড়ে ফেলে দিল ঝোপের মধ্যে। বলল, 'যা করতে এসেছিলে চালিয়ে যাও, ওয়্যাগনে নিয়ে তোলো সিন্দুকটা। সাবধান, তোমাদের পেছনেই আছি আমি।'

'আমি আর পারছি না, অনেক বেশি ভারী,' শ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে বলল একজন।

কোনও কথা বলল না বারডক, সিন্দুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টানল সিক্সগানের। সলিড স্টীলে পিছলে গিয়ে বিঈঈঈঙ শব্দ তুলে অন্ধকারে কোথাও হারিয়ে গেল বুলেট। এটুকুই যথেষ্ট, আর কোনও ইশারার প্রয়োজন পড়ল না, ভারী সিন্দুকটা বয়ে নিয়ে ওয়্যাগনের দিকে এগুলো ডেভিডসনের কাউহ্যান্ডরা। ওয়্যাগন বেডে নামিয়ে রাখল ওটা।

'এখন ক্রাউন র‍্যাঞ্চের দিকে মার্চ করবে তোমরা,' হাসল বারডক, 'একটু পেছনে ঘোড়ার পিঠে বসে নজর রাখব আমি। কৌতূহলের কারণে আবার যাতে ফিরে আসতে ইচ্ছে না হয় সেজন্য মাইল খানেক এগিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। দেখো কত দয়া আমার, তোমাদের পাহারা

দিয়ে নিয়ে যাব অনেকখানি বিপজ্জনক রাস্তা।'

সিক্সগানের মুখে কাউহ্যান্ডদের নিজের ঘোড়ার কাছে নিয়ে এল বারডক। ঘোড়ায় চড়ে লোকগুলোর পেছন পেছন প্রেইরির ভেতর এক মাইল পর্যন্ত এগোল, তারপর বলল, 'এগোতে থাকো। মনে রেখো টার্নারের র‍্যাঞ্চহাউসের ধারে কাছে তোমাদের চেহারা দেখতে পেলেই গুলি করব আমি।'

কাউহ্যান্ডরা পিছু নেবে না নিশ্চিত বুঝে ঘোড়ার মুখ ফেরাল বারডক। মনে মনে কৌতূহলে ফেটে পড়ছে সেফের ভেতরে কি আছে ভেবে। যতবার টার্নারের অফিস রুমে ঢোকার সুযোগ পেয়েছে ততবারই সিন্দুকটা দেখে হাতড়াবার ইচ্ছা হয়েছে ওর। ধারণা করছে গরু চুরির সমস্ত টাকা টার্নার সেফের ভেতরেই রেখেছে। তাই যদি হয়, তাহলে এখানে থেকে ঝুঁকি নেয়ার দরকারই পড়বে না কোনও, সব হাতড়ে নিয়ে কেটে পড়বে।

কেন ডেভিডসনের লোকরা সিন্দুক চুরি করতে এসেছিল সে প্রশ্নটা মাথায় এলেও চিন্তা করে সময় নষ্ট করার ধৈর্য নেই বারডকের। ওসব নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে। আগে সিন্দুকটা...

দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে লোকাস্ট গাছগুলোর কাছে এসে উপস্থিত হলো বারডক। নিচের চোয়ালের মাংসপেশী ঢিল হয়ে যাওয়ায় হাঁ হয়ে গেল তার মুখ।

ওয়্যাগনটা গায়েব!

বারডকের সমস্ত স্বপ্ন সৌধ ধুলোয় মিশে গেছে, ওকে ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে ঠকানো হয়েছে এরকম একটা অনুভূতি হলো অন্তরে। রেগে উঠল বারডক। ঘোড়াসহ একটা আস্ত ওয়্যাগন বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না! যে-ই ওয়্যাগন নিয়ে সরে পড়ুক, খুব বেশি সময় পায়নি সে যে অনেক দূর চলে যাবে। বড়জোর চল্লিশ মিনিট লেগেছে ওর

লোকগুলোকে এগিয়ে দিয়ে এখানে ফিরে আসতে।

সতর্কতার সাথে কান পাতল বারডক, যা শুনতে চেয়েছিল শুনতে পেল না। নিস্তব্ধ রাত, ঝিঁঝিও ডাকছে না আজকে। ওয়্যাগনের হুইলের ক্যাঁচকোঁচ আর হার্নেস বাকলের টুংটাং এমন নিঃশব্দ প্রকৃতিতে অনেক দূর থেকে শোনা যাওয়ার কথা, অথচ কোনও শব্দ নেই। অধৈর্য হয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল সে, ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ওয়্যাগন হুইলের ট্র্যাক পরীক্ষা করল। ক্রীকের উজানে যাচ্ছে ওয়্যাগন ডাকাত!

তাড়াহুড়ো করে ঘোড়ায় উঠতে গিয়ে মাটিতে আছাড় খেল বারডক, উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে পেছন দিক মালিশ করতে করতে সশব্দে গাল দিল নিজেকে। তারপর সাবধানে স্টিরাপে পা গলিয়ে স্যাডলে চড়ল সে, বারবার লাগামে ঝাঁকি পড়ায় দ্রুত গতিতে ক্রীকের উজানে ছুটল ঘোড়াটা।

সিকি মাইল এগোনোর পর ঘোড়া থামাল বারডক, আবার কান পাতল। চলন্ত ওয়্যাগনের পরিচিত শব্দ শুনতে পেল সে এবার। আর বড় জোর সিকি মাইল দূরে আছে ওয়্যাগনটা, এগিয়ে চলেছে ক্রীক পেরিয়ে পশ্চিমের পর্বতমালা সংলগ্ন জঙ্গলের দিকে।

স্পার দাবিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটতে বাধ্য করল বারডক পরিশ্রান্ত ঘোড়াটাকে। অল্পক্ষণেই প্রবেশ করল ক্রীকের তীরবর্তী বনে। নিজের ঘোড়ার খুরের জোরাল শব্দে ওয়্যাগনের আওয়াজ আর শুনতে পাচ্ছে না সে। তাতে কিছু যায় আসে না। সে নিশ্চিত ঠিক পথই অনুসরণ করছে, কারণ একমাত্র এই ট্রেইল ধরে গেলেই কোনও ওয়্যাগনের পক্ষে ক্রীক পার হওয়া সম্ভব।

ক্রীক পেরিয়ে জঙ্গলের প্রথম সারির গাছগুলোর কাছে দু'মিনিটে পৌঁছে গেল বারডক, আর একশো গজ গেলেই জঙ্গলে প্রবেশ করবে, গায়ের জোরে লাগামে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ফেলল

লোকটা।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে সাদা পোশাকে মোড়া ভূতুড়ে একটা মূর্তি, ধবধবে সাদা একটা ঘোড়ায় চেপে ছুটে আসছে তার দিকে।

ভয়ে শিউরে উঠল বারডক, মনে পড়ল টার্নারের র‍্যাঞ্চে তাকে আহত করে সিডকে খুন করার চুক্তি পত্র কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল ভূতুড়ে আগন্তুক। সাদা পোশাকধারীর রাইফেলের গুলি তার মাথার পাশ দিয়ে গুঞ্জন তুলে বেরিয়ে যাওয়ার পর সংবিত ফিরে পেল বারডক। একমুহূর্তও দেরি করল না সিদ্ধান্ত নিতে, ঘোড়া ঘুরিয়েই ফেলে আসা পথ ধরে ছুটল সে পিঠ কুঁজো করে। দ্বিতীয় গুলিতে তার মাথা থেকে হ্যাট উড়ে গেল। ঘোড়াটাও বোধহয় সওয়ারীর বিপদ অনুভব করতে পেরেছে, যথাসাধ্য জোরে দৌড়াল। পেছন থেকে আরও দুটো বুলেট খরচ করল রহস্যময় সাদা পোশাকধারী, কিন্তু তাড়া করা ছেড়ে দিল।

ক্রীক পেরনোর পরও অনেকক্ষণ পেছন ফিরে তাকানোর সাহস পেল না বারডক। একটানা ছুটল ওর ঘোড়াটা রাউন্ডআপ ক্যাম্প লক্ষ্য করে।

শহর থেকে চার কাউহ্যান্ড সহ মাঝরাতে র‍্যাঞ্চে ফিরে এল হড টার্নার। বুঝতে তার সময় বেশি লাগল না যে সেফটা চুরি হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে ঘোলাটে হয়ে উঠছে পরিস্থিতি, এটুকু না বোঝার মত বোকা নয় সে। শহরে গেলা মদের নেশা কেটে গেছে, মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাভাবনা পরিষ্কার করার চেষ্টা করল টার্নার।

তিন জন শত্রু আছে তার—ডোনাল্ডসন, বারডক আর ওই নতুন আসা কেইন। বাকিদের সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকলেও সময়ের অভাবে সিড কেইনকে এখনও চিনতে পারেনি সে, তবে টার্নারের মনের গভীর থেকে কে যেন বলল সবার মধ্যে সিড কেইনই সবচেয়ে বিপজ্জনক।

সিন্দুকটা যেখানে ছিল সেখানের খালি জায়গাটার দিকে একদৃষ্টিতে

তাকিয়ে থাকল সে। কাল রাতে ভেবেছিল ডোনাল্ডসনকে মিথ্যে বলে বোকা বানানো গেছে। এখন মনে হচ্ছে লইয়ারের ব্যাপারে বানানো গল্প বিশ্বাস করেনি লোকটা, বুঝে নিয়েছে কোথায় থাকতে পারে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। ও দাওয়াত পেয়ে সবাইকে নিয়ে শহরে গেছে দেখে আর দেরি করেনি, সিন্দুক সহ কাগজপত্র উঠিয়ে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছে।

কিন্তু ডোনাল্ডসনের ছবিসহ খবরের কাগজের টুকরোটা আগেই গায়েব হয়ে গিয়েছিল! তার মানে প্রথমবার সেফ হাতড়েছে অন্য কেউ, ডোনাল্ডসন নয়। কারণ প্রথমবার ডোনাল্ডসন সেফ ডাকাতি করলে ওর হুমকি শুনে দ্বিতীয়বার সিন্দুকসুদ্ধ গায়েব করে দিত না।

সিন্দুকে ডোনাল্ডসনের ছবি সহ কাগজটা নেই, তবে অন্যান্য অনেক বিপজ্জনক, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র রয়ে গেছে। ওগুলো ডোনাল্ডসনের হাতে পড়লে ওর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে লোকটা। নিয়ম মেনে চলে টার্নার, সিন্দুকের ভেতর বিভিন্ন অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের রসিদ আছে। কোনও শত্রুর হাতে কাগজগুলো পড়লে পরবর্তীতে বিচারে ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে তার।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল টার্নার। আঘাত শীঘ্রি হানতে হবে—দু'একদিনের মধ্যে। রাউন্ডআপ পুরোপুরি শেষ হয়ে গেলে সতর্ক হয়ে উঠবে সিড কেইন। সেই সুযোগ দেয়া যাবে না। সবকিছু ওর বিপক্ষে চলে যাচ্ছে, মনে মনে বলল সে। এখনই সময় বুদ্ধি খাটিয়ে সবার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার।

আর দু'একদিনের মধ্যে বেশ কিছু গরু রাউন্ডআপ করতে পারবে সিড কেইন। ডোনাল্ডসন সিন্দুক চুরি করিয়েও ওর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করবে না। আপন মনে হাসল টার্নার। সিন্দুক খুলে লোকটা মনে করবে নির্দিষ্ট কাগজটা সত্যি সত্যি সে লইয়ারের কাছে রেখেছে।

নির্দেশ মানতে ডোনাল্ডসন বাধ্য, কাজেই চিন্তার কিছু নেই। দু'জনের দলবলের মিলিত শক্তির সামনে দাঁড়াতেই পারবে না কেইন।

টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে বসে গুনগুন করে সুর ভাঁজল টার্নার, ফুর্তি লাগছে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলে। পরিকল্পনার খুঁটিনাটি দিকগুলো ভেবে দেখতে শুরু করল চোখ বন্ধ করে। এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরও চেহারা নিরুদ্বিগ্ন।

ভোরে উঠে ব্রেকফাস্ট সারল সার্কেল কে'র কাউহ্যান্ডরা। স্যাডল চাপাল সবাই নিজেদের ঘোড়ায়। বারডকও রয়েছে ওদের মধ্যে। লোকটার চেহারায় অনিদ্রার ছাপ, মেজাজ করছে সবার সঙ্গে, দেখেও না দেখার ভঙ্গিতে চুপ করে রইল সিড। সামনে লম্বা কয়েকটা দিন, কাজের প্রচণ্ড চাপ পড়বে প্রত্যেকের ওপর, এসব ছোটখাট ব্যাপারে নষ্ট করার মত সময় নেই।

সবাই ঘোড়ায় চড়ার পর নিশ্চিত হবার জন্য গুনল সিড। সে, বারডক, ম্যাকার্থি আর নতুন আটজনকে সহ ওরা এগারো জন। উপত্যকার শেষ সীমানা দশমাইল চওড়া, পুরো এলাকা বেড় দিয়ে ফিরতে হবে ওদেরকে। 'ম্যাকার্থি,' বলল সে, 'চারজনকে নিয়ে উত্তর-পুব কোনায় চলে যাও তুমি। ওখান থেকে ক্যাটল তাড়িয়ে আনতে শুরু করবে। পারলে গাভী, ষাঁড় আর বাছুর বাদ দিয়ে শুধু স্টীয়ার জড় করবে। যদি মনে করো শুধু স্টীয়ার সংগ্রহ করা অসম্ভব, তাহলে সবকিছুই তাড়িয়ে এনো। আসল কথা হলো তাড়াতাড়ি রাউন্ডআপ শেষ করা, স্টীয়ার ছাড়া অন্যগুলোকে পরে বেছে বের করা যাবে।'

বারডক সহ বাকি চারজনকে নিয়ে উত্তর-পশ্চিমে রওয়ানা হলো সিড, ওদের পেছন পেছন ওয়্যাগন নিয়ে এগুলো বুড়ো কুক। ওই এলাকাতে রাউন্ডআপ করাই সবচেয়ে কঠিন, পাইন, ওক আর বাকব্রাশ

জন্মে ক্যাটলগুলোকে লুকানোর জায়গা করে দিয়েছে। ড্রগুলোর কারণে সমতল ভূমিতে রাউন্ডআপের সুবিধা পাবে না ওরা।

উপত্যকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে রাউন্ডআপ শুরু করল সিড এবং তার ক্রুরা। বুনো হয়ে গেছে ক্যাটলগুলো, সন্দেহ আর রাগ ভরা চোখে দেখছে বিরক্তিকর জীবগুলোকে। তাড়া করলে দ্বিগুণ গতিতে ঢুকে যাচ্ছে ঝোপের মধ্যে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে খুর দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে—নিজেদের জায়গা ছেড়ে নড়তে রাজি নয়।

দুপুর পর্যন্ত ঝোপঝাড় থেকে বেছে শুধু বলদ বের করার চেষ্টা করল ওরা, লাভ হলো না কোনও। অবশেষে স্কিপিও থেকে আসা জন নামের এক কাউহ্যান্ড ঘর্মাক্ত চেহারায় সিডের কাছাকাছি ঘোড়া থামাল। দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে বলল, 'কমপক্ষে মাসখানেক লাগবে ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে শুধু স্টীয়ার বাছতে। এরকম ড্রাইভ আগেও করেছি আমি, শেষ পর্যন্ত যে ক'টা ক্যাটল জড় করতে পারবে সেগুলোও ফিরে যাবে পেছনে রয়ে যাওয়া বাকিগুলোর কাছে। অবশ্য তুমি বললে চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি আমরা।'

'ঠিক বলেছ তুমি। আমিও তাই ভাবছি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কেইন, 'সব গরু তাড়িয়ে নিয়ে গেলে পাল বড় হবে, কিন্তু তারপরও ওগুলোকে সহজে সামলানো যাবে। তাই করব আমরা, বাছাবাছি পরে।'

কাজ হলো এই পদ্ধতিতে। ব্রাশ থেকে তাড়িয়ে সব ক্যাটল খোলা প্রেইরিতে নিয়ে এল ওরা। দলবদ্ধ থাকায় তেমন ভয় পেল না গরুগুলো।

সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হলো সবাইকে। ভীষণ গরমের মধ্যেও ঝোপঝাড়ের কাঁটার খোঁচা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চামড়ার চ্যাপস পরেছে সবাই। ঘর্মাক্ত শরীরে ধুলো মেখে অবস্থা এমন হয়েছে যে একজনের চেহারা অন্যজন চিনতে পারছে না।

বিকেলের দিকে টিলা আর ঝর্নাগুলোর আশেপাশে ক্যাটল

রাউন্ডআপ করল ওরা। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে ওদের জড় করা গরুর পাল। ডিনার তৈরি করে কুক চাক ওয়্যাগন থামানোর আগ পর্যন্ত একটানা খাটল সবাই। ওদের মত একই রকম ধূলিমলিন ক্লান্ত চেহারায় ফিরে এল ম্যাকার্থি তার কাউহ্যান্ডদের নিয়ে। ম্যাকার্থি জানাল সে-ও সব ক্যাটল তাড়িয়ে জড় করতে বাধ্য হয়েছে, আগে বাছাই করতে গেলেই ফিরে যাচ্ছিল বেশির ভাগ গরু।

ডিনার শেষে গরুর পাল দুটোকে এক করল সবাই মিলে, খুঁটি পুঁতে দড়ির করাল তৈরি করে তার ভেতরে ঢোকাল ঘোড়াগুলোকে। কাজ শেষে সিডের পাশে বসল ম্যাকার্থি, বলল, 'দুইশোটার মধ্যে অন্তত বিশটা ক্যাটল ডোনাল্ডসনের, তোমারগুলোর মধ্যেও নিশ্চয়ই একই পরিমাণ আছে ওর গরু। এখনও পর্যন্ত বেশি গরু জোগাড় করতে পারিনি আমরা যে অন্যদেরগুলো ছেড়ে দেব। আমি বুঝতে পারছি না ডোনাল্ডসন অপেক্ষা করছে কেন! মার্শালকে নিয়ে এসে রাসলিঙের বানানো গল্প সত্যি বলে প্রমাণ করতে পারবে সে।'

'সবাই জানে আমরা রাসলিঙ করছি না, রাউন্ডআপ শেষ হলেই ওদের গরুগুলো বেছে আলাদা করে ছেড়ে দেয়া হবে।'

'ডোনাল্ডসনকে এই কথা বোঝাতে পারবে না তুমি। আমার মনে হয় পর্যাপ্ত লোকবল থাকলে এখনই এসে আমাদের সবাইকে ফাঁসিতে চড়াত সে। কারও কিছু বলারও নেই, রাসলিঙের সাথে জড়িত বলে সার্কেল কে'র দুর্নাম আছে। রাউন্ডআপের সময় ওর গরুও আমরা সাথে নিয়ে এসেছি, প্রমাণ করতে পারবে লোকটা। না, সিড, এরকম সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারানোর লোক না ডোনাল্ডসন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কখন হামলা চালাবে সে!'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল কেইন। 'কিন্তু আগামী দু'একদিন আমাদের কিছু করার নেই, রাউন্ডআপ সফল করতে হলে ওর

গরুগুলোকে এখনই ছেড়ে দিতে পারি না আমরা।'

'এই কয়রাত নিশ্চিন্তে ঘুমাব না আমি,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল ম্যাকার্থি।

দু'জনকে সর্বক্ষণ নজর রাখতে হচ্ছে গরুর পালের ওপর, দলছুট হতে চাওয়া গরুগুলোকে ফিরিয়ে আনছে তারা। বুড়ো কুককে ঘোড়ায় চড়ে হাত লাগাতে বলল সিড ওর সাথে। বাকিরা ততক্ষণে নতুন ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল।

পুরো বিকেল ঘোড়া দাবড়ে মাত্র একশো গরু জড় করতে পারল ওরা, নিয়ে এল বড় পালটার কাছে। সব মিলিয়ে পাঁচশো গরু। তারমধ্যে সিডের বেচার যোগ্য বলদ আছে বড় জোর একশো। বেশিরভাগই ষাঁড়, বাছুর আর গাই গরু, বাকিগুলো অন্যান্য র‍্যাঞ্চের।

সন্ধেয় সবাই ক্যাম্পে এসে পৌঁছার পর সিড বলল, 'বিপদের আশংকা না থাকলেও ক্যাম্পে পালা করে জেগে থাকবে একজন। কাল সকালে ক্যাটল বাছাই শুরু করব আমরা।' রাতে সাপার খাওয়ার পর দু'জনকে ক্যাটলের পাহারায় রেখে শুয়ে পড়ল সবাই পাহারাদার ছাড়া। তিনঘণ্টা পর পর পালা বদল করে পাহারা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে সিড। ওকে ডেকে দেয়া হবে মাঝরাতে।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে সবাই ঘুমিয়েছে নিশ্চিত হয়ে উঠে দাঁড়াল বারডক, পাহারাদারের নজর এড়িয়ে রোপ করাল থেকে সন্তর্পণে বের করে আনল নিজের ঘোড়াটা। কাল রাতের কায়দায় কিছুদূর গিয়ে ঘোড়ায় চাপল, রওয়ানা হয়ে গেল হড টার্নারের র‍্যাঞ্চ লক্ষ্য করে।

আজ তাকে র‍্যাঞ্চহাউসেই পেল বারডক। কোথায় যাওয়ার জন্য যেন উঠানে দাঁড়িয়ে ঘোড়ায় স্যাডল ওঠাচ্ছে লোকটা। হিচর‍্যাকের সামনে ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বারডক ভাবল সিন্দুক চুরির সাথে তাকে জড়িত ভাবছে না তো টার্নার! এই ব্যাপারে লোকটা কোনও কথা

বলল না দেখে স্বস্তি অনুভব করল সে।

'এই ক'দিন কোথায় ছিলে?' অলস ভঙ্গিতে স্যাডল বেঁধে জিজ্ঞেস করল টার্নার।

'সিড কেইনের সাথে রাউন্ডআপ করছি।'

'কি অবস্থা?'

'সেই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি,' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বারডকের। 'পাঁচশো গরু জড় করা হয়েছে সব মিলিয়ে।'

'আমার আর উইলি ডেভিডসনের গরু সহ?' চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল টার্নারের চোখে মুখে।

'হ্যাঁ। তবে কালকে সকালেই অন্যদের ক্যাটল বেছে বের করে ছেড়ে দেবে সে।'

'কি করতে চাইছ তুমি?' কণ্ঠে ব্যঙ্গ মিশিয়ে জানতে চাইল টার্নার।

'ডেভিডসন টের পেলেই কেইনের ওপর হামলা চালিয়ে গরুগুলো ছত্রভঙ্গ করে দেবে। তার আগেই মাঠে নামা উচিত আমাদের। রাউন্ডআপ করা পাঁচশো গরু আছে এখন সিড কেইনের ক্যাম্পে। ডীয়ারলিকে গরুর দামও চড়া। দেরি করছি কেন আমরা, অন্যরা কেউ কিছু করে বসার আগেই কাজ সেরে ফেলা উচিত।'

'ঠিক,' হাসল টার্নার, 'শহরে গিয়ে শুনলাম লোক ভাড়া করেছে সিড। তাদেরকে তুমি কি একাই সামলাবে ভেবেছ?'

টার্নারের কণ্ঠে টিটকারীর সুর ধরতে পেরে রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল বারডকের, তবু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'যতখানি ভাবছ অবস্থা তত খারাপ না। নতুন আটজনের মধ্যে একজন হচ্ছে বুড়ো কুক, কোনও বাধাই না সে। বাকিরাও গাধার খাটনি খেটেছে। তাছাড়া বুলেটের সামনে কতক্ষণ দাঁড়াবে নতুন কোনও কাউহ্যান্ড, ওদের কোনও স্বার্থ জড়িয়ে নেই এখানে যে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে লড়বে।' নিজের

কথায় নিজেই চমৎকৃত হয়ে গেল বারডক, কে বলে ওর মাথায় মগজ নেই। দম নিয়ে নতুন উৎসাহে বলল, 'তাহলে বাকি থাকল শুধু সিড কেইন আর ম্যাকার্থি। নিজের গরু বলে লড়বে কেইন, আর ম্যাকার্থি লড়বে জড়িয়ে পড়লে পিছিয়ে আসতে জানে না বলে। এই দু'জনকে খতম করে দেয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না।'

'ভেবে দেখব,' গম্ভীর দেখাচ্ছে টার্নারকে, যতখানি ভেবেছিল ততখানি বোকা না তাহলে বারডক!

'যা ভাবার এখনই ভাবা দরকার,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল বারডক। 'পালে তোমার ক্যাটল এখনও আছে। গোটা ব্যাপারটা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে মার্শালকে বোঝাতে পারবে নিজের গরু চুরির হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিলে। সিড কেইন যদি বেঁচেও থাকে মার্শালের কাছে তোমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দাঁড় করাতে পারবে না।'

'এত তাড়া কিসের?' ডোনাল্ডসনের কথা ভাবল টার্নার। লোকটা ফাঁদে আটকে দিশেহারা হয়ে পড়েছে, সিন্দুক চুরি থেকে বোঝা যাচ্ছে। যে-কোনও কাজ করিয়ে নেয়া যাবে তাকে দিয়ে।

'দেরি করলে ডেভিডসন যদি হামলা করে বসে তাহলে পাঁচশো গরু হাতছাড়া হয়ে যাবে, উীয়ারলিকে নিয়ে বেচা যাবে না।'

সিন্দুক চুরি হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা মনে মনে পর্যালোচনা করল টার্নার। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, যে আগে আঘাত করবে তার অবস্থানই অপেক্ষাকৃত ভাল থাকবে। চুপচাপ কিছু না করে বসে থাকার চেয়ে কাজে নেমে পড়া ভাল, ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করল টার্নার। শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল বেড়ে গেল তার, লড়াইয়ের কথা ভেবে অনুভব করল রোমাঞ্চ।

'বারডক,' বলল সে উত্তেজিত স্বরে, 'ঠিকই বলেছ তুমি!

কাউহ্যান্ডদের তৈরি হতে বলছি আমি, অপেক্ষা করো। আজকেই সিড কেইনের শেষ রাত পৃথিবীতে। আগে ক্যাটল বেচে আসি, তারপর ডেভিডসনের সাথে বোঝাপড়া করা যাবে।'

'তাড়াতাড়ি করো,' উদ্বিগ্ন দেখাল বারডককে, বলল, 'উত্তর-পশ্চিমে ঘন মেঘ দেখলাম, তুমুল ঝড়বৃষ্টি আসছে।'

'আরও ভাল হলো আমাদের জন্য,' বাংক হাউসের দিকে পা বাড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে বলল টার্নার, 'অন্ধকারের সুবিধা পাব। তাছাড়া বৃষ্টিতে আমাদের ট্র্যাকও মুছে যাবে।'

ক্রাউন র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে নেমে করালে নিয়ে ঘোড়া ঢোকাল ফ্ল্যানারি। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে মেজাজ খিঁচড়ে আছে তার। সিন্দুক চুরি করতে ওকে পাঠিয়ে টার্নার আর তার চার কাউহ্যান্ডকে শহরে ডিনারের দাওয়াত করেছিল ডেভিডসন। র‍্যাঞ্চার জানত তার মত লোকের দাওয়াতে ডিনার খেয়ে সমাজে নিজের অবস্থান উঁচু করার সুযোগ ছাড়বে না টার্নার, তার ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

খালি হাতে ফিরে আসায় আচ্ছামত ঝেড়েছে র‍্যাঞ্চার ফ্ল্যানারিকে, তার কথা বিশ্বাসই করেনি আসলে। ডেভিডসনের ধারণা টার্নারের র‍্যাঞ্চ হাউসে কেউ ছিলই না ওদের কাছ থেকে সেফ কেড়ে নেবার জন্য।

আরেকটা কারণে মেজাজ খিঁচড়ে আছে ফ্ল্যানারির। সে ভেবেছিল সিন্দুকটা সরিয়ে রেখে ঠিক এই গল্পই এসে বলবে ডেভিডসনকে, দেখবে কোন্ গোপন তথ্যের জোরে টার্নারের হাতের মুঠোয় চলে গেছে র‍্যাঞ্চার। কিন্তু ওর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে, সত্যি সত্যিই সিন্দুক কেড়ে নিয়ে গেছে কেউ একজন। ভাগ্যচক্রে এখন সত্যি কথা বলেও ডেভিডসনকে বিশ্বাস করাতে পারছে না সে।

ঘোড়া রেখে ফিরে এসে কিচেনের দরজায় টোকা দিল ফ্ল্যানারি,

সুইডিশ কুক দরজা খুলে ওকে ডেভিডসনের অফিসরুম পর্যন্ত এগিয়ে দিল। শীতল দৃষ্টিতে টেবিলের ওপার থেকে ফোরম্যানের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার, তাকানোর ভঙ্গি দেখেই ফ্ল্যানারি বুঝল ওর ওপর আস্থা হারিয়েছে ডেভিডসন।

'আশেপাশে টার্নার বা তার কাউহ্যান্ডদের দেখেছ?'

'না।'

'কোথায় ক্যাটল জড় করেছে সিড কেইন?'

'থ্রী ওক স্প্রিংসে।'

টেবিলে পড়ে থাকা সাদা কাগজের উপর পেন্সিলের আঁচড় কেটে উপত্যকার একটা স্কেচ আঁকল ডেভিডসন, গরুগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করল। 'কি দেখলে,' প্রশ্ন করল সে, 'আমাদের গরু আছে ওই পালের ভেতর?'

'টার্নার, অন্যান্য র‍্যাঞ্চ আর আমাদের, কমবেশি সবার ক্যাটলই আছে পালে।'

চেয়ারে আয়েস করে হেলান দিয়ে বসে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে ফ্ল্যানারির দিকে তাকিয়ে থাকল কিং ডোনাল্ডসন, তারপর বলল, 'ইদানীং তুমি দায়িত্ব পালনে বারবার ব্যর্থ হচ্ছ, অ্যাবেল। ঘাড়ে চড়ে বসছে হড টার্নার। সিড কেইন নিশ্চিন্তে রাউন্ডআপ করছে। সব ক'টাকে এখনই থামানো না গেলে বড় ধরনের বিপদ ঘনিয়ে আসবে আমাদের মাথার উপর। আজকেও নাইজেল ছোকরার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে মার্শাল, আমার কথা শুনে তাকে সন্তুষ্ট মনে হয়নি। সব কিছু একসাথে জট পাকিয়ে যাচ্ছে, কিছু একটা করা দরকার আমাদের।'

'সিড কেইনের রাউন্ডআপ চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে টার্নারকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে গিয়ে তাকে রাসলিঙের দায়ে অভিযুক্ত করা যায়। ফাঁসিতে

ঝোলাতে কতক্ষণ; আমাদের ক্যাটল তো আছেই ওর পালে।'

'যাক, তোমার মাথায় এতদিনে এইটুকু খেলেছে অন্তত!' বিরক্ত কণ্ঠে বলল ডোনাল্ডসন। 'আমার ধারণা সিড কেইন সহ সবাই একথা চিন্তা করেছে বহু আগেই। টার্নার বোকা না, উঁহুঁ, সিড কেইনের জড় করা গরু ছিনিয়ে নিয়ে বেচে দেয়ার কথা সে ভাববেই। আবার এদিকে সিড কেইন জানে আমরা আক্রমণ করে বসতে পারি রাসলিঙের অভিযোগ তুলে। কাজেই সে-ও সময় বের করতে পারলেই অন্যদের গরু বেছে ছেড়ে দেবে।'

'হয়তো আমাদের ক্যাটল ছাড়বে না সে,' কথাটা বলেই দারুণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে এমন ভঙ্গিতে তাকাল অ্যাবেল ফ্ল্যানারি। র‍্যাঞ্চারের সম্মতি এবং প্রশ্রয়ের হাসি আশা করছে সে।

'আমাদেরগুলোই সবচেয়ে আগে বের করবে!' ধমকে উঠল ডোনাল্ডসন। 'আর যাই হোক সিড কেইন বোকা বা চোর নয়। আমাদের এখন, এই মুহূর্তে আক্রমণ করা উচিত লোকটা চালাই বাছাই শুরু করার আগেই। দেরি করে ক্ষতিই হতে পারে শুধু, লাভ হবে না।'

হাসি ফুটে উঠল ফ্ল্যানারির কুৎসিত চেহারায়, এ ধরনের কথাবার্তাই তার পছন্দ। জিজ্ঞেস করল, 'সিড কেইনকে মারতে কখন রওনা হব আমরা?'

'সিড কেইন?' উত্তেজিত র‍্যাঞ্চার দেহ সিধে করে বসল চেয়ারে। 'আমরা শুধু সিড কেইনকে খুন করতে যাচ্ছি না, রেঞ্জে একবার বেরলে সব জঞ্জাল সাফ করে ফেলতে হবে। রাসলারদের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে গেছি আমি। কেইনের চেয়ে টার্নার বেশি বিপজ্জনক, চিরতরে রাসলিঙ বন্ধ করতে হলে তাকে আগে শেষ করা দরকার। দলবল সুদ্ধ টার্নারকে ফাঁসি দিয়ে ওর র‍্যাঞ্চহাউসে আগুন দেব আমরা, তারপর যাব সিড কেইনের ক্যাম্পে। সেখানেও একই ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

আমরা...'

স্টেলাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মুহূর্তের জন্য থমকে গেল ডোনাল্ডসন, তারপর তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কি করছ, স্টেলা?'

'আমার ঘরে ফিরে যাচ্ছিলাম, করিডর দিয়ে যাওয়ার সময় এ-ঘরে তর্কাতর্কি শুনে দেখতে এলাম এত রাতে আবার কে এল। বোধহয় বিরক্ত করেছি তোমাদের, দুঃখিত।' মৃদু কণ্ঠে বলল স্টেলা।

মেয়েটা দরজা ভিড়িয়ে চলে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ডোনাল্ডসন, কপালের ভাঁজ দেখে বোঝা যাচ্ছে গভীর কোনও চিন্তায় সে মগ্ন। অবশেষে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল ফ্ল্যানারি কৌতূহলী চেহারায় দেখছে তাকে।

আত্মসম্মানে লাগায় মেজাজ হারিয়ে খেঁকিয়ে উঠল ডোনাল্ডসন, 'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। যাও, কাউহ্যান্ডদের বিপদের জন্য তৈরি হতে বলো। আমরা মাঝরাতের পর রওনা হব।'

'আমরা?'

'হ্যাঁ, আমরা,' চোখ গরম করে উত্তর দিল ডোনাল্ডসন, 'তুমি একলা কোনও কাজই ঠিকমত করতে পারছ না আজকাল, এখন থেকে আমাকেই সব তদারকি করতে হবে। গিয়ে সবাইকে বলো যাতে মাঝরাতের আগেই সবাই তৈরি থাকে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডোনাল্ডসন, অফিস রুম থেকে বেরিয়ে স্টেলার ঘর লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করল। র‍্যাঞ্চারের পেছন পেছন বেরিয়ে কিচেনে ঢুকল ফ্ল্যানারি, খাবার দিতে বলল সুইডিশ মহিলাকে, হাসছে আপন মনে।

দশ

মাঝরাতে ওয়াচার এসে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকানোয় চোখ মেলে চাইল সিড কেইন। ওর মনে হলো এক মিনিটও ঘুমাতে দেয়া হয়নি ওকে। সাধারণত র‍্যাঞ্চাররা রাতে বা দিনে কখনোই পাহারায় থাকে না। কিন্তু সবাই যাতে সমান বিশ্রাম পায় সেজন্য যেচে দায়িত্ব নিয়েছে সিড।

উঠে বসে সে দেখল ম্যাকার্থির ঘুম আগেই ভেঙেছে, ক্যাম্প-ফায়ারের পাশে বসে ধূমায়িত কফি গিলছে সে। ম্যাকার্থির কাছে গিয়ে সিড বলল, 'এখনও কোনও গোলমাল হয়নি।'

'রাতও এখনও বেশি হয়নি,' মুখ তুলে তাকিয়ে আকাশের ঘনঘটা দেখে গম্ভীর চেহারায় বলল ম্যাকার্থি, 'ঝড়-বৃষ্টি আসবে।'

সিডও উত্তর-পুব কোণে বিজলির ঝিলিক লক্ষ করেছে। চিন্তিত হয়ে উঠল সে। কাছাকাছি বজ্রপাত হলে পাগল হয়ে উঠবে বুনো গরুগুলো, স্ট্যামপিড ঠেকানো যাবে না।

'তুমুল ঝড় শুরু হলে ঝোপ জঙ্গলে ফিরে যাবে ক্যাটলগুলো,' গম্ভীর স্বরে বলল ম্যাকার্থি।

'চলো স্যাডল চড়িয়ে টহলে বেরই,' শুষ্ক হাসল সিড, 'যা হবার হবেই, আমরা আমাদের সাধ্যমত করলাম কিনা সেটাই আসল কথা।'

ঘোড়ায় স্যাডল বেঁধে গরুর পালের কাছে গেল ওরা, মুক্তি দিল অশান্ত ক্যাটলগুলোকে সামলে রাখতে রাখতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া ওয়াচার

দু'জনকে।

লোকগুলো ঘুমাতে চলে যাওয়ার পর দু'দিক থেকে গরুর পালের চারপাশে ঘোড়াগুলোকে হাঁটাতে শুরু করল ওরা। অনবরত নিচু স্বরে কথা বলছে দু'জনই, যাতে ক্যাটলগুলো বোঝে ওদের উপস্থিতি। গরুগুলোকে চমকে দিতে পারে আচমকা নড়াচড়া বা শব্দ, একবার ভয় পেলে স্ট্যামপিড থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নেই। খুব সাবধানে ঘুরে ঘুরে গরুগুলোকে পাহারা দিচ্ছে ওরা।

উত্তর-পুব থেকে এখন উত্তর-পশ্চিমের আকাশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে কালো মেঘ, চাঁদকে ঢেকে দিয়েছে কালির পোঁচ মেরে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আর আধঘণ্টার মধ্যে চাঁদের ম্লান আভাটুকুও মুছে যাবে, পুরোপুরি আঁধারে তলিয়ে যাবে রাতের পৃথিবী।

দূরে, দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে মাটিতে আছড়ে পড়তে শুরু করেছে বিদ্যুৎ শিখা, চমকে চমকে উঠছে ঘোলাটে সাদা আলো। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে গম্ভীর ভোঁতা গর্জন। উত্তর দিক থেকে দমকা হাওয়া আরম্ভ হলো হঠাৎ। ঝড় ছুটে আসছে বাজের অস্ত্র মাথায় নিয়ে। বাতাসে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গন্ধ পেয়েছে গরুগুলো, বোঝা যাচ্ছে ওগুলোকে ভয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখে।

চিন্তিত হয়ে পড়ল সিড, স্ট্যামপিড শুরু হলে গরুগুলোকে সামলাতে পারবে বলে মনে হয় না ভাড়াটে কাউহ্যান্ডরা। আসলে পারবে না দুনিয়ার কেউ, জানে সিড, উন্মত্ত হয়ে ওঠা শত শত ক্যাটল যে-কোনও বাধা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে যায়। আর কারও কাছে স্বীকার করুক না করুক টার্নার বা ডোনাল্ডসনের দিক থেকে আক্রমণের সম্ভাবনাটাও ওর চিন্তার কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত বাছাই করে অন্য ব্যান্ডের গরু ছেড়ে দেয়া না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপদের মধ্যে থাকছে ওরা। আরেকবার মুখ তুলে আসন্ন ঝড়ের আকাশ দেখল সিড, ওর মনে হলো

এরকম ঝঞ্ঝার রাতে হামলা করবে না কেউ।

ঘোড়া সহ ক্যাটলগুলোর চারপাশে চক্কর দিতে দিতে প্রতিদিন ওকে খোঁচাচ্ছে এমন আরও দু'একটা ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করল সিড।

আঙ্কল সাইমন মারা যায়নি এ-ব্যাপারে নিশ্চিত সে। বিল নেগের কথাবার্তা থেকে মোটামুটি একটা ধারণাও পেয়ে গেছে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে বুড়ো। ইচ্ছে করেই দেখা করেনি সে আঙ্কলের সঙ্গে। নিরাপদ মনে করলে বুড়ো নিজেই দেখা করত। সে চায় না লোক জানাজানির কারণে আবার বিপদে পড়ুক আঙ্কল সাইমন। ভালমতই বুড়োকে চেনে সিড। বুড়ো দেখতে চাইছে ভাতিজা ঝামেলা সামলে উঠতে পারে কিনা।

স্টেলার ব্যাপারে কি করা যায় ভাবল সিড। নিজের কাছে অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই, স্টেলাকে সে ভালবাসে। মেয়েটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে ডোনাল্ডসনের মুখোশ খুলে দিতে হবে। ম্যাকার্থির অনুমতি ছাড়া কাজটা সম্ভব নয়। সিড সিদ্ধান্ত নিল ক্যাম্পে ফিরেই ম্যাকার্থির সাথে এ-ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে।

দমকা হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দে প্রথম গুলির আওয়াজ এত ক্ষীণ হলো যে সিডের সন্দেহ হলো ভুল শুনেছে সে।

দু'এক মুহূর্ত পরই চার-পাঁচটা রাইফেলের একটানা গর্জনে সিড নিশ্চিত হয়ে গেল ক্যাম্পে ঘুমন্ত কাউহ্যান্ডদের ওপর হামলা করেছে টার্নার বা ডোনাল্ডসনের দলবল।

ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে অশান্ত গরুগুলোকে পাশ কাটিয়ে ম্যাকার্থির সামনে রাস টেনে দাঁড়াল সিড, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'ক্যাম্পের দিকে ছোটো!'

'কিন্তু ক্যাটল বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে,' শান্তস্বরে জানাল ম্যাকার্থি।

'গেলে যাক। আগে মানুষ, তারপর ক্যাটল।'

সিকি মাইল দূরে ক্যাম্প, একসাথে ঘোড়া ছোটাল ওরা। কিছুদূর এগোনোর পরই গোলাগুলির শব্দ কমে গেল। ক্যাম্পের কাছে ওরা যখন পৌঁছুল চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। বিদ্যুতের হঠাৎ ঝলকানিতে মানুষ আর ঘোড়ার নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে ওয়্যাগনগুলোর কাছে।

জোরেশোরে বৃষ্টি নামল, দৃষ্টিসীমা কমিয়ে দিল ওদের। বিজলির ক্ষণিক জোরাল আলোয় ওরা দেখতে পেল প্রায় ওদের গায়ের ওপর এসে পড়েছে ছ'জন অশ্বারোহী। সময় পাওয়া গেল না কোনও। রাইফেলের বুলেট বৃষ্টি শুরু হলো ওদের লক্ষ্য করে। একসাথে অন্ধকারে জবাব দিল সিড এবং ম্যাকার্থি। আর্তনাদ করে উঠল কেউ একজন।

ওদের মাজল ফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে নতুন আরেক দফা আক্রমণ চালাল রাইডাররা। সিড অনুভব করল মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে ওর ঘোড়াটা। ওকে নিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল ওটা। ঘোড়াটার পেটের তলায় চাপা পড়েছে ওর ডান পা। বাম কাঁধেও তীব্র ব্যথা। হাত থেকে ছুটে গেল সিক্সগান। ব্যথায় চারদিক অন্ধকার হয়ে এল ওর। প্রাণপণে চেষ্টা করল গায়ের ওপর থেকে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা ঘোড়াটাকে ঠেলে সরাতে। পারল না। অসহ্য যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাল। মাঝে মাঝেই আঘাত হানছে বজ্র, চারদিকে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব।

বিজলির হঠাৎ চমকে সিডকে ঘোড়ার তলায় চাপা পড়ে থাকতে দেখল ম্যাকার্থি। ওর পায়ের চামড়া ছিলে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট, পেছন থেকে তাড়া করছে হামলাকারীরা। রাস টেনে ঘোড়া ফেরাল সে, হাতের সিক্সগান গর্জে উঠল তিনবার। বুঝতে পারছে হেরে যাচ্ছে সে। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে লোকগুলো।

আচমকা বুদ্ধিটা খেলে গেল ওর মাথায়, স্যাডল থেকে মাটিতে খসে

পড়ল সে, আর্তচিৎকার করে উঠল মারাত্মক আহত হয়েছে এমন ভঙ্গিতে। আলোর ঝলকানির মাঝে শত্রুরা দেখল আরোহীহীন একটা ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে প্রেইরির ওপর দিয়ে।

'শেষজনও খতম। ঘোড়া ছোটাও সবাই, স্ট্যামপিড শুরু করার আগেই গরুগুলোকে ঠেকাতে হবে। ডীয়ারলিকে নিয়ে বেচতে আর কোনও বাধা নেই।' ম্যাকার্থি শুনতে পেল চিৎকার করে বাকিদের নির্দেশ দিল তাদের নেতা। জবাবে কি একটা যেন বলল আরেকজন, বারডকের গলা বলে মনে হলো ওর।

চুপ করে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল ম্যাকার্থি। ঘোড়ার খুরধ্বনি শুনে বোঝা যাচ্ছে ক্যাটলগুলোর দিকে ছুটছে পাঁচ-ছয়জন রাইডার। গরুগুলো সামলাতে কষ্ট হবে না ওদের একবার নড়াতে পারলে, ভাবল সে তিক্ত মনে।

খুরের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর উঠে দাঁড়াল ম্যাকার্থি, দৌড়ে সিডের পড়ে থাকা দেহের পাশে পৌঁছুল। একটানা ঝরে চলেছে বৃষ্টি। ঝাপটা মারছে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। তীব্র জ্বলুনী অনুভব করল ম্যাকার্থি ডান পায়ের বুলেটের ক্ষতে। হাঁটু মুড়ে বসে সিডের পালস দেখল।

সিড বেঁচে আছে দেখে হাসি হাসি হয়ে গেল তার চেহারা। লোকটাকে পছন্দ করে ফেলেছে সে, নাহলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে থেকে যেত না। লড়তে জানে এমন একজন মানুষকে অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর মুখে ফেলে যায়নি দেখে মনে মনে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল সে।

সিড কেইনের ঘোড়াটা মারা গেছে। সিডের ওপর থেকে ওটাকে ঠেলে সরাতে দু'হাতের সমস্ত শক্তি ব্যয় করল সে। পনেরো মিনিট একটানা খেটে সিডকে মুক্ত করতে পারল শেষ পর্যন্ত। হাত-পা টিপে দেখল। কোনও হাড় ভাঙেনি। দেহটা চিত করল। আশা করছে বৃষ্টির

শীতল ঝাপটায় জ্ঞান ফিরে পাবে সিড কেইন।

কিছুক্ষণ পর ঠাণ্ডা স্পর্শে গুঙিয়ে উঠে মাথা নাড়ল সিড। চোখ মেলে তাকাল।

'কোথায় লেগেছে?'

'সবখানে, গাধা, সবখানে,' ঘোঁত করে উঠল কেইন, ডান হাত বাড়িয়ে বলল, 'টেনে ওঠাও!'

'ক্যাম্পে বোধহয় একজনও বেঁচে নেই,' সিড দাঁড়ানোর পর চিন্তিত চেহারায় বলল ম্যাকার্থি। সিডের সিক্সগানটা কুড়িয়ে ওর হাতে ধরিয়ে দিল সে।

'এটুকু বলতে পারি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি আমরা,' ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে শুরু করে জবাব দিল সিড।

চারদিকে বিশৃঙ্খলা। ক্যাম্পে এরকম কিছুই দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল ওরা। চারজন কাউহ্যান্ড পড়ে আছে—মৃত। ঘুম ভাঙার পর ব্ল্যাংকেট শরীরের ওপর থেকে সরানোর সময়ও পায়নি লোকগুলো। বুড়ো কুক বোধহয় পালাতে চেয়েছিল, পনেরো বিশ গজ দূরে গোঙাচ্ছে মৃত্যু পথযাত্রী লোকটা। বাকি তিনজন নিখোঁজ।

'তারমানে পাহারাদার ঘুমাচ্ছিল,' গম্ভীর স্বরে বলল কেইন, 'ঘুম ভাঙতেই বাকিদের বিপদের মুখে ফেলে ঝোপঝাড়ে পালিয়েছে সে। আরও দুইজন অনুসরণ করেছে তাকে।'

'এটাই স্বাভাবিক,' মন্তব্য করল ম্যাকার্থি, 'কেউ লড়বে, কেউ পালিয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কি করবে!'

'লড়ব,' এক কথায় জবাব দিল সিড কেইন।

'টার্নার আর বারডক আমাদের ক্যাটল ছিনিয়ে নিয়ে ডীয়ারলিকে যাচ্ছে বেচতে, তুমি যখন ঘোড়ার তলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলে তখন ওদেরকে বলতে শুনেছি।'

'ক্যাটল ড্রাইভটা ওরা শেষ করুক, গরু বেচার টাকা পকেটে পুরব আমি,' গম্ভীর চেহারায় বলল কেইন, 'রোপ করালের ঘোড়াগুলোও ওরা নিয়ে যায়নি মনে হয়! ডীয়ারলিকে ওদের পিছু পিছু যাব। তুমি যাবে আমার সাথে?'

'আমিও ভাবছিলাম এরকম চমৎকার বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে না পড়লে রাতটাই মাটি হবে,' হাত দিয়ে ভেজা মুখ মোছার চেষ্টা করে হাসল ম্যাকার্থি। অস্বাভাবিক শোনাল হাসির শব্দ। বুড়ো কুক আর গোঙাচ্ছে না, পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছে লোকটা।

•

ওরা দু'জন যখন নদী পেরিয়ে ডীয়ারলিকে পৌঁছুল, বৃষ্টি কমে গেছে অনেকখানি। রাতেই স্টক খোঁজার চেষ্টা করবে না সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা, হোটেলের দিকে রওয়ানা হলো।

'টার্নারের দলবল দু'একদিনের মধ্যে ফিরে যাবে না এটুকু নিশ্চিত,' বলল ম্যাকার্থি, 'ম্যাকক্যাবের বারে বসে গলা পর্যন্ত গিলবে নগদ টাকায়।'

তিন চারটা বাড়ি, একটা জেনারেল স্টোর, ব্ল্যাক স্মিথের দোকান আর হোটেল, সেলুন ইত্যাদির জগাখিচুরি ম্যাকক্যাবের দোতলা কাঠের বাড়ি, এসবকে সমন্বিত করে যদি শহর বলা যায় তাহলে খুবই ছোট শহর ডীয়ারলিক। মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া ট্রেইলটাই আসলে বাঁচিয়ে রেখেছে শহরটাকে, উন্মুক্ত ইন্ডিয়ান টেরিটোরির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়েছে।

শহরের একমাত্র দোতলা নতুন রঙ করা বাড়িটার সামনে ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে থামাল ওরা। নিচতলার জানালাগুলো খোলা, চৌকো গহ্বর দিয়ে লণ্ঠনের ম্লান হলুদ আলো বেরিয়ে এসেছে।

'নিচতলায় বার আর ডাইনিঙ রুম, ওপরে হোটেল। যতসব বাজে

লোক এসে আড্ডা গাড়ে,' বলল ম্যাকার্থি। 'ঘোড়াগুলোকে অন্য কোথাও বেঁধে ঢোকা উচিত, নাহলে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে কেউ।'

ট্রেইলের পাশে দশ পনেরোটা উইলো জন্মেছে, ওগুলোর পেছনে নিয়ে ঘোড়া দুটোকে বাঁধল ওরা। চট করে আর চোখে পড়বে না কারও। পিছলে পড়ার ভয়ে কাদা মাড়িয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে হেঁটে ম্যাকক্যাবের হোটেলের সামনে ফিরে এল।

দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ম্যাকার্থি বলল, 'কি বলবে টার্নারকে, এখন তো আর গরুসহ ধরতে পারছ না তাকে।'

'বলাবলির সময় শেষ। ওকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করব। বারডকের কাছ থেকে সার্কেল কে'র গরু কিনে অবৈধ কাজ আগেও করেছে সে, তুমি সাক্ষী আছ।'

পকেট থেকে কয়েকটা কাগজ বের করে সিডের দিকে বাড়িয়ে দিল ম্যাকার্থি, বলল, 'এগুলো সাথে রাখো। বারডকের সই করা গরু বিক্রির রসিদ। প্রমাণ ছাড়া কথা বলছ না ইচ্ছা করলে দেখাতে পারবে।'

'কোথায় পেলে?'

'টার্নারের সেফটা বন্ধ করার সময় কাগজগুলো ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়নি।'

'ইচ্ছে করলে বাইরে অপেক্ষা করতে পারো,' সিক্সগান হাতে ভেড়ানো দরজায় ঠেলা দিয়ে বলল সিড।

'আমি পেছন দরজা দিয়ে ঢুকব,' হাঁটতে শুরু করে নিচু স্বরে জবাব দিল ম্যাকার্থি।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল সিড। বাতাসে সিগারেটের ধোঁয়ার কটুগন্ধ। নোংরা বার কাউন্টার এক কোণে। পেছনের তাকে কয়েকটা আধখালি বোতল। তিনটা চারকোনা পোকার টেবিল ঘরের মাঝখানে, ওগুলোর চারপাশে দশ-বারোটা কাঠের চেয়ার। একটা টেবিলে খেলা চলছে

এখন, বাকি দুটো খালি।

কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে ড্রিংকস সার্ভ করছে ন্যাড়া মাথার মোটা একজন লোক—ম্যাকক্যাবে। তিনজন লোক কাউন্টারে পেট ঠেকিয়ে গল্প করছে মদ গেলার ফাঁকে ফাঁকে। মুহূর্তের মধ্যে এক নজর দেখে নিল সিড সবকিছু, আবার দৃষ্টি ফেরাল পোকার টেবিলে। হড টার্নার পোকার খেলায় ব্যস্ত। বারডককে দেখেছে সে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে মদ গিলতে। নিজের সুবিধা অসুবিধা বুঝে নিতে সময় লাগল না সিডের।

লাথি দিয়ে পেছনে দরজা বন্ধ করল সে, ঘুরে ছিটকিনি বন্ধ করে আবার নজর ফেরাল পোকার টেবিলের দিকে। দরজা বন্ধ হবার শব্দে মুহূর্তে গুঞ্জন থেমে গেল, নীরবতা নামল ঘরে। ঘাড় ফিরিয়ে সবাই তাকাল নতুন প্রবেশ করা আগন্তুকের দিকে।

সিডকে দেখেই চেয়ার ঠেলে পেছনে সরাল টার্নার হাত দুটো মুক্ত রাখার জন্য, আন্দাজ করতে পারছে বিপজ্জনক কেউ হবে এই লোক। টেবিলের অন্যান্য প্লেয়াররা হাতের কার্ড টেবিলে নামিয়ে রাখল। টার্নারের হঠাৎ সতর্ক হয়ে ওঠা দেখে তারা বুঝতে পেরেছে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

বারডক হাত দুটো বার কাউন্টারের ওপর রেখেই শব্দ শুনে ঘুরে তাকিয়েছিল। সিডকে দেখে থমকে গেল সে, ঘাড়ের ওপর দিয়ে চেয়েই থাকল। তিন চার সেকেন্ড পর সংবিৎ ফিরে পেল সে, চেহারার অনিশ্চয়তা কেটে গিয়ে উল্লাস ফুটে উঠল। ওরা এখানে অনেকজন, আর লোকটা একা। আজ সিড কেইনকে বাগে পাওয়া গেছে, এতদিনের শোধ তুলে নেয়া যাবে। ঘুরে বার কাউন্টারে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল সে, নৃশংস হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে খুঁজছ, সিড কেইন?' নাম উচ্চারণ করে টার্নারকে সে জানিয়ে দিল লোকটা কে।

'হ্যাঁ, ছোট্ট একটা পাওনা মিটিয়ে দিতে এসেছি। আমার মনে হলো

পাওনা বুঝে নিতে সার্কেল কে'তে আর যাবে না তুমি।'

'আমি দুনিয়াতে কিছুকেই ভয় পাই না, যা বলতে এসেছ বলে ফেলো,' টার্নারের কাউহ্যান্ডদের জায়গা বদল করে সতর্ক হয়ে ওঠা দেখে সাহস বাড়ল বারডকের।

'সার্কেল কে'র এক হাজার গরু তুমি হড টার্নার নামের এক চোরের কাছে কয়েক দফায় অবৈধ ভাবে বেচেছ, বিক্রির রসিদ আছে আমার কাছে। আজ রাতেও পাঁচশো গরু তোমরা এখানে বেচেছ, আসার পথে পাঁচজন কাউহ্যান্ডকে ঘুমের মধ্যে গুলি করে মেরেছ, প্রমাণ করতে পারব আমি।' সিডের শীতল চোখ জোড়ার নিস্পৃহ দৃষ্টি ভেতর ভেতর কাঁপিয়ে দিল বারডককে। সিড আবার বলল, 'হিসেব চুকিয়ে দিতে এসেছি আমি। তোমার কোনটা পছন্দ, ডুয়েল না ফাঁসি?'

হাসার চেষ্টা করল বারডক, দেখে মনে হলো মুখ ভেঙাচ্ছে। অসহায় দৃষ্টিতে টার্নারের দিকে তাকাল সে, আশা করছে এই বিপদ থেকে লোকটা তাকে উদ্ধার করবে। টার্নারের সেফ থেকেই বিল অভ সেলের কাগজগুলো সিড কেইনের হাতে গেছে, ঝামেলা সামলানোর দায়িত্বও টার্নারের।

চুপ করে বসে আছে টার্নার। বুঝতে পারছে মিথ্যে বলছে না সিড কেইন, আসলেই তার হাতে প্রমাণ আছে। বারডকের মত তারও বিপদ হবে লোকটাকে খতম না করলে। ওর সংগ্রহে রাখা তথ্যই ওর বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে সিড কেইন। তিক্ত স্বরে বলল সে, 'এ-শহরে বোধহয় আগে আসোনি তুমি, কেইন। এখানে হুমকি ধামকিতে কাজ হয় না। বেঁচে ফিরতে চাইলে কাগজগুলো বের করে মেঝেয় রাখো, চলে যেতে দেব আমরা।'

ঘরের ভেতর উত্তেজনা কমে এসেছে। সবাই বুঝতে পারছে একা ছয়জনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারবে না সিড কেইন। কিন্তু মুহূর্তেই

টার্নারের দলবলের মন থেকে শান্তি উধাও হয়ে গেল। বার কাউন্টারের পেছনের দরজায় ঝুলে থাকা নোংরা পর্দাটা দুলে উঠেছে। সিক্সগান হাতে ঘরে ঢুকে ম্যাকক্যাবের পাশে দাঁড়াল ম্যাকার্থি, কাভার করল বারডক আর তার পাশে দাঁড়ানো কাউহ্যান্ড দু'জনকে।

'গুলি করতে দ্বিধা করব না আমি, হাত তুলে দাঁড়াও,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ম্যাকার্থি। বিনা প্রতিবাদে মাথার ওপর হাত ওঠাল কাউবয় দু'জন। কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাদের সিক্সগান দুটো হোলস্টার থেকে তুলে নিল সে। 'তোমার এত দেরি কিসের!' বারডককে হাত তুলতে ইতস্তত করতে দেখে ধমক দিল।

রাগী চেহারায় টেবিল চাপড়াল টার্নার। বোধহয় আগেই নির্দেশ দেয়া ছিল, হাতের ঝাপটায় কাউন্টারের ওপর রাখা লণ্ঠন নিভিয়ে দিল ম্যাকক্যাবে। অন্ধকারে ডুবে গেল পুরো ঘর।

লাফ দিয়ে আগের জায়গা থেকে সরে গেল কেইন। সিক্সগানের মুহুর্মুহু গর্জনে মুহূর্তে দোজখ ভেঙে পড়ল ঘরের ভেতর। কয়েক জায়গা থেকে আগুন ঝরাল দু'তিনটে সিক্সগান, ধোঁয়ায় ভরে উঠল পুরো ঘর। গান স্মোকের কটু গন্ধ ভাসছে বাতাসে। এক ঝটকায় সিক্সগান বের করল কেইন, পোকার টেবিলের কাছে গান ফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে পর পর দু'বার ট্রিগার টানল।

চেঁচিয়ে উঠে মেঝেতে আছড়ে পড়ল কে যেন। বসে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে জায়গা ছাড়ল কেইন। হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে কয়েকজোড়া বুট জুতোর আওয়াজ উঠল। দৌড়ে সামনের দরজার কাছে ছুটে গেল কয়েকজন। দড়াম করে খুলে গেল দরজা, অথবা ভেঙে পড়ল। বাইরের অন্ধকারে পালিয়ে গেল লোকগুলো।

টেবিল উল্টে পড়ায় চেঁচিয়ে উঠল একজন। বার কাউন্টারের পেছন দেয়ালের আয়না ভেঙে পড়ল বুলেটের আঘাতে। কে কাকে লক্ষ্য করে

গুলি ছুঁড়ছে বোঝা যাচ্ছে না অন্ধকারে। মাজল ফ্ল্যাশ দেখে লোকের অবস্থান লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে সবাই।

গোঙাতে গোঙাতে সামনের দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরল একজন। কাউন্টারের পেছনে কোথাও লুকিয়ে বসে আছে ম্যাকক্যাবে, চেঁচাচ্ছে ভাঙা গলায়, 'অনেক হয়েছে, এবার থামো সবাই! থামো!'

দরজার কাছ থেকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছোঁড়া একটা বুলেটের জবাব দিল সিড, তারপর নীরবতা নামল ঘরে। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকাল কেইন, কোমরের পাশে সিক্সগান ধরে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে এক লোক, এছাড়া আর কোন শব্দ নেই। 'ম্যাকার্থি!' ডাক দিয়ে আগের জায়গা ছাড়ল সিড।

'বেঁচে আছ এখনও?' জবাব দিল ম্যাকার্থি।

কোনও সিক্সগান গর্জে না ওঠায় সিড নির্দেশ দিল, 'ম্যাকক্যাবে, লণ্ঠন জ্বালাও!'

হোটেল মালিক লণ্ঠন ধরানোর পর কাউন্টার টপকে এপারে এসে দাঁড়াল ম্যাকার্থি। সিডও এগিয়ে এল। ঘরের চারপাশে নজর বোলাল ওরা। যেখানে দাঁড়িয়েছিল প্রায় সেখানেই মারা গেছে বারডক ম্যাকার্থির গুলিতে। খোলা একচোখ সিলিঙ দেখছে। ডানচোখ ফুটো করে মাথার পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট, রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করেছে আধবোজা চোখের গর্তে। টার্নার উপুড় হয়ে পড়ে আছে টেবিলের কাছে মেঝেতে—মৃত। দুটো বুলেট ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে তার কণ্ঠনালী। ঘরে আর কেউ নেই, এখানে ওখানে রক্ত আর মেঝেতে ছেঁচড়ে চলার ভেজা দাগ।

'তারমানে বাইরের অন্ধকারে আরও চারজন আছে,' গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করল ম্যাকার্থি।

মাথা নাড়ল ক্লান্ত আহত সিড, বামকাঁধ চেপে ধরে বলল, 'লড়ার

পেছনে যথেষ্ট স্বার্থ নেই ওদের, এতক্ষণে অন্য কোথাও রওনা হয়ে গেছে ওরা।'

দরজায় পদশব্দ শুনে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাকার্থি, সিক্সগান তাক করল নিষ্কম্প হাতে। পর মুহূর্তেই বিস্ময়ের ছাপ পড়ল তার চেহারায়, নিশ্চুপ তাকিয়ে রইল।

ম্যাকার্থির প্রতিক্রিয়া দেখে দরজার দিকে তাকাল সিড। দেখে অবাক হয়ে গেল, বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্টেলা অ্যাটকিনস! হলুদ একটা রেইনকোট পরেছে মেয়েটা, মাথায় ফেল্ট হ্যাট। ও দুটোর কোনটাই বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারিনি ওকে। সোনালী চুলগুলো থেকে টপ টপ করে মেঝেতে পড়ছে বৃষ্টির পানি।

দ্রুত পায়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল বিস্মিত সিড, বলল, 'স্টেলা! কি হয়েছে তোমার, এখানে কি করছ!'

'আমি শুনে ফেলেছি ওদের কথা...দশ বারোজন লোক নিয়ে তোমাকে খুন করতে এখানে আসছে ডেভিডসন,' বড় করে দম ফেলে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল স্টেলা, ওর দুচোখে মিনতি ফুটে উঠল, 'চলে যাও, সিড। বড়জোর আর আধমাইল দূরে আছে ও।'

'তোমার আসা উচিত হয়নি, স্টেলা, ভুলে গেছ তুমি ডেভিডসনের বাগদত্তা,' গম্ভীর স্বরে চোখে চোখ রেখে বলল সিড।

'সিড, আমি ভুল করেছি,' কেইনের হাত ধরে ফেলল স্টেলা, কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল, 'আর ভুল করতে চাই না। তুমি চলে যাও, সিড। ওরা তোমাকে মেরে ফেললে বাঁচব না আমি।'

ওদের পাশ কাটিয়ে ঘর ছেড়ে অন্ধকারে বেরিয়ে গেল ম্যাকার্থি, ফিরে এল দু'এক মুহূর্ত পর। দরজা বন্ধ করে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'বেশি দেরি হয়ে গেল। একশো গজের মধ্যে চলে এসেছে লোকগুলো, আমাদের ঘোড়া বাঁধা আছে ওদের সামনে।' ম্যাকক্যাবের

দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'বাতি নেভাও, গাধা, তাড়াতাড়ি!'

সিক্সগানে তাজা বুলেট ভরতে ভরতে সিড বলল, 'সময় আছে, চলে যাও, স্টেলা। ওরা তোমার কোনও ক্ষতি করবে না।'

'আমাকে এখানে আসতে দেখে ফেলেছে ডেভিডসন, তাছাড়া দেখে না থাকলেও ফিরে যেতাম না, সিড। যা হবার একসাথেই হোক দু'জনের,' কথাগুলো বলতে গিয়ে লাল হয়ে উঠল স্টেলার দু'গাল, বাতি নিভে যাওয়ার আগে দেখতে পেল সিড।

'আমাদের খুঁজে পেলে কি করে?'

'ক্যাম্পে পৌঁছুতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, ডেভিডসনের কথা শুনে আন্দাজ করে নিয়েছি এরপর কোথায় থাকবে তুমি।'

অন্ধকারে দরজা সামান্য ফাঁক করল ম্যাকার্থি, কি যেন দেখে দরজা আবার বন্ধ করে দিল তাড়াতাড়ি। ঘুরে দাঁড়িয়ে শীতল স্বরে বলল, 'ঘোড়া বেঁধে নেমে পড়েছে সবাই, বাড়িটা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে এখন।' এক মুহূর্ত দ্বিধা করল সে, তারপর বলল, 'আগুন ধরিয়ে দিলে আমরা শেষ।'

'দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়ি চলো!' উদগ্রীব কণ্ঠে সিডকে বলল স্টেলা।

জবাব দিল ম্যাকার্থি, 'দেরি হয়ে গেছে, ম্যাম। এ বাড়িতে সব মিলিয়ে দুটো দরজা। ওগুলো এখন পাহারা দিচ্ছে দশ বারোজন সশস্ত্র লোক।'

এগারো

সামনের দরজায় এসে দাঁড়াল ডোনাল্ডসন, নক করল। ভেতর থেকে জবাব দিল না কেউ। সিক্সগানের বাঁট দিয়ে দমাদম দরজা পেটাতে শুরু করল একজন কাউহ্যান্ড, ডোনাল্ডসন চেঁচিয়ে বলল, 'বাতি জ্বালাও, ম্যাকক্যাবে, ভেতরে আসছি আমরা।'

ম্যাকক্যাবে চুপ করে রইল। জবাব দিল সিড কেইন, 'টার্নার আর বারডক মারা গেছে, ডেভিডসন। আমি আছি এখানে। শুনলাম আমাকে নাকি খুঁজছ তুমি?'

'হাত তুলে বেরিয়ে আসো তোমরা,' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল ডোনাল্ডসন।

'সখ থাকলে তুমি এসো, কিং ডোনালডসন। নাহলে লেজ গুটিয়ে বউ ছেলে মেয়ের কাছে ফিরে যাও,' পাল্টা চেঁচাল ম্যাকার্থি।

কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেল ডোনাল্ডসন, তারপর কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, 'তুমি কি করে···কি বলতে চাও?' বুঝতে পারছে ভরাডুবি হয়ে গেছে তার, সবকিছু জেনে গেছে সবাই, এখানে তার দিন শেষ।

'তুমি ভাল করেই জানো ম্যাক কি বলতে চেয়েছে,' সিড বলল গম্ভীর কণ্ঠে।

শেষ থাবা বসাতেই হবে। মরিয়া হয়ে উঠল ডোনাল্ডসন, সিড

কেইনকে সুখী হতে দেবে না সে। চেঁচাল ডোনাল্ডসন, 'স্টেলা তুমি বেরিয়ে এসো!'

'না।' এক কথায় জবাব দিল স্টেলা, সিড়ের দিকে তাকিয়ে নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাকার্থি কি বলল?'

'পরে খুলে বলব।'

'ওর কিছু বলার নেই আমার ব্যাপারে, স্টেলা। আবার লোকটার ফাঁদে পা দিচ্ছ তুমি, বেরিয়ে এসো স্টেলা!' রাগে হতাশায় চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে ডোনাল্ডসনের। দুহাতে দুটো সিক্সগান। চেঁচাচ্ছে সে উন্মাদের মত।

স্টেলা জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার চেঁচাল ডোনাল্ডসন, 'শেষ সুযোগ দিচ্ছি, স্টেলা, ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে এসো!'

'আমি তোমাকে যা বলার বলে দিয়েছি, ডেভিডসন।'

'তাহলে ধরে নিচ্ছি তোমার সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট ভেঙে গেছে, স্টেলা,' এই প্রথম হিম শীতল শোনাল ডোনাল্ডসনের কণ্ঠস্বর, ফোরম্যানের উদ্দেশে চেঁচাল সে, 'পেছনের দরজা কাভার করেছ, অ্যাবেল?'

বাড়ির পেছন দিক থেকে ফোরম্যানের গলা ভেসে এল ওদের কানে। 'পরীক্ষা করে দেখেছি, বস্। দরজাটা বন্ধ।'

'একটা গুঁড়ি যোগাড় করে দরজা ভাঙো, অ্যাবেল। কেউ যেন বেরতে না পারে লক্ষ রাখবে!'

সিড়ের পাশে এসে দাঁড়াল ম্যাকার্থি, ফিসফিস করে বলল, 'মেঝেতে একটা ট্র্যাপ ডোর আছে সেলারে যাওয়ার জন্য। সেলারে একটা উঁচু জানালা দেখেছিলাম বাড়ির উত্তরদিকে। আমি ওদের ঠেকিয়ে

রাখছি, তোমরা ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো।'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল স্টেলা, 'সবাই যদি যেতে না পারি এখানেই থাকছি আমরা। আমার কাছে একটা পিস্তল আছে, আর ওটার ব্যবহারও ভালই জানি!'

'বেশ,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ম্যাকার্থি, 'তোমরা দু'জন ওদের সামলে রাখো। আমি যাব আর আসব।' পরপর দু'বার দরজা লক্ষ্য করে গর্জে উঠল ম্যাকার্থির সিক্সগান। অন্ধকারে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল লোকটা, তার সিক্সগানের খোঁচা খেয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাথে যেতে বাধ্য হলো হোটেল মালিক।

বাইরে ডোনাল্ডসনের গালাগাল শোনা গেল। চেঁচিয়ে নির্দেশ দিতে শুরু করল সে, 'জবাব দিতে শুরু করো তোমরা! অ্যাবেল, পেছনের দরজায় নজর রাখো। জীবিত যেন কেউ বেরতে না পারে। মহিলা দেখলেও গুলি থামাবার দরকার নেই!'

রাতের স্তব্ধ পরিবেশ ভেঙে খানখান করে দিল আট-দশটা সিক্সগানের গর্জন। জানালা দুটোর কাঁচ সশব্দে ভেঙে পড়ল। বাতাসে শিস কেটে ঢুকতে শুরু করল বুলেট। পেছনের দরজায় একই সাথে ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করার শব্দ শুনতে পেল কেইন। দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে অ্যাবেল ফ্ল্যানারি আর তার দলবল!

ঠেলতে ঠেলতে হতচকিত স্টেলাকে বার কাউন্টারের পেছনে নিয়ে বসিয়ে দিল সিড। জানালায় শব্দ শুনে ঘুরে তাকিয়ে দেখল কাঁচ ভাঙা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে বিশাল কালো একটা ছায়া। সিক্সগান উঠিয়েই গুলি করল সে। আর্তচিৎকার করে বাইরে আছড়ে পড়ল লোকটা বুলেটের আঘাতে।

বাইরে লোকগুলোকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে

ডোনাল্ডসন। এগিয়ে গিয়ে টার্নারের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটার সিক্সগান বেল্টে গুঁজল সিড, তারপর দৃঢ়পায়ে এগুলো জানালা লক্ষ্য করে।

জানালা পথে ছুটে আসা একটা বুলেট আঘাত করল ওর আহত বাম কাঁধে। মাটিতে পড়ে গেল সিড। থামল না। হামাগুড়ি দিয়ে এগুলো জানালার দিকে। চৌকাঠের কাছে পৌঁছে উঠে দাঁড়াল সে ডান হাতে ভর দিয়ে। মাজল ফ্ল্যাশ খোঁজার জন্য সাবধানে উঁকি দিল বাইরে। আগুনের ঝলক লক্ষ্য করে নিজের সিক্সগান খালি করল সে, তারপর অস্ত্রটা হোলস্টারে রেখে দিল।

পেছনের দরজাটা ভেঙে পড়ার শব্দ হলো। উল্লাসে চিৎকার করে উঠল লোকগুলো। অ্যাবেল ফ্ল্যানারির উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল, 'ভেতরে ঢোকো সবাই! খতম করে দাও শয়তানগুলোকে!'

দ্রুত ঘুরে বার কাউন্টারের পেছন দিক কাভার করল সিড, ওর হাতে উঠে এসেছে টার্নারের মারণাস্ত্র। দরজার দুটো পাল্লাই মাটিতে আছড়ে পড়েছে, আবছা ম্লান আলো আসছে ফাঁকটা দিয়ে। স্টেলাকে কাউন্টারের এপাশে সরে আসতে দেখল সে। দু'জন লোকের কালো অবয়ব দেখা গেল খোলা দরজায়।

দ্বিধা না করে গুলি করল সিড। আর্তনাদ করে উঠল ডানপাশের লোকটা, মেঝেতে ধপ করে আছড়ে পড়ল। দ্বিতীয় লোকটা আর সিড প্রায় একই সাথে ট্রিগার টেনেছে, দুটো গুলির শব্দ এক হয়ে গেল। মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়া বুলেটের গুঞ্জন শুনতে পেল সিড। দ্বিতীয় লোকটা একটা শব্দও করেনি, হাত থেকে সিক্সগান ফেলে দু'হাতে গলা চেপে চিত হয়ে পড়ে গেছে সে। মনে মনে গুনল সিড, 'আরও দুটো খতম!'

'আরও দু'জন ঢোকো, তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!' বাইরে অ্যাবেল ফ্ল্যানারি চিৎকার করে উঠল।

'সখ থাকলে তুমি যাও!' চড়া গলায় জবাব দিল কে যেন।

সিড খেয়াল করেনি, স্টেলা কখন যেন জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ধীরে কিন্তু সতর্কতার সাথে বাইরের সন্দেহজনক ছায়া এবং শব্দ লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে। সিডের ব্যস্ততার সময়ে সে একাই সামনের লোকগুলোকে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে।

নতুন পথ ধরল চারপাশ থেকে ঘিরে থাকা লোকগুলো। জ্বলন্ত খড়ের বান্ডিল ছুঁড়তে শুরু করল জানালা দিয়ে। সরে এল স্টেলা ফ্যাকাসে চেহারায়, আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল, 'সিড, ওরা আমাদের পুড়িয়ে মারতে চায়!'

ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠছে টের পাচ্ছে, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর সাহস পেল না সিড। পেছনের দরজার দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, 'আগুনের কুণ্ডগুলোকে বাইরে ছুঁড়ে দেয়া যায় না?'

'একেবারে জানালা বরাবর জ্বলন্ত খড়ের বান্ডিল ছুঁড়েছে, সিড। সরাতে গেলে আলোর সামনে পেয়ে যাবে ওরা—একেবারে সিটিঙ ডাক,' সংক্ষেপে পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিল স্টেলা, সিডের উপস্থিতিতে দ্রুত সামলে নিয়েছে আতঙ্ক।

বাইরে বোধহয় হামলাকারীদের ওপর হামলা হয়েছে। একটানা গোলাগুলির শব্দে কোনও রিরাম নেই। সামনের দরজায় ঠকঠক শব্দে বিঁধছে অসংখ্য বুলেট।

'বসে পড়ো!' নির্দেশ দিয়ে নিজেও হাঁটু মুড়ে বসল সিড। শব্দে বোঝা যায় বাইরে দু'দল লোকের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে।

'ঘরের ভেতর কিন্তু একটা বুলেটও ঢুকছে না,' বিস্মিত কণ্ঠে বলল

স্টেলা।

'আমরা পেছনের দরজা দিয়ে পথ করে এগুবো, স্টেলা, আমার পেছন পেছন হাঁটবে।' বার কাউন্টারের পেছন দিকে তাকিয়ে বলল সিড। ঘরের ভেতরে ভালমত জ্বলে উঠেছে খড়, পোড়াতে শুরু করেছে শুকনো কাঠ, সেই আলোয় দরজার ফাঁকটা দেখল সে। একটা ছায়া পড়ল, দরজায় সিক্সগান হাতে এসে দাঁড়িয়েছে অ্যাবেল ফ্ল্যানারি।

আহত সিডের দিকে সিক্সগান তাক করে হিসহিস করে উঠল ফ্ল্যানারি, 'আজকে হিসাব মেটানোর দিন, সিড। প্রার্থনা শুরু করে দাও।'

ডান হাতে ধরে রাখা টার্নারের সিক্সগানটা আড়চোখে দেখল সিড, অনিশ্চয়তায় দুলে উঠল ওর মনটা। টার্নার কয়টা গুলি ছুঁড়েছে এটা দিয়ে জানে না সে, বুলেট আছে তো? সে নিজে কয়টা বুলেট খরচ করেছে? জানে না ও।

ওর দ্বিধার কারণ বুঝে ফেলল ফ্ল্যানারি, কুৎসিত চেহারায় হাসি ফুটে উঠল। দৌড়ে এগিয়ে আসার ফাঁকে সিডের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করল সে।

মাথার পাশে কাঠে বুলেট ঢোকার ভোঁতা শব্দ শুনল সিড। সিক্সগানের ট্রিগার টানার চেষ্টা করল না। জীবনের ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে, তবুও সুযোগ চায় না সে, নিশ্চিত হতে চায়। ফ্ল্যানারির দ্বিতীয় বুলেট ওর পাঁজরে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেল। চারদিক থেকে ব্যথা আছড়ে পড়ছে, তবু স্বস্তি অনুভব করল সিড। এখনও মরেনি সে।

বিরক্ত চেহারায় দশ-বারো ফুট দূরে থমকে দাঁড়াল অ্যাবেল ফ্ল্যানারি। ধীরস্থির ভঙ্গিতে সিক্সগানের লক্ষ্য স্থির করতে শুরু করল সিডের ওপর।

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পরস্পরের চোখে তাকিয়ে থাকল দু'জন। সিড বুঝতে পারছে সিক্সগানে বুলেট না থেকে থাকলে আজ ওর জীবনের শেষ দিন। বুঝতে পারছে ফ্ল্যানারিও, বুলেট থাকলে এতক্ষণ চুপ করে বসে থেকে অপেক্ষা করত না লোকটা। মেয়েটাকে লাইন অভ ফায়ার থেকে ঠেলে সরিয়ে সময় নষ্ট না করে গুলি ছুঁড়ত। বিরক্তির ভাব কেটে গিয়ে আবার কুৎসিত হাসিতে ঠোঁট বেঁকে গেল তার।

ট্রিগারে টান দিল সিড, গর্জে উঠল ওর হাতে টার্নারের সিক্সগান। হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে যাওয়ায় এক পা পিছিয়ে গেল ফ্ল্যানারি, চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল সিডের দিকে। ট্রিগার টিপল। একবার। দু'বার! একটা গুলিও সিডের ধারেকাছে এল না, বাতাস কেটে পেছনের দেয়ালে বিঁধল।

ধীরে ধীরে সিক্সগান ধরা হাতটা নেমে এল ফ্ল্যানারির, যেন ভারি কোনও ওজন রয়েছে হাতে। ফসকে মাটিতে পড়ে গেল অস্ত্রটা। মাথা বুকের কাছে ঝুঁকে এল লোকটার। চেহারা নিস্পৃহ হয়ে গেল। আছড়ে পড়ল মেঝেতে। উপুড় হয়ে পড়েই থাকল—নড়ছে না।

গানবেল্ট থেকে সিক্সগানের চেম্বারে বুলেট ভরতে ভরতে স্টেলার উদ্দেশে বলল সিড, 'ফ্ল্যানারির সঙ্গীরা ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না। চলো পেছনের দরজা দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করি।'

স্টেলা জবাব দেয়ার আগেই সামনের দিক থেকে গোলাগুলির আওয়াজ একপাশে সরে গেল। সিক্সগান আর রাইফেল গর্জে উঠল বাড়ির পেছনে। নতুন উদ্যমে হামলা শুরু হলো আবার।

'কিছুই বুঝতে পারছি না,' বিস্মিত কণ্ঠে বলল স্টেলা।

'বোঝার সময় নেই,' অস্থির ভঙ্গিতে জবাব দিল সিড কেইন, 'আমার পেছন পেছন ক্রল করে এগোও!'

পেছন দরজার কাছে ওরা পৌঁছে গেছে এসময় বাইরে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেল। একটানা প্রচণ্ড শব্দের পর রাতের নৈঃশব্দ অস্বাভাবিক লাগল ওদের কানে।

'ফাঁদ হতে পারে,' ফিসফিস করে বলল সিড।

'এদিকের খেলা শেষ, ঠিক আছ তো তোমরা?' বাইরে থেকে চিৎকার করে জানতে চাইল ম্যাকার্থি। দরজায় এসে দাঁড়াল সিক্সগান হাতে, তার পেছনে আরও দু'জন লোকের অবয়ব দেখতে পেল সিড।

'এত মজা হলো, কোথায় ছিলে?' তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠে দাঁড়াল সিড, ডানহাত বাড়িয়ে স্টেলাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

'এরা আসার আগ পর্যন্ত আমি একাই মজায় জড়িয়ে ছিলাম।' আগন্তুক দু'জনকে দেখিয়ে হাসল ম্যাকার্থি। 'এখন মজা করার জন্য একজনও বেঁচে নেই!'

তাকিয়ে দেখল সিড, একজনকে চিনতে পারল—বিল নেগ। অন্যজনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা ব্যান্ডেজে মোড়া। ভুরু কুঁচকে উঠল সিডের। চেনার অযোগ্য, সবকিছুই ব্যান্ডেজে ঢাকা। কাউকে সিড বুঝতে দিল না সে জানে লোকটার পরিচয়।

আগুন ধরে গেছে পুরো বিল্ডিঙে, সরে বার্নের কাছে দাঁড়াল ওরা। এতক্ষণে স্টেলা খেয়াল করল সিড আহত। কোমরের কাছ থেকে নিজের শার্ট ছিঁড়ল সে, জোর করে সিডকে বসিয়ে বাঁ কাঁধে ব্যান্ডেজ বাঁধতে শুরু করল গভীর মনোযোগে।

ব্যথায় ভুরু কুঁচকে উঠলেও শান্তস্বরে সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে জিজ্ঞেস করল সিড, 'তুমি কোত্থেকে এলে, বিল?'

জবাব দেয়ার আগে একগাল হাসল বুড়ো নেগ, তারপর ব্যান্ডেজ মোড়া লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'আগে এর সাথে তোমার পরিচয়

করিয়ে দিই। একে তো তুমি চেনো না, নাকি চেনো?'

ব্যান্ডেজ আর অ্যাঢহেসিভ টেপ মোড়া লোকটার উজ্জ্বল কালো চোখ দুটো শুধু বেরিয়ে আছে। সিড বলল, 'চেনার জন্য আঙ্কল সাইমনের খুব বেশি কিছু দেখা যাচ্ছে তা বলতে পারছি না!'

হাসল সাইমন কেইন। 'ডেভিডসন জ্বলন্ত বার্নে আমার বদলে তোমাকে তাড়া করে ঢোকালে জীবিত বেরতে পারতে না, চেনাচেনি পরের কথা। হবের ভাই ফ্রাঙ্ক ম্যাকার্থি ছিল বার্নে আমার সাথে। দশ-বারোজন একসাথে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল ওকে। আগুনের তাপে আমার সারা শরীরের চামড়া পুড়ে গেছে, মৃতদেহ সরিয়ে নেয়ার জন্য আর সময় নষ্ট করিনি। দক্ষিণের ছোট্ট একটা জানালা ওরা কাভার করেনি, ওই পথে বেরলাম। লুকিয়ে থাকলাম ওরা চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত, তারপর ঘোড়া যোগাড় করে পাহাড়ে পালিয়ে গেলাম। কি বুঝলে, পারবে তুমি আমার মত?' চোখে চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভাতিজার দিকে তাকাল সাইমন কেইন।

সিডকে দেখিয়ে সাইমন কেইনের উদ্দেশে বলল বিল নেগ, 'ফিরে আসার পর আমার আচরণে ওকে খুশি মনে হয়নি। তুমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো ওকে।'

'তোমাকে চিঠি লেখার পরপরই ক্যাটলমেন'স অ্যাসোসিয়েশনেও চিঠি দিয়েছিলাম আমি,' বলল সাইমন কেইন, 'গরু চুরির ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য ওরা পাঠিয়েছে বিল নেগকে। কারও যাতে সন্দেহ না হয় সেজন্য ওকে সার্কেল কে'তে কাউহ্যান্ডের কাজ দিয়েছিলাম, কিন্তু বারডকের সঙ্গে বনিবনা হয়নি ওর...'

'লোকটা আমাকে আইনের লোক বলে সন্দেহ করে বসেছিল,' মাঝখান থেকে বলে উঠল নেগ, 'যাই হোক এখানের সব ঝামেলা শেষ

হয়ে গেছে। বারডক, টার্নার আর ডেভিডসনের ব্যাপারে যদিও প্রায় কোনও তথ্য প্রমাণই আমরা পাইনি।' একমুহূর্ত বিরতি দিয়ে বলল, 'বারডক টার্নারের সিন্দুক চুরির সময় আমরা ওটা কেড়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু ভেতরটা ছিল খালি!'

ম্যাকার্থির দেয়া কাগজগুলো প্যান্টের পকেট থেকে বের করল সিড, বাড়িয়ে ধরে বলল, 'অবৈধ বিল অভ সেল, বারডক আর টার্নারের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে তোমাদের ফাইলে রাখতে পারো।'

'ওদের আরও কাগজ নেগকে আমি আগেই দিয়েছি। তোমাকে খুন করার জন্য চুক্তিপত্র লিখেছিল ছাগল দুটো!' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সাইমন কেইন, 'আমাদের গরু অবৈধ ভাবে বেচা হচ্ছে জেনেও কিনেছে এমন চারজন ক্রেতার বিরুদ্ধেও আমাদের তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ শেষ, এখন শুধু ফাঁসিতে লটকে দেয়া বাকি। আর ওদিকে তুমি কি করলে ছোকরা, সামান্য একটা কাজও সামলাতে পারলে না!'

'ভুল বললে, আঙ্কল, আসল কাজ আমরাই করেছি,' কাঁধের ব্যথাকে পাত্তা না নিয়ে দাঁত দেখাল সিড কেইন। বিল নেগ আর সাইমনকে খুলে বলল ডেভিডসন যে আসলে কিং ডোনাল্ডসন। পুরোটা শুনে হাঁ হয়ে গেল স্টেলা আর দুই বুড়োর মুখ। বিজয়ীর ভঙ্গিতে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল সে বিস্মিত বিল নেগকে, 'সময় মত হাজির হলে কোত্থেকে?'

'রাউন্ডআপের সময় থেকেই তোমার ওপর চোখ ছিল আমাদের। তারপর ডেভিডসন...মানে ডোনাল্ডসনকে অনুসরণ করে পৌঁছে গেলাম এখানে।'

'আঙ্কল সাইমন বেঁচে আছে আমাকে বলোনি কেন?'

'তোমার আঙ্কলের নিষেধ ছিল। ও দেখতে চেয়েছিল তুমি সত্যিই

বড় হয়েছ কি না।'

'আঙ্কল বেঁচে আছে আমি তোমাদের ভুলেই টের পেয়েছি,' হাসল সিড, বলল, 'প্রথমত, আঙ্কল মরার পরও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছ; দ্বিতীয়ত, ব্যাংকার কোন কাগজ বা শর্ত ছাড়াই আমাকে একহাজার ডলার ঋণ দিতে রাজি হয়ে গেল।'

'সাইমন ভেবেছিল ওর কিছু হয়ে গেলে বারডক সমস্ত টাকা মেরে দেবে, তাই আমাকে টাকা তুলে আনতে বলেছিল। পরে ওর হয়ে আমি ব্যাংকারকে জানিয়ে আসি তুমি টাকা ধার নিলে সাইমন শোধ দেবে। ব্যাংকার জানত সাইমন মরেনি, আমরা জো লেজেটকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলাম কাউকে কিছু বলবে না সে।'

'তাহলে একটা ব্যাপার ছাড়া আর সবকিছু ঠিক ভাবে শেষ হলো,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সিড, তাকাল স্টেলার দিকে। 'এখনও না মরে থাকলে ফাঁসিতে ঝুলবে ডোনাল্ডসন, নতুন বর খুঁজতে হবে তোমাকে।'

'আমার হাতের কাজ, না মরে যাবে কোথায়!' হাসি হাসি চেহারায় মাঝখান থেকে বলে উঠল ম্যাকার্থি, প্যান্টের পকেট থেকে একটা চিউইং গাম বের করে মুখে ফেলল সে, বলল, 'তবে দুঃখের কথা হোটেল মালিক আবার মারা পড়েছে তার হাতে।'

সিডের চোখে চোখ রাখল স্টেলা, দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'তুমি ফিরে আসার পর ডোনাল্ডসনকে কখনোই বিয়ে করতাম না আমি, সিড কেইন। আর স্বামী খুঁজেও আমি সময় নষ্ট করছি না, তুমি তো আছই, এবার পালিয়ে যাওয়ার আগেই বেঁধে ফেলব।'

ম্যাকার্থির দিকে তাকাল সিড। লোকটার কাজ ফুরিয়েছে, দায়িত্ব পালন করেছে সে, ভ্রাতৃ হত্যার শোধ নিয়েছে। এখন আবার অনিশ্চিত ভবিষ্যতে পা বাড়ানোর জন্য বোধহয় মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'ম্যাকার্থি,' বলল সিড কেইন, 'এই মেয়েটাকে যদি আমি বিয়ে করি, তাহলে ঝগড়ার সময় আমাকে বাঁচাতে পাশে দাঁড়াবে তুমি?'

'তোমাদের ঝগড়ায় নাক গলানোর চেয়ে বুলেটের সামনে বুক পেতে দেয়া কম সাহসের কাজ হবে,' আড়চোখে স্টেলাকে দেখে নিয়ে হেসে বলল ম্যাকার্থি, 'তবে চাকরি ছাড়ব না আমি, তোমার কি হাল করে ছাড়ে দেখতে হবে না।'

'কোনও ঝগড়া হবে না,' গম্ভীর স্বরে জানিয়ে দিল স্টেলা, 'যতক্ষণ সিড আমার কথা শুনবে, কোনও ঝগড়া নেই।'

একসাথে হেসে উঠল ওরা সবাই।

***